জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম

জরুরি পরিস্থিতির উপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে এবার ব্যবহার হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। নবান্নে পুলিশের অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম। শুক্রবার সরকারি নির্দেশিকা জারি হয়েছে

সরছে ঘূর্ণাবর্ত

দক্ষিণবঙ্গ থেকে ঘূর্ণাবর্ত সরছে উত্তরবঙ্গে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। শনিবার থেকে সোমবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে

হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড মেট্রো রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তালিকা থেকেই হবে উপাচার্য নিয়োগ : সুপ্রিম কোর্ট

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৭০ ● ২ অগাস্ট, ২০২৫ ● ১৬ শ্রাবণ ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 70 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 2 AUGUST, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

আজ শুরু

প্রতিবেদন : আজ, শনিবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে রাজ্য সরকারের নয়া কর্মসূচি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত জনমুখী এই প্রকল্প নিশ্চিতভাবেই আলোড়ন সৃষ্টি করতে চলেছে। এক্ষেত্রেও মানুষের কাছে পৌঁছবে সরকার। তবে এই প্রকল্পে জোর দেওয়া হয়েছে পাড়া-গ্রাম-অঞ্চল-ব্লকের ছোট ছোট সমস্যা দ্রুত সমাধানের ওপর। দিনকয়েক আগে এই কর্মসূচি ঘোষণার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য, রাজ্যের ৮০ হাজার বুথে সাধারণ মানুষের ছোটখাটো সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান। সেইমতো বুথপিছু ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮ হাজার কোটি টাকা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কোন কাজের জন্য কীভাবে টাকা খরচ হবে, তা ঠিক করবেন সংশ্লিষ্ট বুথের বাসিন্দারাই। স্থানীয় মানুষদের মতামতের ভিত্তিতেই হবে প্রকল্প নির্বাচন। উল্লেখ্য, তিনটি করে বুথ নিয়ে একটি করে ক্যাম্প হবে। সপ্তাহে একদিন এই ক্যাম্প বসবে। আগামী দু'মাস এই কর্মসূচি চলবে। গোটা বিষয়টি নিয়ে বুধবার নবান্নে সব জেলাশাসকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানেই জেলাশাসকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকা। ইতিমধ্যেই নবান্নের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক কোন কোন বিষয়ে এই প্রকল্পের (এরপর ১০ পাতায়)

ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আজ-কাল গান্ধীমূর্তির তলায় মহিলাদের ধরনা

তৃণমূল কংগ্রেস মহিলা নেতৃত্বের বৈঠক তৃণমূল ভবনে শুক্রবার।

প্রতিবেদন : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজ, শনিবার থেকে বাংলা ভাষা ও বাঙালি-বিদ্বেষের প্রতিবাদে লাগাতার ধরনা কর্মসূচি শুরু করছে দল। আজ কলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ধরনা কর্মসূচি দিয়ে এর সূচনা হবে। আজ বেলা ২টো থেকে ৫টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। উপস্থিত থাকবেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ সকলে। (এরপর ১০ পাতায়)

একনজরে ১৫ কর্মসূচি

- এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ বা মেরামতি
- জলের সংযোগ, নলকূপ, পাইপলাইন বসানো বা মেরামতি
- রাস্তার আলো— এলইডি লাইট, সোলার লাইট বা হাইমাস্ট ল্যাম্প স্থাপন ও মেরামতি
- সর্বজনীন শৌচাগার নির্মাণ, বিশেষ করে বাজার এলাকায়
- অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাদ মেরামতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পাঁচিল নির্মাণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রং, বেঞ্চের ব্যবস্থা, শৌচাগার সংস্কার
- পুকুর সংস্কার ও ঘাট বাঁধানো
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন
- সর্বসাধারণের জায়গা। বেঞ্চ, ছাউনি, কমিউনিটি ছাউনি তৈরি
- বাজার এলাকার স্টল রিপেয়ার, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, রাস্তার সঙ্গে ফুটপাথের সামঞ্জস্য তৈরি, আলোর ব্যবস্থা
- সংস্কৃতি এবং সামাজিক পরিকাঠামো তৈরি। যার মধ্যে ছোট মঞ্চ, ফ্ল্যাগ তোলার বেদি, উৎসবের জন্য ছাউনি তৈরি, কমিউনিটি সেন্টার তৈরি
- বাস স্টপেজ, অটো-রিকশা স্ট্যান্ড, ফুটপাথ, অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবস্থা
- সবুজায়ন পরিকাঠামো তৈরিতে থাকবে খোলা জিমের জায়গা, গাছের ফেন্সিং, বেঞ্চ তৈরি, পার্কের রাস্তা তৈরি
- বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান
- রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতি

** অন্যান্য কাজ। অর্থাৎ এই কাজগুলি বাদ দিয়ে যদি কোনও অন্য কাজ আসে সেগুলিও তখন কর্মসূচির মধ্যে থাকবে

এসআইআর শুক্রবার ঘেরাও নির্বাচন কমিশন

প্রতিবেদন : এসআইআর-এর প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় ঘেরাও ৮ অগাস্ট। তৃণমূলের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের বিরোধী দলগুলি মিলিতভাবে এই ঘেরাও আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর নামে প্রকৃত নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বিজেপির নির্দেশে। এই অভিযোগ তুলে প্রথম থেকেই সরব হয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই নির্দেশিত (এরপর ১০ পাতায়)

পুণেতে খুন বাংলার শ্রমিক দুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা

প্রতিবেদন : বিজেপি রাজ্যে অত্যাচার সীমা ছাড়াচ্ছে। এবার পুণেতে। জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটার ৩২ বছরের যুবক দীপু দাসকে খুন করা হয়েছে। যদিও বিজেপি রাজ্যের পুলিশ দুর্ঘটনা বলে চালানোর অপচেষ্টা শুরু করেছে। শুক্রবার দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, তদন্ত হওয়ার আগেই কীভাবে পুণেতে বাংলার শ্রমিকের রহস্যমৃত্যুকে দুর্ঘটনা বলে চালানো হচ্ছে? বাংলার শ্রমিক বলেই কি তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খুঁজে বের না করে সেটিকে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বলে চালানোর চেষ্টা করছে বিজেপি-শাসিত মহারাষ্ট্রের প্রশাসন? এই ঘটনার তীব্র (এরপর ১০ পাতায়)

পুণেতে মৃত দীপু দাস। ডানদিকে পরিবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বন্যা

ও আকাশ তুমি ঘর বাঁধো না কেন?
ও বাতাস তোমার মুখ গোমড়া কেন?
বর্ষা তুমি সীমা ছাড়ালে কেন
বন্যার ছায়া দেখে কাঁদো না কেন?

আকাশ বাতাস নদী সাগর পাহাড়
প্রকৃতির পৃথিবীতে সবই উপহার
মাঝে মাঝে প্রকৃতি ভয়ঙ্করী
সাগর ভাসিয়ে দেয় জীবনতরী

চলার পথের আজ শেষ যে কোথায়
ঘুরে ফিরে যেতে হবে শেষ সীমানায়
তাই তো ভাবি না, ভাবতেও চাই না
যাবই যাবে যেথা শেষ রবে না।

অভিষেকের বৈঠক বদলে হবে ৫ অগাস্ট

প্রতিবেদন : তৃণমূলের সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আগামী ৫ অগাস্ট ভার্চুয়াল বৈঠকে বসবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিকভাবে এই বৈঠকের জন্য ৮ অগাস্টে দিন নির্ধারণ করা হলেও তা এগিয়ে ৫ তারিখ করা হয়েছে। ওইদিন বিকেল চারটের ভার্চুয়াল বৈঠকে দলের সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তথা সাংসদ, বিধায়ক, কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, চেয়ারপার্সন, পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সব জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। বৈঠকে যোগ দিতে বলা হয়েছে সাংগঠনিক স্তরে মাদার ও সব ফ্রন্টাল-এর রাজ্য সভাপতি, মাদারের রাজ্য কমিটি, জেলা সভাপতি, জেলার চেয়ারম্যান, পুরসভার কাউন্সিলরদেরও।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 August, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৬১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের (১৮৬১-১৯৪৪) জন্মবার্ষিকী। তিনি ছিলেন রসায়নবিদ, অধ্যাপক ও ভারতবর্ষে রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় স্থাপয়িতা। বাংলায় বিভিন্ন শিল্পের উন্নতিবিধান ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের প্রচেষ্টায় তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। তিনিই বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৯৮০ রামকিঙ্কর বেইজ (১৯০৬-১৯৮০) এদিন প্রয়াত হন। সুশিক্ষিত নন, ছিলেন স্বশিক্ষিত একজন শিল্পী। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় ভর্তি হয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কলাভবনে। নন্দলাল বসু এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে স্নেহধন্য হয়েছিলেন। পাঁচ বছরের অধ্যয়নপর্ব শেষ করে, ১৯৩০ সালে রামকিঙ্কর কলাভবনে যোগ দেন শিক্ষক হিসেবে। শিল্পী হিসেবে রামকিঙ্কর বেইজ যতটাই প্রাণবন্ত হোন না কেন, ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা সাধারণ একজন মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বড়ই একলা আর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন। চৈত্রের দুপুরে মাঠের খাঁ খাঁ শূন্যতা কিংবা নদীর প্রবাহের মতো নিঃসঙ্গতার সঙ্গে ছুটে চলা প্রতিনিয়ত অথবা উৎসবের আমেজে ফাঁকা হয়ে যাওয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমের একাকিত্ব ছিল তার নিত্যজীবনের সঙ্গী।

১৯৯০ কুয়েত দখলের অভিযানে নামল ইরাকের সাদ্দাম বাহিনী। তৈলভাণ্ডারে সমৃদ্ধ এই দেশটি দখলের অভিযান চলে দু'দিন ধরে। তীব্র নিন্দায় ফেটে পড়ে সমগ্র বিশ্ব। উপসাগরীয় যুদ্ধের সূত্রপাত এই আগ্রাসনকে কেন্দ্র করেই।

১৮৭০ পাতাল রেল চালু হল লন্ডনে। টেমস নদীর নিচে তৈরি সুড়ঙ্গ দিয়ে যাতায়াত শুরু করল বিখ্যাত টিউব রেল। এটি বিশ্বের প্রথম পাতাল রেল।

১৮৫৮ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান। ভারত শাসন আইন চালু হল এদেশে। কোম্পানি রাজের বদলে ইংল্যান্ডের রানি ভারতেশ্বরী হয়ে উঠলেন।

১৯৩৯ আইনস্টাইন ও লিও স্লিলার্দ এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে চিঠি লেখেন ম্যানহ্যাটেন প্রকল্প চালু করার অনুরোধ জানিয়ে। এই ম্যানহ্যাটেন প্রকল্পের পরিণামে আমেরিকার হাতে আসে পারমাণবিক বোমা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করে।

১৯৪৫ পটসডাম সম্মেলন এদিন শেষ হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে মূলত জার্মানির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ১৫ দিন ধরে চলা এই সম্মেলনে অংশ নেন তিন দেশের শীর্ষ নেতা। ইংল্যান্ডের পক্ষে চার্চিল ও ক্লিমেন্ট এটলি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ট্রুম্যান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্তালিন। সম্মেলন শেষে জার্মানি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানসূত্র পাওয়ার বদলে জার্মানির ভবিষ্যৎ নিয়ে সোভিয়েত ও মার্কিন মতবিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে।

১৯৯২ জ্যাকি জয়নার কারসি পরপর দুটি অলিম্পিকে হেপ্টাথলনে সোনা জিতে রেকর্ড গড়লেন। সিওল ও বার্সেলোনা, দুটি অলিম্পিকেই তিনি এই বিভাগে জেতেন। তাঁর আগে এই কৃতিত্বের অধিকারী আর কেউ হতে পারেননি। এই মার্কিন অ্যাথলিটকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ বলা হয়।

১৩৪৩ চতুর্থ অলিভার দে ক্লিসনকে এদিন নৃশংসভাবে হত্যা করে ফরাসিরা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্যানে শহরকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছেন। অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি। কিন্তু, অলিভারের মুন্ডু প্যারিসের রাস্তায় জনসমক্ষে কেটে ফেলতে ইতস্তত করেনি ফরাসিরা। কাটা মুন্ডু পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইংল্যান্ডে। আর কবন্ধ দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ফাঁসি কাঠে।

পাটির কর্মসূচি

অসমের উদালগুড়ি জেলার আসন্ন বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচন। যোগদান ও প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হল অসম তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন আবু শামা আলি-সহ জেলা ও ব্লক পর্যায়ের নেতা ও কর্মী-সমর্থকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৬১

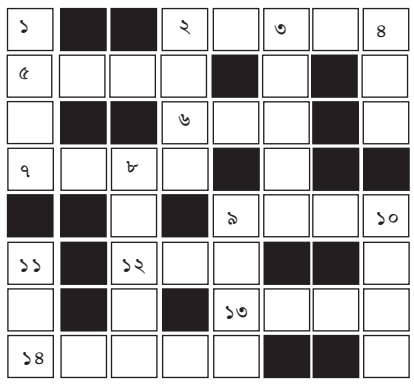

পাশাপাশি : ২. বলরামের লঙল ৫. অনুবাদ, ভাষান্তর ৬. ধাতুসম্বন্ধীয় ৭. হত্যা হয়ে যাওয়ার কাছাকাছি ৯. প্রায়ই, বারংবার ১২. আমোদপ্রদ ১৩. চন্দ্র, চাঁদ ১৪. পুলিশের কর্মচারীর অধীন তত্ত্বাবধায়ক।

উপর-নিচ : ১. হাত নেড়ে ইশারা ২. মীমাংসা ৩. কাপড় বোনা ৪. শুভদা ৮. খোলাখুলি ৯. ঘর ও দরজা ১০. নতুন সূর্য ১১. —আজি খুলিয়াছে দ্বার।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৬০ : পাশাপাশি : ১. আত্মজ ৩. বইখাতা ৫. সমসাময়িক ৭. পরমা ৮. ফেকলু ১০. দাখিলখারিজ ১২. টেকসই ১৩. নাগরি। **উপর-নিচ :** ১. আদিরূপ ২. জনসমাকুল ৩. বচসা ৪. তান্ত্রিক ৬. মহাফেজখানা ৯. লুকোচুরি ১০. দাপুটে ১১. খাড়াই।

১ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৩৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১০২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৩৮	৮৭.১১
ইউরো	১০১.৩৪	১০০.২৬
পাউন্ড	১১৬.৭৩	১১৪.৮৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৌশানী

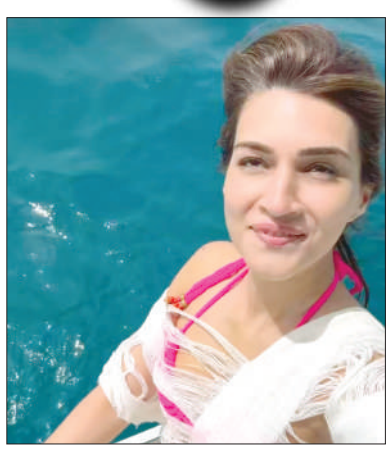

■ কৃতী শ্যানন

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভুয়ো আধার কার্ড ব্যবহার করে তোলা হয়েছে ২০ হাজারেরও বেশি মোবাইলের সিম কার্ড। খবর পেয়ে তদন্তে নামল লালবাজার

আমার শহর

2 August, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

পুজো অনুদান ১.১০ লক্ষ • উৎসব এবার আরও জমজমাট

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ

উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা বাংলা জুড়ে

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার নেতাজি ইনডোরে পুজো বৈঠকে দুর্গোৎসবের সুর বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলকে চমকে দিয়ে এবারের পুজোর অনুদান ঘোষণা করেছেন ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আর তারপর থেকেই রাজ্যজুড়ে পুজো কমিটি ও ক্লাবগুলিতে কার্যত পুজোর আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছে। পুজোর বাকি আর মাত্র ৫৭ দিন। কলকাতা থেকে জেলা— মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। থিম শিল্পী থেকে তাঁর সহকারী-ডেকরেটর-মণ্ডপ শ্রমিক-কুমোরটুলি-সহ রাজ্যজুড়ে মৃৎশিল্পী, কারও নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। এরই মাঝে আমরা কথা বলেছি কয়েকজনের সঙ্গে। চূড়ান্ত ব্যস্ততার মাঝেই এঁরা বললেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। দুর্গাপুজো এখন শুধুমাত্র পুজোতে আটকে নেই। প্রায় আশি হাজার কোটি টাকার একটি ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। যার অংশ আমরাও। আমাদের সারা বছরের রোজগার উঠে আসে এই পুজোর কাজ করে। গত ১৪ বছরে ধুমধাম করে দুর্গোৎসব হওয়াতে আমাদের রোজগার বেড়েছে। আমরা দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাই। আমাদের পরিবার নিয়ে আমরা ভালভাবে বাঁচতে পারছি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

দীপক দাস (প্রধান সহশিল্পী)

■ মেদিনীপুর

সারাবছর তাকিয়ে থাকি দুর্গাপুজোর কাজের ক'টা মাসের দিকে। মূল রোজগারটা এই ক'টা মাসেই হয়। আগে এসব ছিল না।

সজনী বাগদি (সহশিল্পী)

■ বর্ধমান, গুসকরা

আমরা আগে সেভাবে কাজ পেতাম না। গ্রামে পড়ে থাকতে হত। গত কয়েকটা বছর ধরে দুর্গাপুজো উৎসবে পরিণত হওয়াতে আমাদের কপাল খুলেছে।

অরূপ মুখোপাধ্যায় (কর্মকর্তা)

■ কল্যাণী আইটিআই লুমিনাস ক্লাব

বাম আমলে দুর্গাপুজোর অনুমতি হাইকোর্ট থেকে করিয়ে আনতে হয়েছে। এই তো অবস্থা ছিল। এখন পাঁচ মাস ধরে ১০০ শ্রমিক দুই শিফটে কাজ করছে।

প্রশান্ত পাল (থিম শিল্পী)

■ টালা বারোয়ারি ■ শিবমন্দির ■ লালাবাগান নবাঙ্কুর

দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়। পুজো এখন শিল্পেরও বিকাশ ঘটায়। শিল্পীদের সম্মান দেয়। অর্থ দেয়। দুর্গোৎসব একসঙ্গে একলপ্তে বহু মানুষকে ভালরকম রোজগার দেয় বাংলাজুড়ে।

গৌতম মাইতি (ডেকরেটর)

সারা বছরের কাজের থেকে দুর্গাপুজোর সময় যে কাজ আমরা করি তাতেই বাকি বছরটা চলে যায়। আমাদের অনেকগুলো পেট ভরে।

উৎসবের বাংলায় পর্যটনে জোয়ার

প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বিপুল অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ চলছে। মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা-সহ রাজ্যের দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে আর্থিক অনুদান দেওয়া শুরু করেন। এর ফলে উৎসাহিত হচ্ছে পুজো কমিটিগুলি। পুজোয় বাড়ছে বিনিয়োগ। ডেকরেটর থেকে আলোক শিল্পী, প্রতিমা শিল্পী থেকে পরিবহণ ব্যবসায়ী, রেস্তোরাঁ থেকে হোটেল মালিক, লাভবান সবাই। সবমিলিয়ে পুজোকে কেন্দ্র করে রাজ্যে এক সমান্তরাল অর্থনীতির জন্ম হয়েছে তৃণমূল সরকারের আমলে। পুজো অর্থনীতির অঙ্ক এখন কয়েক হাজার কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। অন্য সব শিল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে পর্যটন শিল্প। পুজোর সময় বাঙালিদের মধ্যে ভিনরাজ্যে বা বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা অনেক দিনের। সেই প্রবণতার পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও বাড়ছে ভিড়। পুজোকে কেন্দ্র করে এই প্রবণতা আগে ছিল না। এই সরকারের আমলে রাস্তা-ঘাট, জল-আলো, পরিকাঠামো, নতুন নতুন হোম স্টে গড়ে উঠেছে। সঙ্গে বেড়েছে প্রচার। যা পর্যটকদের টেনে আনছে বাংলায়।

বাঙালিদের পাশাপাশি তাই ভিনরাজ্য এবং বিদেশ থেকেও পর্যটকরা পুজোর আকর্ষণে ছুটে আসছেন বাংলায়। মাঝে কোভিডের ধাক্কায় কিছুটা বেসামাল হয়েছিল পর্যটন শিল্প। কিন্তু রাজ্য সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় ফের তা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সেই কথাই বলছিলেন স্টার ট্রাভেলের কর্ণধার অলোক দত্ত। তাঁর কথায়, পুজোর সময় উত্তরবঙ্গের আকর্ষণ বরাবরই বেশি। ফলে বুকিংও অনেক বেশি। বাদ যায় না জেলার অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোও। তবে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে দিঘায় জগন্নাথধাম গড়ে ওঠা বাংলার পর্যটনে এক মাইলস্টোন বলে মানছেন তিনি। বলছেন, দিঘার কারণে পর্যটকদের কাছে বাংলার আকর্ষণ আরও বেড়েছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটকদের মধ্যে। গত কয়েক মাসে ওই অংশের বহু পর্যটক সরাসরি দিঘায় আসছেন। জগন্নাথধাম দেখে তাঁরা পুরী যাচ্ছেন। এই প্রবণতা একেবারেই নতুন। পুজোর সময় এই ট্যুরের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। যা হাসি ফুটিয়েছে তাঁদের মতো মাঝারি মানের ট্রাভেল সংস্থার। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে হোম স্টে-র সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এখানে খরচ কম হওয়ায় পর্যটকরাও ভিড় জমাচ্ছেন। তবে জনপ্রিয় স্পটগুলির পাশাপাশি লেপচাখা, সিটং, চুমাঙ্গের মতো নতুন ও আনকোরা পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ভিড় যেভাবে বাড়ছে তাতে খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা। অলোক দত্তের মতো একই সুর নিড-এ হলিডে-র কর্ণধার শান্তনু ভট্টাচার্য, সৌমিক দাসের গলাতেও। তাই তাঁরাও তাকিয়ে রয়েছেন পুজোর দিনগুলির দিকে।

উৎসবের বাকি দেড়মাস, তুঙ্গে কুমোরটুলির প্রস্তুতি

দেবনীল সাহা

আসছে উৎসবের মরশুম। আর একমাস পরই দুর্গোৎসবে মাতবে কলকাতা-সহ সারা বাংলা। আলোর রোশনাইয়ে সাজবে গোটা রাজ্য। তাই এখন দম ফেলারও ফুরসত নেই কুমোরটুলির শিল্পীদের। প্রতিমাশিল্পী থেকে শুরু করে ডাকের সাজ, শোলার সাজ কিংবা গয়নাশিল্পী; সকলেরই ব্যস্ততা তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের আওতাধীন পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে পুজোর বৈঠক সেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারের তরফে উদ্যোক্তাদের জন্য ১ লক্ষ ১০ হাজারের অনুদান ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে বিদ্যুতে ৮৫% ছাড়। ফলে রাজ্যে আরও বাড়তে চলেছে দুর্গোৎসবের বাজার।

কুমোরটুলির মৃৎশিল্প সাধন পালের কথায়, আগেরবারের চেয়েও প্রতিমার বায়না এবারে বেশি। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, কর্মচারীদের মজুরিও বেড়েছে। প্রতিমার অর্ডার বৃদ্ধি পাওয়ায় পুষিয়ে যায়। গয়নাশিল্পী বাবু পালের মতে, মুখ্যমন্ত্রী পুজো কমিটিগুলির জন্য সরকারি অনুদান চালু করায় নতুন পুজোর সংখ্যাও বেড়েছে। আমাদের মতো শিল্পীদের পসারও ব্যাপকহারে বেড়েছে।

কার্যত ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠনের পর থেকেই বাংলার দুর্গোৎসব বিশ্বমঞ্চে সমাদৃত হয়েছে। দুর্গাপুজোর ৮০-৯০ হাজার কোটি টাকার বাজারের উপর দাঁড়িয়ে বিরাট অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। কুমোরটুলির শিল্পীদের পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারাও তা একবাক্যে স্বীকার করছেন। ফোরাম ফর দুর্গোৎসব-এর চেয়ারম্যান পার্থ ঘোষ যেমন জানাচ্ছেন, ধর্মের চেয়ে এখন দুর্গাপুজোয় ব্যবসাটাই আসল। প্রান্তিক মানুষের প্রায় সারা বছরের রুজি-রোজগারের পাশাপাশি পুজোর এই হাজার হাজার কোটির ব্যবসায় উপকৃত হয় ছোট-বড় সমস্ত ব্যবসায়ী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই আজকে বাংলার দুর্গাপুজোর এই বিরাট ব্যাপ্তি।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 August, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

ছিঃ বিজেপি

হয়েছেটা কী বিজেপির? দেশের মনীষীদের এরা আর কোথায় নামাবে? যাঁদের জন্য ভারত আজ স্বাধীন দেশ তাঁদেরকে যেভাবে অপমানিত-লাঞ্ছিত করছে, এরপর দেশের মানুষ সুযোগ পেলেই এদেরকে যথাযথ শিক্ষা দেবেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এমন একজন মানুষ শুধু ভারত নয়, বিদেশও যাঁর নামে ভারতবর্ষকে চেনে। অসমের বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব কার্যত বাংলার মনীষীদের নিয়ে ছেলেখেলা করছে এবং বিজেপি সেটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। কখনও নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে সন্ত্রাসবাদী বলা হচ্ছে, আবার বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পালকে কাশ্মীরের জঙ্গিদের সঙ্গে কার্যত তুলনা করে দিচ্ছে। গোটা দেশ এই ঘটনায় লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। শিলাদিত্য ক্ষমা তো চায়ইনি, বিজেপির তরফেও একটি শব্দও উচ্চারণ করা হয়নি। আসলে সেদিনের ব্রিটিশ আজকের বিজেপি। বাংলা ও বাঙালিকে নিয়ে যে ধারণা ছিল, সেই ধারণার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজেপির কোনও ভূমিকাই ছিল না। বাংলার ভূমিকা ছিল। বাংলা পথ দেখিয়েছিল। বাংলাই দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বিজেপি ব্রিটিশদের সঙ্গে টেবিলের তলায় সন্ধি করে কখনও জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, কখনও ব্রিটিশদের সঙ্গ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আর এখন দেশপ্রেম থেকে শুরু করে নাগরিক-অনাগরিকের খেলা শুরু করেছে এই বিজেপি। বিজেপির এই খেলা অনেক পুরনো। এরা আসলে রাজনৈতিক ধান্দাবাজের দল। যাদের হাতে ভারতীয় সংবিধান মোটেই সুরক্ষিত নয়। আর সুরক্ষিত নয় বলেই নাগরিকদের সুরক্ষাও প্রশ্নচিহ্নের সামনে।

e-mail থেকে চিঠি

কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে বিজেপি

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের কড়া নির্দেশ ছিল, গতকাল অর্থাৎ ১ অগাস্ট থেকেই বাংলায় ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পটি পুনরায় চালু করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। কিন্তু সেই নির্দেশই সার! গত ১৮ জুন এই নির্দেশের পর কেটে গিয়েছে প্রায় দেড় মাস। কিন্তু মোদি সরকার কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফেও কিছু জানানো হয়নি রাজ্যকে। এখনই কাজ শুরুর কোনও সম্ভাবনা নেই। হাইকোর্টের নির্দেশ সরাসরি অমান্য করল কেন্দ্র। মোদি সরকারের বঞ্চনার রাজনীতিতে যারপরনাই হতাশ গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ! আদৌ কি কাজ মিলবে? নাকি আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে আগাগোড়াই বঞ্চিত থেকে যাব? বাংলার প্রতিটি জবকার্ড হোল্ডারের মুখে এখন এই একই প্রশ্ন। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও কীভাবে বাংলার প্রান্তিক মানুষকে ১০০ দিনের কাজ থেকে বঞ্চিত করে রাখতে পারে মোদি সরকার? হাইকোর্টের নির্দেশের পর কাজ পাওয়ার আশায় বুক বেঁধেছিলেন অনেকে। পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লকের ১,৬০৫ জন জবকার্ড হোল্ডার আবেদন জমা দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে। কিন্তু, কোনও হেলদোলই নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। সম্প্রতি বীরভূমের প্রশাসনিক সভা থেকে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের এই দুয়োরানিসুলভ আচরণ নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওরা আমাদের দেওয়া তথ্য-পরিসংখ্যান মেনে নিয়েও টাকা দেননি। এখন কলকাতা হাইকোর্টের রায়কেই গ্রাহ্য করছে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষ্কার করে কিছু বলছেন না। পরপর ভোটে হারের বদলা নিতেই যে ওরা টাকা আটকে রেখেছে, এটা স্পষ্ট। বর্তমানে এই প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া ৪৪ হাজার ৯১৬ কোটি টাকা। হাইকোর্ট সাফ জানিয়েছিল, ১০০ দিনের কাজের জন্য বরাদ্দ টাকা কোথায় কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কোথাও দুর্নীতি হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য কেন্দ্রের পর্যাপ্ত ক্ষমতা রয়েছে। কেন্দ্র সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করুক। কিন্তু এই প্রকল্পের কাজ চালু রাখতে হবে। কারণ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনে কোথাও বলা নেই যে, অর্থের অনিয়ম হলে অনির্দিষ্টকাল প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকবে। তাতেও কর্ণপাত করল না মোদি সরকার। এই বিজেপিকে একটা ভোটও নয়।

—সুবীর চক্রবর্তী, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মুছে দাও বাঙালির লড়াইয়ের ইতিহাস
শহিদের বেদিতে দালালেরা পাক মালা!

অম্বিকা চক্রবর্তী

কালাপানির কেচ্ছা নতুন কিছু নয়। এর আগে আন্দামানের সেলুলার জেলে বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী উল্লাসকর দত্ত এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কোনও মূর্তি নেই বলে রাজ্যসভায় জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক। সেই সঙ্গে আগামী দিনে সেখানে তাঁদের মূর্তি স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা নেই বলেও তাঁদের তরফে জানানো হয়। এখন বাংলাভাষীদের ওপর বিদ্বেষ অত্যাচারের প্রতিবেশে আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দি- তালিকা থেকেই বাদ দেওয়া হল মাস্টারদা সূর্য সেনের সহযোদ্ধা অম্বিকা চক্রবর্তীর নাম। লিখছেন **দেবাশিস পাঠক**

নতুন এক কাকের পালক কালাপানির কেচ্ছায়।

বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা-ভাষীদের ওপর আক্রমণ, নির্যাতন অব্যাহত। চলছে দিকে দিকে 'বঙ্গাল খেদা' অভিযান।

সেই আবহেই বাঙালি অস্মিতায় গোবর লেপার আয়োজন। বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাস মুছে ফেলার উদ্যোগ।

আন্দামানে সেলুলার জেলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যে গ্যালারি রয়েছে সেখানে অম্বিকা চক্রবর্তীর নামই নেই। চট্টগ্রাম অভিযানে যুক্ত বিপ্লবীদের নিয়ে সেখানে পৃথক গ্যালারি করার কোনও পরিকল্পনাও নেই এই বিজেপি সরকারের। মোদি মন্ত্রিসভার সদস্য গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত নিজে সংসদে জানিয়েছেন সেই তথ্য। আসলে বিজেপির এই কর্মকাণ্ডের পেছনে আছে ঘৃণার ও বিদ্বেষের তিনটি পরস্পর সংলগ্ন পরিসর।

এক, বাংলা ও বাঙালির প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা। বারবার বাংলা জয়ের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপায় খুঁজে নেওয়া।

দুই, বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস মুছে না দিলে সাভারকরদের মতো ব্রিটিশ পদলেহীদের গৌরবান্বিত করা যাবে না যে! একযোগে বিপ্লব আর আপসের পুজো তো সম্ভব নয়। তাই, সাভারকরকে পুজো করতে হলে অম্বিকা চক্রবর্তীদের মুছে ফেলতে হয়।

তিন, ইতিহাস বিকৃতি প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্যই চট্টগ্রাম অভিযানের মতো অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক কাণ্ডের গুরুত্ব জনমানসে কমিয়ে আনা দরকার। প্রতিবাদী মানসিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। মা কালীর বোমা যাঁরা বানিয়েছিলেন, তাঁরা মুসলমান সংহারের ভাবনা দ্বারা তাড়িত হননি। একথা যত কম কম করে প্রচারিত হবে, বিজেপির পক্ষে তত ভাল। কারণ, বিজেপি সেই হিন্দুত্বের কথা ছড়াতে চায়, যে হিন্দি বলয়ের হিন্দুত্বের মূলগত বৈশিষ্ট্য হল মুসলমান বিদ্বেষ। অসহনশীল ধর্মচরণকে যা প্রশ্রয় দেয়। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা যাকে পুষ্ট করে।

এমতাবস্থায় বাদ পড়া অম্বিকা চক্রবর্তীর পরিচয়টা সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

কে এই অম্বিকা চক্রবর্তী না বুঝলে কেন তাঁর নাম মোছা দেশদ্রোহিতার পরিচয়, সেটা অনুভূত হবে না।

১৯১১ সাল। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স। সমস্ত সদস্যরা জান লড়িয়ে দিচ্ছেন প্রস্তুতির জন্য। পাশেই কর্ণফুলি নদী। ওপার থেকে ১০-১২ জনের একটি দল আসছিল চট্টগ্রামে, কনফারেন্সে যোগ দিতে। হঠাৎই, প্রবল দুর্যোগ! কর্ণফুলি রীতিমতো উত্তাল হয়ে উঠল। এরই মধ্যে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। চট্টগ্রামে যে দলটি আসছিল, তাঁদের নৌকাটি ডুবে যায়। যাত্রীরা কে কোথায়, কেউ জানেন না। এমন সময় ছুটে এল এক বছর কুড়ির তরুণ। কোনও কিছুর পরোয়া না করে, জামাটা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ওই উত্তাল নদীতে। এ কী করছে ছেলেটা! কিন্তু একাই সব যাত্রীকে উদ্ধার করে ডাঙায় নিয়ে আসেন ওই তরুণ। হাওয়ায় কথা ছড়ায়। সব জায়গায় ছড়িয়ে গেল এই সাহসিকতার কথা। চট্টগ্রামের কনফারেন্সে এই কথা শুনলেন স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে ডেকে নিলেন ওই বছর কুড়ির তরুণ, অম্বিকা চক্রবর্তীকে। নিজের পকেটঘড়ি তুলে দেন অম্বিকার হাতে।

সেলুলার জেল

সময়টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। একদিকে সমরাঙ্গনে ব্রিটিশ সেনা, অনদিকে ভারতে তৈরি হচ্ছে বিপ্লবের মহামঞ্চ। এই মঞ্চে যোগ দেন অম্বিকা চক্রবর্তীও। ১৯১৬-এর শেষদিকে প্রথমবার গ্রেফতার হন। ছাড়াও পেয়ে যান দুই বছর পর। ততদিনে অঙ্কের শিক্ষক মাস্টারদা সূর্য সেনকে পেয়ে গেছেন পাশে।

১৯২৩ সালের নাগরখানা পাহাড় খণ্ডযুদ্ধে আহত হলেন সূর্য সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী। জেলে গেলেন দুজনেই। ১৯৩০ সালে জেল থেকে একে একে ছাড়া পান সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহরা। পরিকল্পনা চলতে থাকে আসল উদ্যোগের। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ মুক্ত করতে হবে। অস্ত্রাগার দখল করতে হবে। '৩০-এর ১৮ এপ্রিল। ৬৫ জন বিপ্লবীকে নিয়ে শুরু হল অভিযান। দুটো দলে ভাগ হয়ে যায় সবাই। একটির নেতৃত্বে থাকেন সূর্য সেন, অন্যটির দায়িত্বে অম্বিকা চক্রবর্তী। মাস্টারদার পরেই চট্টগ্রামের ওই বিপ্লবী সংগঠনের কার্যত সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড ছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে শহরের সমস্ত টেলিগ্রাম ও টেলিফোন ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলা হয়। একপ্রকার বিচ্ছিন্নই করে রাখা হয় চট্টগ্রামকে। তার পরের অধ্যায়টা আমাদের সকলেরই জানা। স্বাধীনতার আগেই, অন্তত চারদিন চট্টগ্রামের ব্রিটিশ মুক্ত হয়ে যাওয়া।

অভুক্ত, ক্লান্ত সঙ্গীদের সঙ্গে অম্বিকাও আশ্রয় গ্রহণ করলেন কাছের জালালাবাদ পাহাড়ে। । এমন সময় ব্রিটিশ পুলিশ ঘিরে ফেলল পাহাড়। শুরু হল গুলির লড়াই। গুরুতর আহত হলেন অম্বিকা চক্রবর্তী। ধরাও পড়েন পরবর্তীতে। প্রথমে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হলেও, পরে সেটা বদলে হয়ে যায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ঠিকানা আন্দামানের সেলুলার জেল।

গেরুয়া জমানায় সেই সেলুলার জেলের ইতিহাস বদলে দিতে, বাংলার দ্রোহ কালকে চেপে দিতে, বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম মুছে ফেলতে তৎপর হয় বিজেপি। কারণ, বাঙালিরা যখন আন্দোলনে আগুনে ফেটে পড়ছিলেন, তখন বিজেপির আদর্শ পুরুষ সাভারকর ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে সেলুলার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ছাড়া পেলে দলবল-সহ তাঁরা যে ইংরেজদের সাহায্য করবেন, তার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের বইয়ে আমরা পড়েছি সেখানে সেলুলার জেল বন্দি ৯৬৬ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামের তালিকা ছিল। প্রায় ছ'শো-সাতশো'র মতো বাঙালি বিপ্লবীদের নাম ছিল সেখানে। আনুমানিক ২০১৫ সাল বা তার আগেই মূলত বাঙালি বিপ্লবীদের নাম কেটে তালিকাভুক্ত বিপ্লবীদের সংখ্যা ৩৮৪ তে নামিয়ে আনা হয়। এখন দেখা যাচ্ছে, অম্বিকা চক্রবর্তীর নামও কাটা গিয়েছে।

আর এসবের মধ্যেই ২০১৫ সালেই এই সেলুলার জেলের পুনর্নবীকরণের কাজ হয়। সেলুলার জেলের নামকরণ করা হয় দামোদর সাভারকারের নামে।

চাবুকের ঘা আর সিগারেটের ছ্যাঁকায় দেশপ্রেমের যে ইতিহাস লিখেছিল সেলুলার জেল, সেটা বদলে দিচ্ছে বিজেপি।

বাংলা ও বাঙালির প্রতি তাদের প্রেম ও শ্রদ্ধা সত্যিই অপূর্ব রূপে প্রকাশিত!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সন্দেহের বশে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গণপিটুনি। অভিযোগ পেয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বসিরহাটের ন্যাজাট থানা এলাকার ঘটনা। জখম সিভিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নবান্নে 'ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম'
পুলিশের নজরদারি ২৪x৭

প্রতিবেদন : বন্যা পরিস্থিতি হোক বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা— রাজ্যের প্রতিটি জরুরি পরিস্থিতির উপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে এবার ব্যবহার করা হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। রাজ্যের সচিবালয় নবান্নে এবার গড়ে উঠছে রাজ্য পুলিশের অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম। শুক্রবার এই মর্মে একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

নবান্নের দ্বিতীয় তলের রুম নম্বর ২০৭-এ এই কন্ট্রোল রুম গড়ে তোলা হচ্ছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই কেন্দ্রটি মূলত 'সেন্ট্রালাইজড কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার' হিসেবে কাজ করবে, যা অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (এডিজি) এবং আইজি (আইনশৃঙ্খলা)—এই দুই উচ্চপদস্থ আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে চলবে। এই ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম সপ্তাহের সাতদিন, দিনরাত ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি শিফটে কাজ চালাবেন একজন সাব-ইন্সপেক্টর, দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর এবং ৬ জন কনস্টেবল। খুব শীঘ্রই এখানে নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল চালু করা হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ। পুলিশের তরফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সংকট, অপারেশন বা আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতিতে আরও দ্রুত সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ ও সাড়া দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম চালু করা হচ্ছে। এই ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম প্রকল্প রাজ্য পুলিশের নজরদারি ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিপর্যয় মোকাবিলা হোক বা অপরাধ দমন— একজায়গা থেকে সমন্বিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।

নেতাজি 'টেররিস্ট'! ক্ষমা চাক বিজেপি

প্রতিবেদন : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নাকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'টেররিস্ট'! বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল, শহিদ ক্ষুদিরাম বসুও নাকি সন্ত্রাসবাদী! প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে এই কথা বলছেন অসমের এক বিজেপি বিধায়ক। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই, প্রতিপদে সেই কথা প্রমাণ করছে বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপি। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই অপমানের তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের স্পষ্ট বক্তব্য, অবিলম্বে অসমের ওই বিজেপি বিধায়ককে ক্ষমা চাইতে হবে!

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে অসমের বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের একটি বক্তৃতা। যেখানে ভরা জনসভায় দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল এবং ক্ষুদিরাম বসুর মতো বিপ্লবী-স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রকাশ্যে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে দেগে দিয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে সেই ভিডিও দেখিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, এই ভিডিওর সত্যতা এখনও যাচাই করা যায়নি। যদিও এই ভিডিও যে মিথ্যা নয়, তার সাফাই দিয়ে অসম বিজেপির তরফে এখনও কোনওরকম স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়নি। বিজেপির বিধায়ক প্রকাশ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসুকে সন্ত্রাসবাদী বলছেন! বিজেপির নেতা বলছেন কী করে একথা? বিপ্লবী-স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী কিংবা উগ্রপন্থী শব্দগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে তফাত, সেটাও রাখার প্রয়োজন বোধ করছে না! আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। বিজেপিকে তুলোধোনা করে কুণালের আরও সংযোজন, সেদিনের ব্রিটিশ, আজকের বিজেপি। বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে এই ভাষা, এই ধারণা? স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজেপির কোনও ভূমিকা ছিল না। বাংলার ভূমিকা ছিল, বাঙালির ভূমিকা ছিল। তাই বাঙালিদের প্রতি বিজেপির এই বিদ্বেষ। এই ভিডিও সত্যি হলে বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আবেদন রাখছি।

নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে মিলবে লোকাল

প্রতিবেদন: যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ ঘোষণা করল জন্য শিয়ালদহ ডিভিশন। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, এবার থেকে কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে কোন ট্রেন ছাড়বে একটা সম্ভাব্য তালিকা আগেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। রেলের ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১ থেকে ৫ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে গেদে, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী সীমান্ত, বারাকপুর লোকাল। ৫ থেকে ৮ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে ডানকুনি, বারুইপাড়া লোকাল ছাড়বে। ৬ থেকে ১০ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে বনগাঁ, বারাসত, দত্তপুকুর, হাবড়া, গোবরডাঙা, ঠাকুরনগর, হাসনাবাদ, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, মধ্যমগ্রাম লোকাল।

বাংলা ভাষাতেই চাই ফলক

সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর: শহরের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় ফলক, বিজ্ঞপ্তিপট ও দরকারি চিহ্নে অন্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে হবে। শ্রীরামপুর পুরসভার কাছে এমনটাই আবেদন করেছিল শহরের সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংস্থা 'আ মরি বাংলাভাষা'। শুক্রবার পুরসভা, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কেন্দ্রীয় কমিটি, আ মরি বাংলাভাষা-র সদস্যদের নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করে। সম্পাদক সমীর সাহা বলেন, এই শহর থেকেই বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য পদে এলেন সোনালি

প্রতিবেদন: রাজ্যের বেছে দেওয়া তালিকা থেকেই ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হলেও বাকি ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে গড়িমসি করছিলেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু এবার আর অপেক্ষা না করে রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য হিসেবে সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ করার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। এছাড়াও কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসবে রাজ্যের বাছাই করা তালিকার প্রথম প্রার্থী সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বাকি ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাই পাওয়ার সিলেকশন কমিটি। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে অহেতুক বিঘ্ন ঘটানোর যে চেষ্টা আচার্য করছেন তা একেবারে দুরমুশ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নামে আপত্তি জানান রাজ্যপাল। দ্বারস্থ হন সুপ্রিম কোর্টের। কিন্তু তার সেই অভিসন্ধিতে একেবারে জল ঢেলে দিল শীর্ষ আদালত।

■ স্মরণে উত্তম। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অতনু ঘোষ, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, প্রবীর রায় প্রমুখ। এই উপলক্ষে অবনীনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলা চলচিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শুক্রবার।

রাজ্যে গণতন্ত্রের হত্যা হতে দেব না : ফিরহাদ

প্রতিবেদন : বাংলার দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের এনআরসি'র নোটিশ পাঠিয়ে কিংবা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) নামে বাংলার বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া যাবে না! ভোটের ময়দানে জিততে না পেরে ঘুরপথে বাংলায় এনআরসি করার কেন্দ্রীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই ভাষাতেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ বলেন, বিজেপির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ ভোটারদের ভোটদানের অধিকার কেড়ে নেওয়া! গণতন্ত্রকে হত্যা করা! কিন্তু গণতন্ত্রের এই হত্যা তৃণমূল হতে দেবে না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে দেবেন না। বাংলায় এসআইআর হবে না। কোনও ভোটারের নাম কাটতে দেব না। অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলে মন্ত্রী বলেন, শহরে বাংলাদেশি যারা ধরা পড়ছে, সেটা অমিত শাহের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অপদার্থতা!

ফের হেফাজত

প্রতিবেদন : কসবা-কাণ্ডে ধৃতদের ফের হেফাজতে চাইছে পুলিশ। গণধর্ষণ-কাণ্ডে ধৃত মনোজিৎ মিশ্র-সহ তিন যুবক এবং নিরাপত্তারক্ষীকে এবার ২ দিনের জন্য হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে লালবাজারের তরফে। পুলিশের দাবি, ধৃতরা জেল হেফাজতে থাকলেও সম্প্রতি ফরেনসিক ও মেডিক্যাল-সহ কিছু রিপোর্ট পুলিশের হাতে এসেছে। সেই রিপোর্টকে সামনে রেখে ধৃতদের পুনরায় জেরা করে আগের বয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

ফেডারেশন-পরিচালকদের দ্বন্দ্ব মেটাতে যৌথ কমিটির প্রস্তাব

প্রতিবেদন : টালিগঞ্জের ফেডারেশন-পরিচালকদের সমস্যা মেটাতে যৌথ কমিটির প্রস্তাব দিল রাজ্য। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শুক্রবার রবীন্দ্রসদনে দু'পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব। ফেডারেশনের পক্ষে স্বরূপ বিশ্বাস ও পরিচালকদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন। সকলেই খোলা মনে আলোচনা করেন। পরিচালকরা বলেন, ফেডারেশনের সঙ্গে সাবলীল ভাবে কাজ হচ্ছে। কোথাও কোনও অসুবিধা নেই। অসুবিধা হলে খোলাখুলি আলোচনা হোক। তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব শান্তনু বসু এই সময় যৌথ কমিটির প্রস্তাব দেন। বলেন, এই কমিটি প্রতিটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সমাধান করবে। ৭ অগাস্টের মধ্যে লিখিতভাবে দু'পক্ষকে তাদের মতামত জমা দিতে হবে। পরিচালক-ফেডারেশনের পরবর্তী মামলার শুনানি ১১ অগাস্ট। প্রায় দু'ঘণ্টার বৈঠকে ফেডারেশনের সঙ্গে ডিরেক্টর্স গিল্ডের কিছু বিষয়ে দ্বিমত ছিল। সেই কারণেই ফেডারেশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কয়েকজন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন অরিন্দম শীল, রাহুল মুখোপাধ্যায়, অয়ন সেনগুপ্ত, সৃজিত রায়, পারমিতা মুন্সি। মামলাকারীদের ৮ জন ছিলেন। স্বরূপ বিশ্বাস জানান, সমস্যাটা কিছুই নয়, ফিল্ম, সিরিয়াল, ওটিটি রয়েছে। বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হবে। সচিবের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। পরিচালক অরিন্দম শীল জানান, ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বৈঠক হয়েছে। সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যেই এগোচ্ছি।

শান্তাকে জেরায় একগুচ্ছ তথ্য

প্রতিবেদন : ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড তৈরি করে লালবাজারের জালে বাংলাদেশি তরুণী শান্তা পাল। পেশায় অভিনেত্রী-মডেল ওই তরুণীর কাছ থেকে ভুয়ো ভারতীয় ভোটার, আধার, রেশন কার্ড, একাধিক বাংলাদেশি পাসপোর্ট-সহ একগুচ্ছ জাল নথিপত্র মিলেছে। তরুণীকে জেরায় উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে আসেন ওই যুবতী। কিন্তু ভিসার মেয়াদ শেষের পরও দীর্ঘদিন ভারতে অবৈধভাবে বাস করছিলেন। ছিল বেআইনি ট্র্যাভেল এজেন্সিও! জাল পরিচয়পত্র দেখিয়ে লিভ-ইন-পার্টনারের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পত্তিও কিনেছিলেন। আবার ভুয়ো নথিপত্র দেখিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে লোনের আবেদনও করেছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ভারত-নেপাল-চিন সীমান্তে গিয়ে ভিডিয়ো রেকর্ড করেছিলেন ধৃত তরুণী। তাই তার গুপ্তচরবৃত্তি আশঙ্কা নিয়েও তদন্ত করছে লালবাজার।

■ টানা বৃষ্টিতে শালিমার অঞ্চলের স্বর্ণময়ী খালের জল ঢুকে এলাকায় ১২টি বাড়ি ধসে যায়। অসহায় পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ান বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, হাওড়া সদরের এসডিও-সহ প্রশাসনিক কর্তা, হাওড়ার মুখ্য পুরপ্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। তাঁদের উদ্যোগে শুরু হয়েছে মেরামতির কাজ।

আর্মেনিয়াম ঘাট এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। কোথা থেকে তারা অস্ত্র পেল, তার খোঁজ চলছে। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা

ডিভিসি অনিয়ন্ত্রিত জল ছাড়ায় বন্যার আশঙ্কা, যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : সেচ দফতর বারবার হুঁশিয়ারি দেওয়া সত্ত্বেও অনিয়ন্ত্রিত জল ছাড়ছে ডিভিসি। ফলে রাজ্যের জেলায় জেলায় বাড়ছে প্লাবনের আশঙ্কা। দামোদর উপত্যকার জলাধারগুলি থেকে লাগাতার জল ছাড়ায় উদ্বেগে রাজ্য প্রশাসন। বৃহস্পতিবার থেকে পাঞ্চেত ও মাইথন মিলিয়ে মোট ৪৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। পাঞ্চেত থেকে ২৭ হাজার ও মাইথন থেকে ১৯ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার ফলে হুগলি, বাঁকুড়া ও পূর্ব বর্ধমানের একাধিক নিচু এলাকা ইতিমধ্যেই জলমগ্ন। এই আবহে আগামী ৫ তারিখ মঙ্গলবার আরামবাগ-সহ সংলগ্ন অঞ্চলে জলমগ্ন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঘাটাল ও তার আশপাশ এলাকায়। প্রস্তুত প্রশাসন। রাজ্যের সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডিভিসিকে কড়া ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আগাম কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই জল ছাড়ায় ভয়াবহ বিপর্যয় হতে পারে। আগামী ৩-৪ দিনে ঝাড়খণ্ড ও বিহারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এমন অবস্থায় আরও জল ছাড়া হলে হুগলি, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমানের বিস্তীর্ণ চাষের জমি, জনবসতি ও পরিকাঠামোর উপর গভীর প্রভাব পড়তে পারে। জল ছাড়ার আগে অন্তত রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করুক ডিভিসি। ডিভিসি সেই অনুরোধ মানছে না। নিচু অঞ্চলে জলস্তর বাড়ছে। হুগলির আরামবাগ মহকুমা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত। বিপর্যস্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালও। রাজ্যের প্রশ্ন, একের পর এক সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে জল ছাড়ছে ডিভিসি। এবার রাজ্যে যদি বড়সড় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে তার দায় কে নেবে?

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান

হাওড়ায় প্রস্তুতি তুঙ্গে

সংবাদদাতা, হাওড়া: আজ, শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচি। এই উপলক্ষে হাওড়ায় প্রশাসনিক প্রস্তুতি তুঙ্গে। জেলাশাসক ডাঃ পি দিপাপ প্রিয়া জানান, প্রতিটি ব্লকের বিডিও-সহ সমস্ত আধিকারিকদের এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির সঙ্গে দুয়ারে সরকারের শিবিরও চলবে। প্রতিটি এলাকায় তিনটি করে বুথ নিয়ে আমাদের পাড়া, আমাদের কর্মসূচি চলবে। স্থানীয় বিধায়ক-সহ জনপ্রতিনিধিদের এতে শামিল করা হবে। এলাকার মানুষ নিজেরাই তাদের এলাকার সমস্যার কথা বলে তাঁরাই সমাধানের পথ ঠিক করবেন। এই জন্য বুথ প্রতি ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। এদিন জেলাশাসক এই কর্মসূচি কীভাবে রূপায়িত করা হবে তা নিয়ে জেলা প্রশাসনের সমস্ত অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি বলেন, এর ফলে এলাকার কোনও কাজ আর পড়ে থাকবে না। দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে তার সমাধান করা হবে।

■ আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান। এই কর্মসূচি নিয়ে উলুবেড়িয়ায় হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মশালা। ছিলেন হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) যুব তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রামীণের ৮টি ব্লকের ৫ জন করে বাছাই করা মোট ৪০ জন যুব তৃণমূল কর্মী।

■ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুর ২ নং ব্লকের অঞ্চলগুলিকে নিয়ে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভা। ছিলেন রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা-সহ বিশিষ্টরা।

বিএসএফ-এর কারণেই জমছে জল, ভুগছে মানুষ

সংবাদদাতা, বারাসত: বনগাঁ, গাইঘাটা, স্বরূপনগরে বন্যা পরিস্থিতির মূল কারণ এলাকার প্রধান নদী ইছামতীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হওয়া। যার জেরেই আটকে থাকছে জল। এমনই মত জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর। আর এই প্রবাহ বন্ধ হওয়ার কারণ কচুরিপানা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা। বিষয়টি ইতিমধ্যেই জেলাশাসক, সেচ ও জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বুধবার বনগাঁ, গাইঘাটা ও স্বরূপনগর ব্লক পরিদর্শন করেন জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস-সহ আধিকারিকরা। পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গোটা পরিস্থিতি মৌখিকভাবে জানিয়েছেন সভাধিপতি। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, জমা জল বেরতে পারছে না। একাধিক নদী আছে। সেই নদীগুলির জল ইছামতীতে এসে পড়ে। কিন্তু গাইঘাটার রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের একেবারে সীমান্ত এলাকায় কালাঞ্চি নামে একটি লোহার ব্রিজ আছে। সেই ব্রিজ দিয়ে যেমন বিএসএফ জওয়ানরা যাতায়াত করে তেমনই সাধারণ মানুষও যাতায়াত করে। সীমান্ত লাগোয়া হওয়ায় বিএসএফ পাচার রুখতে ব্রিজের নিচের অংশ পাটাতন দিয়ে আটকে দিয়েছে। এখন সেই পাটাতনে কচুরিপানা আটকে জল যেতে পারছে না। ফলে বনগাঁ, গাইঘাটা, স্বরূপনগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

■ হাওড়া ব্রিজে নিহত নেত্রী বিমলা দে-র স্মরণ সভায় হাওড়া সদর মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী ও বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি অরবিন্দ দাস-সহ অন্যরা।

হেরিটেজ ভবনগুলির সামনে হোর্ডিং নয়, নির্দেশ পুরসভার

প্রতিবেদন : কোনও হেরিটেজ ভবনের সামনে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং থাকবে না! হেরিটেজ বাড়ির সামনে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং-ব্যানার পোস্টার লাগিয়ে দৃশ্যদূষণ করা যাবে না! সাফ জানিয়ে দিল কলকাতা পুরসভা। ভবানীপুরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাসভবনের সামনে বিজ্ঞাপন লাগানোর অভিযোগ পাওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার পুরভবনে 'টক টু মেয়র' শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহানাগরিক ঘোষণা করেন, হেরিটেজ ভবনের সামনে কোনও বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না। এতে দৃশ্যদূষণ হয়। আজকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই পুরসভা নোটিশ জারি করবে। একইসঙ্গে, শহরের পুরনো বাড়িগুলিতেও যাতে বড়-বড় বিজ্ঞাপন না লাগানো হয়, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে বলে জানিয়েছেন মেয়র। তাঁর সাফ কথা, অনেকসময় ঝড়বৃষ্টির সময় পুরনো বাড়িতে লাগানো হোর্ডিং-ব্যানার ভেঙে পড়ে পথচারীদের প্রাণ যায়। কোনও ব্যক্তি বিশেষের ব্যবসার জন্য আমি সাধারণ মানুষের ক্ষতি হতে দিতে পারি না।

শহরের হেরিটেজ ভবনগুলির সামনে বিজ্ঞাপনী পোস্টারের দৃশ্যদূষণ নিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হেরিটেজ বাড়িগুলোর সামনে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাড়িটাকেই ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। হেরিটেজ বাড়ি তো দেশ-বিদেশের পর্যটকদের দেখার জন্যই! তাই তার সামনে কোনও ব্যানার-হোর্ডিং না লাগানোর জন্য নির্দেশিকা জারি করা হবে। কোথাও হেরিটেজ বাড়ির সামনে পোস্টার দেখলে, আমরাই খুলে নেব। যে লাগাবে, তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা হবে।

মেয়র আরও বলেন, পুরনো বাড়িকে হেরিটেজ-এর আওতায় আনার ক্ষেত্রে আমরা তার হিস্টোরিক্যাল ও আর্কিটেকচারাল ভ্যালুকেই মান্যতা দেওয়ার ভাবনা-চিন্তা করছি। নাহলে বাড়ি পুরনো হলেই হেরিটেজ হয়ে যায়। একবার আমার কাছে অভিযোগ এসেছিল, খুব বিখ্যাত এক ব্যক্তি একবার চা খেয়েছেন বলে সেই বাড়ি হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। সেগুলো বন্ধ করার জন্যই শুধুমাত্র দুটি ভ্যালুকে মান্যতা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।

গঙ্গাসাগর সেতু, ফের দরপত্র

প্রতিবেদন : মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সাগরদ্বীপকে যুক্ত করতে প্রস্তাবিত গঙ্গাসাগর সেতু প্রকল্পে নতুন করে দরপত্র ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ত দফতর সূত্রের খবর, আগের টেন্ডারে নির্মাণকারী সংস্থাগুলির সাড়া আশানুরূপ না হওয়ায় সেটি বাতিল করা হয়েছিল। এবার সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত শিথিল করে ফের দরপত্র আহ্বানের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

দেশের অন্যতম তীর্থস্থান হলেও সাগরদ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সড়ক নেই। মুড়িগঙ্গা নদীর উপর প্রস্তাবিত এই সেতু প্রকল্প বহুদিন ধরেই মানুষের দাবি ছিল। একাধিকবার কেন্দ্রের কাছে দরবার করে ব্যর্থ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, রাজ্য সরকার নিজেই এই সেতু তৈরি করবে। লট-৮ থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত সংযোগকারী এই সেতু নির্মাণ হয়ে গেলে যাতায়াতে সময় কমবে এবং স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা সহজ হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের জন্য প্রশাসনিক স্তরে ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি হয়েছে। কচুবেড়িয়ার দিকে সেতু নির্মাণের জন্য মোট ৩৯ জনের জমি ও পানবরজ অধিগ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। এপর্যন্ত ২২ জনের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের নিজস্ব টাকায় বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নতুন টেন্ডারে অংশ নিতে আগ্রহী সংস্থাগুলিকে এবার প্রকল্পের আর্থিক, কারিগরি যোগ্যতার ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হতে পারে। একই সঙ্গে বিদেশি সংস্থাগুলিকেও অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে কিছু আন্তর্জাতিক শর্ত মানার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৫ সালের মধ্যেই সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

সরছে ঘূর্ণাবর্ত, উত্তরের জেলায় জারি করা হল কমলা সতর্কতা

প্রতিবেদন: ক্রমেই উত্তরের দিকে সরছে ঘূর্ণাবর্ত। এর ফলেই দক্ষিণের জেলায় বৃষ্টির দাপট কমছে। একইসঙ্গে উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে দক্ষিণের কিছু জেলায়। কিন্তু উত্তরে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে কোচবিহার, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। সোমবার পর্যন্ত পাহাড়ের সব জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জল স্তর বাড়বে। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পার্বত্য এলাকায় ধস নামার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

2 August, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

রায়গঞ্জে তৃণমূলে যোগ। দলীয় পতাকা তুলে দিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী

দু'বার এনআরসি নোটিশ, দীপঙ্করকে নিয়ে প্রতিবাদে উত্তাল হল কোচবিহার

সংবাদদাতা, কোচবিহার : গায়ের জোরে একের পর এক এনআরসি নোটিশ পাঠাচ্ছে অসমের বিজেপি সরকার। বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ, এনআরসি নোটিশের প্রতিবাদে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ইতিমধ্যেই গর্জে উঠেছে গোটা রাজ্য। শুক্রবার প্রতিবাদের ঝড় উঠল কোচবিহারে। এনআরসি নোটিশ পাওয়া দীপঙ্কর সরকার যোগ দিলেন তৃণমূলের প্রতিবাদ-মিছিলে। নেতৃত্ব দেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তৃণমূল নেতৃত্ব ছাড়াও এই মিছিলে পা মেলান অসংখ্য সাধারণ মানুষ। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার মোমিনা বিবির পর এবার অসম সরকারের এনআরসির নোটিশ পেলেন তুফানগঞ্জ ২ ব্লকের রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা দীপঙ্কর সরকার। অসম ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে তাঁকে। অসম সরকারের তরফে একের পর এক এনআরসির নোটিশ পাচ্ছেন এই বাংলার বাসিন্দারা। শুক্রবার বিষয়টি জানাজানি হওয়ায় নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এদিনও ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি বলেন, অসমের বিজেপি সরকার যতই হয়রানি করুক তাতে কোনও লাভ নেই। আমরা এই পরিবারগুলির পাশে আছি। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রামপুর এলাকার বাসিন্দা দীপঙ্কর সরকার। অসম সরকারের তরফে তাঁকে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। মাস দেড়েক আগে নোটিশটি হাতে পান তিনি। তিনি বলেন, বছর দুই-তিন আগে অসমের গুয়াহাটিতে কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন তিনি। দীপঙ্কর বলেন, বাবা-কাকার জন্ম এখানে, বাংলার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও অসম সরকার আমাকে এনআরসি নোটিশ দিয়েছে। যদিও উত্তম ব্রজবাসী, নিশিকান্ত দাসের মতোই দীপঙ্কর বলেছেন, নোটিশে ভয় পাই না। শেষ দেখে ছাড়ব।

■ মিছিলেই ক্ষোভ উগরে দিলেন নোটিশ পাওয়া দীপঙ্কর সরকার। আছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক-সহ নেতৃত্ব।

বিজেপি রাজ্যের হাসপাতাল ফেরাল বাঙালি শ্রমিককে

■ জখম জুনেদ আলম।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : হরিয়ানার পানিপথে পুলিশের অত্যাচারের শিকার গোয়ালপোখরের শ্রমিক মহঃ জুনেদ আলম। উল্টো করে ঝুলিয়ে মেরে ভেঙে দেওয়া হয়েছে পা। বাড়ি ফিরেছেন রাজ্যের উদ্যোগে। বিহারের কিষাণগঞ্জে চিকিৎসার জন্য যান তিনি। অভিযোগ, হরিয়ানার পুলিশের অত্যাচারে এই অবস্থা শুনে চিকিৎসা করা হবে না বলে জানিয়ে দেন চিকিৎসক। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করা পরও মেলেনি চিকিৎসা। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অনেকবার জুনেদ চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই উঠেছে নিন্দার ঝড়। চিকিৎসার মতো জরুরি পরিষেবাতেও বিজেপি সরকারের এই অসভ্যতা কেন? প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। জখম শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা জানান, হরিয়ানার পানিপথে এক কার্পেট ফ্যাক্টরিতে কর্মরত জুনেদকে গত ২৪শে জুলাই স্থানীয় পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে নিয়ে যায়। অকথ্য নির্যাতনে গুরুতর আহত হয়ে পা ভেঙে যায় তাঁর। এরপরই পরিবার ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় বাড়ি ফিরে আসেন। এখানে এসে পরিবারের সদস্যরা সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্যে তাঁকে বৃহস্পতিবার বিহারের কিষাণগঞ্জের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলেও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশি ঝামেলা এড়ানোর দাবি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। মন্ত্রী গোলাম রব্বানি ক্ষোভ প্রকাশ করেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ইসলামপুরে জুনেদের চিকিৎসার জন্যে সব ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

নোটিশ পাঠালেই ঘেরাও: হুঁশিয়ারি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : গায়ের জোরে অসমের বিজেপি সরকার আর একজনকেও এনআরসি নোটিশ পাঠালেই ঘেরাও করা হবে ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ককে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় এনআরসির প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সাফ জানালেন ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভব্রত দে। তিনি বলেন, অসম সীমান্ত অবরুদ্ধ করা হবে।

সংসদে ঋতব্রতর প্রশ্নের চাপে বঞ্চনার পর্দাফাঁস

কেন্দ্রের চা-বাগানে পিএফ বকেয়া প্রায় ১০ কোটি, মেনে নিলেন খোদ মন্ত্রী!

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের অধীনে থাকা ডুয়ার্সের চারটি চা-বাগানের শ্রমিকদের পিএফ বকেয়া রয়েছে ৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা! শুক্রবার রাজ্যসভায় সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের চাপে পড়ে লিখিতভাবে স্বীকার করে নিলেন কেন্দ্রের ভারী শিল্প মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভূপতিরাজু শ্রীনিবাস ভার্মা। অধিবেশনে লিখিত প্রশ্ন দেন ঋতব্রত। তথ্য তুলে সত্যিটা জানতে চান তিনি। ওই তথ্যের চাপে পড়ে সত্যি স্বীকার করতে বাধ্য হন মন্ত্রী। অধিবেশনের পর ঋতব্রত বলেন, চা-বাগানে শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে লড়ে যাচ্ছে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। অধিবেশন শুরুর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ চার চা-বাগান অ্যান্ড্রু ইয়ুল গ্রুপের কারবালা, বানারহাট, চুনাভাট্টি এবং নিউডুয়ার্সের শ্রমিকদের সঙ্গে কনভেনশন করা হয়। তাঁরাই তথ্য দেন ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা পাচ্ছেন না। রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি জানিয়েছেন, জমা না পড়া টাকার পরিমাণ ৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। শ্রমিকদের হকের টাকা আটকে রাখা হয়েছে। গোটা বিষয়টি মোই সরকারের 'জুমলা' বলে কটাক্ষ করেন ঋতব্রত। এই পরিসংখ্যানকে ভয়াবহ বলে আখ্যা দিয়েছেন ঋতব্রত। শ্রমিকদের টাকা আটকে রেখে নরেন্দ্র মোদির সরকার অপরাধ করছে বলে দাবি করেন তিনি। চা-শিল্প নিয়ে বড় বড় কথা বলা হলেও চারটি বাগানের চা-শ্রমিকদের ন্যায্য পিএফ কেন জমা পড়ল না এবং এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কেন মামলা করা হবে না সেই প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ। উল্লেখ্য, সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই রাজ্যসভায় চা-বাগানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার শ্রমিকদের পিএফ দেওয়া হচ্ছে না বলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি।

■ তথ্য তুলে কেন্দ্রকে তুলোধোনা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

পুণেতে খুন শ্রমিক পরিবারের পাশে বিধায়ক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পুণেতে পরিযায়ী শ্রমিক দীপু দাসের রহস্যজনক মৃত্যু হয়। শোকার্ত সেই পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার ও শাসক দল। শুক্রবার আমবাড়ি ফালাকাটা এলাকায় মৃত শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিকরাও। শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন বিধায়ক। শোকপ্রকাশের পাশাপাশি তাঁদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। বিধায়ক জানান, এই দুঃসময়ে পরিবারের পাশে আছি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা সক্রিয়ভাবে সবরকম সহায়তা করছি। বিধায়কের তত্ত্বাবধানে পরিবারকে পুণেতে পাঠানোর জন্য প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়। একইসঙ্গে দীপুর দেহ দ্রুত রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য টিকিট করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় এই পুরো প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিধায়ক খগেশ্বর রায় আরও বলেন, মৃত্যুর ঘটনার পিছনে সত্য কী, তা জানতেই হবে। পুণে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। আমরা ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়েছি। যদি কোনও ষড়যন্ত্র বা গাফিলতির প্রমাণ মেলে, আমরা আইনি পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত। তৃণমূল নেতৃত্বের এই তৎপরতায় স্বস্তি পেয়েছে দীপুর পরিবার।

■ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

দিল্লিতে হেনস্থার শিকার, শ্রমিকের মেয়ের বিয়েতে পাশে তৃণমূল

সংবাদদাতা, মালদহ : বাংলা বলায় দিল্লিতে হেনস্থা। আতঙ্কে কাজ ছেড়ে চলে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুরের শ্রমিক বিনোদ ঋষি। আর্থিক অনটনে বড় মেয়ের বিয়ে কীভাবে দেবেন ভেবে কপালে চিন্তার ভাঁজ, তখনই অসহায় শ্রমিকের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল। দলের নির্দেশে স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খান যান তাঁর বাড়ি। তাঁর উদ্যোগেই বৃহস্পতিবার বিয়ে হল বিনোদের মেয়ের। বিনোদ বলেন, মেয়ের বিয়ে কীভাবে দেব, এই খবর পৌঁছয় বুলবুল খানের কানে। তিনি বাড়িতে এসে বলেন পুরো বিয়ের দায়িত্ব তিনি নেবেন। প্রবল বর্ষণ ও শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করেই সহযোগীদের নিয়ে নিজে উপস্থিত থেকে সমস্ত আয়োজন করেন তিনি। সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে সেই বিয়ে। বুলবুল বলেন, এই দুর্দশাগ্রস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক কর্তব্য। দলনেত্রীর নির্দেশ ও অনুপ্রেরণায় আমরা সবসময় মানুষের পাশে আছি। বিনোদ বলেন, আমি ভাবতেই পারিনি বিয়ে দিতে পারব। দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এসেছিলাম। বুলবুল খান পাশে না দাঁড়ালে কিছুই সম্ভব হত না। স্থানীয় বাসিন্দারাও ধন্যবাদ জানান বুলবুল খানকে।

■ বিনোদের পরিবারের পাশে তৃণমূল নেতা বুলবুল খান।

আমার বাংলা
2 August, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাঁধের ছাড়া জলে, নদী উপচে বিপন্ন মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলা

জলের তলায় ঘাটাল, বন্ধ পরীক্ষা, ত্রাণ নিয়ে তৃণমূল

সংবাদদাতা, ঘাটাল : বন্যা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে ঘাটালে যোগ দিয়ে ঘাটাল মাস্টার প্লান নিয়ে বিরোধীদের তোলা অভিযোগ ও কটাক্ষের জবাব দিলেন সেচ মন্ত্রী ডাঃ মানস ভূঁইয়া। ঘাটাল মাস্টার প্লানের কাজ কবে সম্পন্ন হবে তাও ঘোষণা করে দিলেন। জানালেন, 'আমরা আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করে চলেছি। ২০২৭ সালের মার্চের শেষে ঘাটাল মাস্টার প্লানের কাজ সম্পন্ন হবে।' এ নিয়ে বিরোধীদের কোনো সাজেশন থাকলে তা দেওয়ার আহ্বান জানালেন সেচমন্ত্রী। তিনি বলেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিরোধীদের কোনও সাজেশন থাকলে দিন আমরা করে দেব। কিন্তু বিজেপি ও সিপিএমকে বলছি আপনারা একটা হোয়াইট পেপার ছাপুন।

ঘাটালে ধীরগতিতে বাড়ছে বন্যার জল। বন্যার কারণে স্কুলে পিছিয়ে গেল পরীক্ষা। অপরদিকে মনসুকায় ঝুমি নদী উপচে হু-হু করে জল ঢুকছে, প্লাবিত হচ্ছে একাধিক এলাকা। প্রায় এক মাস ধরে একটানা জলের তলায় ঘাটালের বেশ কিছু এলাকা। স্কুলের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিক্ষকেরা। ইতিমধ্যেই ঘাটালের যোগদা সৎসঙ্গ শ্রীযুক্তেশ্বর বিদ্যাপীঠের পরীক্ষা জলের কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় ঝুঁকি নিয়ে স্কুলপড়ুয়াদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। একটানা স্কুলছুটির কারণে শিক্ষক ও অভিভাবকদের বাড়ছে দুশ্চিন্তা। ঘাটালের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস জানিয়েছেন, বিভিন্ন এলাকায় নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এখনও বেশ কিছু এলাকায় স্কুল ও আইসিডিএস কেন্দ্র

দুর্গতদের খিচুড়ি অজিত মাইতি, অরূপ ধাড়াদের।

বন্ধ। বৃষ্টি না হলে কিছুদিনের মধ্যে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারে পুরো ঘাটাল। বিপরীতে হু-হু করে বাড়ছে ঘাটালের মনসুকায় ঝুমি নদীর জল, বাড়ছে বিপত্তি। প্লাবিত হচ্ছে বহু গ্রাম। ডুবছে মাঠভর্তি ফসল। ঝুমির বাঁধ উপচে জল ঢোকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পালপুকুর থেকে মনসুকা যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক। ফলে সমস্যায় বহু গ্রামের মানুষজন। ঘাটাল কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা সাংসদ দীপক অধিকারী— দেবের উদ্যোগে দুর্গতদের খিচুড়ি বিতরণ করা হচ্ছে। পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, চন্দ্রকোনার বিধায়ক অরূপ ধাড়া প্রমুখ দাঁড়িয়ে থেকে বিভিন্ন জায়গায় দুর্গতদের রান্না করা খাবার ও ত্রাণ বিতরণ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দূত হয়ে সুতিতে দুর্গত এলাকা দেখতে সুজিত

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদ সফরে এলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। শুক্রবার সকালে বহরমপুরে সার্কিট হাউসে মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ফুলের তোড়া, উপহার দেওয়া হয় মন্ত্রীকে। এরপরেই সাংবাদিকদের মুর্শিদাবাদ সফরসূচি জানান মন্ত্রী। মূলত এদিন বড়ঞা বিধানসভার ভরতপুর ১ নম্বর, সুতি ১ ব্লকে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন। বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই তাঁর এই কর্মসূচি। বড়ঞা ছাড়াও সুতি, সামসেরগঞ্জও ঘুরে দেখেন সুজিত। বলেন, সামসেরগঞ্জেও প্রচুর ভাঙন হয়েছে। সেগুলো দেখে মালদা যাব।

বহরমপুর থেকে ভরতপুর ১ নম্বর ব্লকের ইব্রাহিমপুর যান সুজিত দুপুরে। কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, রাজ্য তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে প্লাবিত এলাকার বাসিন্দাদের দেওয়া হয় শুকনো খাবার। মন্ত্রীর হাত থেকে সরাসরি ত্রাণ পান ছত্রপুর, জাকিনা,

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পরিস্থিত খতিয়ে দেখছেন মন্ত্রী সুজিত বসু।

ইব্রাহিমপুরের বাসিন্দারা। সুজিত বলেন, তিনটে গ্রামের দেড় হাজার বাসিন্দাকে কিছু শুকনো খাবার দেওয়া হল। প্রধান থেকে অনেক নেতৃত্ব আছেন, পঞ্চায়েত সমিতি আছে, জেলা পরিষদ আছে, তাদের হাত দিয়েই এগুলো বিতরণ হবে। কোথাও কিছু ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি পাঠান। তাঁর প্রতিনিধি হয়েই এসেছি। কিছু কিছু জায়গায় জল জমে, নৌকা নিয়ে আসতে হয়। এবার কংক্রিটের রাস্তা করে দেওয়ার জন্য গাড়ি নিয়েই প্রবেশ করা গেছে। সুজিতের অভিযোগ, ম্যাসাঞ্জোর ড্যাম থেকে জল ছাড়ছে, তিলপাড়া বাঁধ হয়ে জল আসছে, অতিরিক্ত জল ছাড়া ও ভারী বৃষ্টির জন্য এই সমস্যা। তবে সরকার সজাগ দৃষ্টি রেখেছে।

প্রয়াত তৃণমূল রাজ্য মুখপাত্র সাংবাদিক প্রসেনজিৎ দাস

সংবাদদাতা, বর্ধমান : কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে প্রয়াত হলেন তৃণমূল রাজ্য মুখপাত্র তথা সাংবাদিক প্রসেনজিৎ দাস, শুক্রবার বেলা ১১টা ২০ নাগাদ। বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। আচমকা এই মৃত্যুর খবরে গোটা পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শোকজ্ঞাপন করে তাঁর ফেসবুক পেজে লিখেছেন— 'তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা জানাই।' পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন, ছিল সুগারের সমস্যাও। দিনতিনেক আগে বাড়াবাড়ি হলে প্রথমে বর্ধমানের এক বেসরকারি নার্সিংহোম এবং সেখান থেকে কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রসেনজিতের রাজনৈতিক সহযোগী তন্ময় সিংহরায় জানিয়েছেন, বর্ধমান রাজ কলেজে ছাত্র রাজনীতির পর ১৯৮৪ সালে তৎকালীন জেলা আইএনটিইউসি-র সভাপতি সন্তোষ সাহা শিকদারের হাত ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ। এরপর যুব আইএনটিইউসি এবং পরে আইএনটিইউসির জেলা সভাপতি হন। ছিলেন ইনটাকের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যও। বর্ধমান শহরের হকারদের একত্রিত করে হকার্স ইউনিয়ন গড়ে বামেদের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন প্রসেনজিৎকে সামনে আনে। এরপর কংগ্রেস ছেড়ে যোগ দেন তৃণমূলে। জেলা সাধারণ সম্পাদক এবং ২০২২ সালে প্রথমে জেলার মুখপাত্র এবং পরে তৃণমূল রাজ্য মুখপাত্র হন। পাশাপাশি 'অতন্দ্র প্রহরী' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন।

অপরাধের আগেই অস্ত্রশস্ত্র সহ পুলিশের জালে ৩ দুষ্কৃতী

সংবাদদাতা, নদিয়া : চাকদার একটি গুদাম থেকে বন্দুক, কার্তুজ, তরোয়াল ইত্যাদি বিপুল অস্ত্র উদ্ধার করল চাকদহ থানার পুলিশ। গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দরাগপুর অঞ্চলে শীতলতলার একটি গুদামে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় একটি সেভেন এমএম পিস্তল, একটি কার্তুজ, চার রাউন্ড গুলি, তরোয়াল, চাকু ইত্যাদি। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরিমল দেবনাথ নামে একজনকে ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার

করা হয়। পরে আরও দুজনকে, নাম পীযূষ দাস ও বিক্রম দেবনাথ। অনুমান বড়সড় অপরাধ করবার জন্যই এইসব জড়ো করছিল। কল্যাণী আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজত দেন। কী কারণে তারা এত অস্ত্র জড়ো করেছিল সেটা জানতে লাগাতার জেরা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক স্কুলেও পড়ুয়াদের ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স

কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর

বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে স্কুলে না গেলে আর রক্ষে নেই। অভিভাবকেরা জেনে যাবেন কখন ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, স্কুল থেকে বার হচ্ছে বা আদৌ যাচ্ছে কি না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা এবং পরিবারের লোকেদের এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল করার জন্য মুর্শিদাবাদে প্রথম কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হল 'ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স' ব্যবস্থা।

বেলডাঙা-১ ব্লকের ৩০ নম্বর আণ্ডিরণ প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ নিয়ে জেলাবাসীকে অবাক করেছে। প্রায় এক বছর আগে এই স্কুলকে জেলার প্রথম 'ডিজিটাল প্রাথমিক বিদ্যালয়' হিসেবে রূপান্তরিত

করে ফেলেছেন প্রধানশিক্ষক বিশ্বজিৎ দত্ত ও অন্য শিক্ষকেরা। স্কুলের দেওয়ালে লাগানো কিউআর কোডগুলোকে স্ক্যান করলেই ছাত্রছাত্রীরা প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন বইয়ের ডিজিটাল সংস্করণ পড়তে পারে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব তৈরি করতে স্কুলেই চালু হয়েছে 'বোন ফোঁটা'। হোলির দিন পথকুকুরদের গায়ে রং না দেওয়ার কথা পড়ুয়ারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বলে। এবার যোগ হল ১৮৫ পড়ুয়ার জন্য ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম।

প্রধান শিক্ষক বলেন, স্কুলে ১৮৫ জন ছাত্রছাত্রী পড়ে। বেশিরভাগের বাড়ি কাছাকাছি হলেও দূরের অনেকেও স্কুলের পড়াশোনার মান ভালো বলে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করিয়েছেন। এবার ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা স্বার্থেই ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু হল। বৃহস্পতিবার থেকে স্কুলের দেওয়ালে লাগানো হয়ে গিয়েছে যন্ত্র। ছাত্রছাত্রীদের গলায় থাকা পরিচয়পত্র যন্ত্রের সামনে ধরলেই অভিভাবকেরা জেনে যাচ্ছেন কখন তাঁদের ছেলে বা মেয়ে স্কুলে গিয়েছে বা বের হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

2 August, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

বাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে শুক্রবার সকালে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর ৯ নম্বর রাজ্য সড়কের বড়জোড়া-আশুড়িয়া মোড় এলাকায় দুর্ঘটনায় পড়ে সোনামুখী থেকে দুর্গাপুরগামী বেসরকারি যাত্রিবাহী বাস। কমবেশি ১০ যাত্রী আহত হন

বিনা লড়াইয়ে সমবায় ভোটে ৫৮ আসনে জয় নিশ্চিত তৃণমূলের

সংবাদদাতা, খেজুরি : খেজুরিতে এবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায়ে বোর্ড গঠন নিশ্চিত করে ফেলল তৃণমূল। খেজুরি ১ ব্লকের মোহাটি দেবীচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোটে একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি বা সিপিএম। ফলে মনোনয়ন পর্বেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূলের জয় কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেল। জানা গিয়েছে, প্রায় বছরখানেক আগে এই সমবায়ের বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়। ভোট ঘোষণা হতেই প্রস্তুতি শুরু করে তৃণমূল। ২৪ অগাস্ট এই সমবায়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের দিন স্থির ছিল। তার আগেই মনোনয়ন পর্বে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোট ৫৯ আসনের ৫৮টিতেই জয় নিশ্চিত করেন তৃণমূল প্রার্থীরা। ৫৯ আসনেই প্রার্থী দেয় তৃণমূল। উল্টোদিকে একটিতেও প্রার্থী দিতে পারেনি রাম-বামেরা।

■ খেজুরিতে জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা।

তবে স্ক্রুটিনিতে তৃণমূলের এক প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় বাকি ৫৮টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার পথ প্রশস্ত হয়। এই সমবায় আগেও তৃণমূলের ছিল। এটি যে পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেই হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতও তৃণমূলের হাতেই রয়েছে। তবে খেজুরি বিধানসভাটি বিজেপির দখলে থাকায় সেই এলাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায় জয়ের খবরে বাড়তি অক্সিজেন পেয়ে গেলেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক বিমানকুমার নায়ক বলেন, বিজেপি যেভাবে মিথ্যাচার এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ করছে তার বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছেন। এখন বিজেপির কোনও জনসমর্থন নেই ওই এলাকায়। শুভেচ্ছা জানান অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি দীপককুমার ঘোড়ই প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় সমাধান একদিন গোটা বিশ্ব অনুসরণ করবে, মনে করছেন নেতৃত্ব

পুরুলিয়া

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : যেসব কাজ টেন্ডার ডেকে হয় না, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতও করতে পারে না, সেই সব ছোট ছোট সমস্যা সমাধানের ভার এবার তাই এলাকার মানুষের হাতেই তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে বুথ-পিছু দশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার থেকেই শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। বিষয়টি কী এবং কীভাবে পাড়ার ছোটখাটো সমস্যার সমাধান করা হবে, তা মানুষকে জানিয়ে দিতে ময়দানে নেমে পড়েছেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এই পাড়া বৈঠকে কোনও রাজনীতি থাকবে না। সকলেই স্বাগত এখানে। শুধু গণ-উদ্যোগে পাশে থাকবেন দলীয় কর্মীরা। জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন বলেন, রাজ্য সরকার যেসব উন্নয়নের কাজ করেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলির কিছু সংস্কারের প্রয়োজন আছে। যেমন রাস্তায় গর্ত, স্কুল, প্রতীক্ষালয় বা কমিউনিটি হলের অল্পস্বল্প মেরামতি, মানুষের বসার বেঞ্চ লাগানো, পানীয় জলের নলে ট্যাপ লাগানো, মাঠসংস্কার, পুকুরের আগাছা পরিষ্কার এসব কাজে খরচ খুব কম। এগুলিকে তাই প্রকল্প হিসাবে ধরা যায় না। অথচ জনস্বার্থে এই কাজগুলি খুবই জরুরি। পাড়ায় প্রশাসনিক কর্তাদের সামনে বসে মানুষ ঠিক করবেন, কোন কোন কাজ করা হলে তাঁদের হয়রানি কমবে। পাড়ায় সমাধানে কোন কোন কাজগুলিতে জোর দিতে হবে, কোন কাজ কীভাবে করতে হবে তা মানুষকে জানাতে আগেই প্রচারে নেমেছে দল। চলছে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠকও। জেলা সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত বলেন, পাড়ায় বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষ নিজেরাই কাজ করবেন, এর থেকে বড় কিছু হয় না। তাঁরা এ নিয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সদস্যদের এলাকাভিত্তিক প্রচার করতে বলছেন। যাতে মানুষ আগে থেকে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে আলোচনায় যেতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী এমন একটা সুযোগ মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন, যা গোটা পৃথিবী একদিন অনুসরণ করবে।

■ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান নিয়ে তৃণমূলের পুরুলিয়ায় বৈঠক।

তিলপাড়া সেতুতে ফাটল বন্ধ ভারী যান চলাচল

সংবাদদাতা, সিউড়ি : ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে মিহিরলাল তিলপাড়া ব্যারেজের ডাউন স্ট্রিমে আচমকা ফাটল দেখা দেওয়ায় আপাতত ব্যারেজের উপরে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, ঝাড়খণ্ডের ম্যাসাঞ্জোর জলাধার থেকে জল ছাড়ায় তিলপাড়া থেকেও জল ছাড়তে ব্যারেজের ডাউন স্ট্রিমের সংস্কারের কাজ ব্যাহত হল। এবারের টানা বর্ষায় যেটুকু কাজ হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। গত জুনে অত্যাধিক বৃষ্টির ফলে প্রায় ৫০ হাজার কিউসেক জল ছাড়তে হয়েছিল। ফাটল পর্যবেক্ষণে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা পৌঁছেছেন। প্রাথমিকভাবে জল ধরে রাখা এবং জল ছাড়ার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা হবে। বৃষ্টির পরিমাণ কমলেই ফের বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে। জেলা পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানান, এই মুহূর্তে তিলপাড়া ব্যারেজের উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শনিবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। সেতুতে পুলিশ নজরদারি রাখবে। আপাতত তিলপাড়া সেতুর উপর দিয়ে একদিকে যান চলাচল করবে বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে যাত্রিবাহী বাস চলাচলে অসুবিধা হবে না বলে জানান ইঞ্জিনিয়াররা।

সাইবার সেলের সাফল্য

সংবাদদাতা, নদিয়া: ফোনে লিঙ্ক পাঠিয়ে তার মাধ্যমে ঠকিয়ে ৩৭ হাজার টাকা হাতানোর অভিযোগ করেছিলেন চাপড়ার বহিরগাছি অঞ্চলের বাসিন্দা ওয়াসিম আক্রম মণ্ডল।অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করে চাপড়া থানার পুলিশ পেল সাফল্য। শুক্রবার প্রতারিতের ১৮ হাজার টাকা ফেরত আসে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। বাকিটাও দ্রুত পাওয়া যাবে বলে জানায় পুলিশ। চাপড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সাইবার ক্রাইম সেল চালু হয়েছে। তার ফলেই ডিজিটাল মাধ্যমে প্রতারিতরা প্রায় ২ লক্ষের বেশি টাকা ইতিমধ্যে ফেরত পেয়েছেন।

খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে চালু হল নিখরচার সিটি স্ক্যান পরিষেবা

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : শুক্রবার থেকে চালু হল খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে বিনামূল্যে সিটি স্ক্যান পরিষেবা। ফলে খুশি এলাকাবাসী। এতদিন ডায়ালিসিস পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছিল। এবার সেই সঙ্গে নতুন সংযোজন এই সিটি স্ক্যান। শুক্রবার থেকেই রোগীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাবেন বলে জানান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক সৌম্যশঙ্কর ষড়ঙ্গী। পিপিপি মডেলে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে এই পরিষেবা চালু হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এর জন্য ৮০-স্লাইস সিটি স্ক্যান মেশিন বসেছে খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতাল সুপার গৌতম মাইতি জানান, এতদিন এই পরিষবা না থাকার ফলে বহু আশঙ্কাজনক রোগীকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে রেফার করতে হত। এবার সেই সমস্যার সমাধান হল। সুরক্ষা ডায়াগনস্টিকের চেয়ারম্যান ডাঃ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের কাজ করে আসছেন। সব সময়ই রোগীদের ভাল পরিষেবা দিতে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীরা ছাড়াও আউটডোরের রোগীরাও এবার থেকে বিনামূল্যেই এই পরিষেবা পাবেন খড়্গপুরখড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে।

দ্বারকেশ্বরের জলে খালে পরিণত কৃষিজমি, দুশ্চিন্তা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : খাত বদলে নতুন খাতে বইছে দ্বারকেশ্বর নদের খালের জল। আর তাতেই বিঘের পর বিঘে জমি হারিয়ে গিয়েছে। বাকি জমিও বিচ্ছিন্ন গ্রাম থেকে। মাথায় হাত কোতুলপুর ব্লকের মদনমোহনপুর গ্রাম-পঞ্চায়েতের মধুবন-ছোটপাগলা গ্রামের কয়েকশো কৃষকের। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের এই মধুবন গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর। এক সময় পার্শ্ববর্তী ছোট পাগলা ও মধুবন গ্রাম সংলগ্ন কয়েক হাজার বিঘে জমির বাড়তি জল খাল দিয়ে গিয়ে পড়ত দ্বারকেশ্বরে। গত কয়েক বছর ধরে খালটি মজে গিয়েছে। এ বছর অতিরিক্ত বর্ষার জলে রীতিমতো নতুন একটি গভীর খাত তৈরি হয়ে যায়। জলের স্রোতে দু'পাড় ভাঙতে ভাঙতে খাতের প্রস্থও বাড়ছে। ফলে বিঘের পর বিঘে জমি হারিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি গ্রামের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কয়েক হাজার বিঘে চাষের জমি। মদনমোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মদুসূদন রায় বলেন, বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে প্রশাসনের সমস্ত স্তরে। খুব শিগগিরই পদক্ষেপ করা হবে।

নিশিকান্ত তৃণমূলে

প্রতিবেদন : গায়ের জোরে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়ে হেনস্থা করেছে অসমের বিজেপি সরকার। পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে নোটিশ পাওয়া মাথাভাঙার নিশিকান্ত দাস শুক্রবার রাতে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তাঁর সঙ্গে ওই বুথের ১৪টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন মাথাভাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন।

সাড়ে তিনশো বছরের মহিষমর্দিনী পুজোয় মেতে উঠল কৃষ্ণনগর

অর্ক দাস • নদিয়া

সাড়ে তিনশো বছর আগে মুর্শিদাবাদে চলছে নবাবদের রাজত্ব। সেই সময় নদিয়ার রেউই ছিল অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র। পরবর্তীতে তার পরিচিতি হয় কৃষ্ণনগর হিসেবে। তখন ব্যবসার মালপত্র আদানপ্রদানের জন্য ব্যবহার হত নদীপথ। জলঙ্গি দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মালপত্র আসত কৃষ্ণনগরে। জলঙ্গি নদীর তীরে একটি অঞ্চলে ছিল ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ীদের গুদামঘর বা গোলা। পরে তা থেকেই নাম হয় গোলাপট্টি। এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা নদীপথে ব্যবসার সামগ্রী পাঠানোর সময় বারবার জলদস্যুরা মাঝপথ থেকে সেগুলো লুট করে নিত। কথিত আছে, সেই ক্ষতি থেকে নিস্তার পেতে ব্যবসায়ীরা মা দুর্গাকে প্রার্থনা জানালে তিনি স্বপ্নাদেশ দেন, ঝুলন পূর্ণিমার আগে অষ্টমী তিথিতে তাঁকে মহিষমর্দিনী রূপে পূজা করলেই পাওয়া যাবে পরিত্রাণ। তারপর থেকেই গন্ধবণিক বা ব্যবসায়ীরা শুরু করেন কৃষ্ণনগর গোলাপট্টি বারোয়ারি। তখন থেকেই ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে পুজো হয় চার দিন। দশমীতে বিসর্জন। এই পুজোয় দেবী মা-দুর্গা রূপেই পূজিতা হন। তবে দু'দশক আগে ব্যবসায়ীদের আর্থিক দুরবস্থায় বন্ধ হয়ে যায় মহিষমর্দিনী পুজো। গোলাপট্টির অধিবাসীরাই পুজোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলে ফের শুরু হয় মহিষমর্দিনী পুজো। কমিটির অন্যতম সদস্য শোভনকুমার মোদক জানান, পুরনো দিনের শিল্পকলাকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো চলে। পাশাপাশি সন্ধ্যায় পুতুলনাচ, সৃজনশীল নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। দুর্গাপুজোর আগেই শ্রাবণ মাসে এলাকাবাসী দশভুজার আরাধনায় মেতে ওঠেন।

জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচতে শুরু করেন গোলাপট্টির বণিক সম্প্রদায়

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
2 August, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

উত্তমকুমার স্মরণ

■ মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণ দিবসের স্মরণে কলকাতায় মিন্টো পার্কের কাছেই আয়োজিত হল 'আজও উত্তম' শীর্ষক এক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন দুই বিশিষ্ট অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। ছিলেন তপতী ভট্টাচার্য, সাধন বাগচী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষ, অনুপম হালদার প্রমুখ।

ইস্টবেঙ্গল দিবস

■ আসানসোল মহীশিলা শিমুলতলা ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে ইস্টবেঙ্গলের ১০৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। কেক কেটে, পতাকা উত্তোলন করে, দিনটি পালন করা। রাস্তায় লালহলুদ পতাকায় সাজানো হয়। ফ্যান ক্লাবের পক্ষে বিনা পয়সায় চক্ষুপরীক্ষা ও রক্তদান কর্মসূচি হয়। ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার গৌতম খেজুর, গুমন শেষ্টা, বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ।

ছবিতে বন্ধুত্ব

■ রাশিয়া ও ভারতের দীর্ঘকালীন বন্ধুত্বকে স্মরণ করে গোর্কি সদনে দুই শিল্পী শম্পা মিত্র ও শর্মিলা বসাকের পেন্টিং প্রদর্শনী হল। নাম ফ্র্যাগরেন্স অফ ফ্রেন্ডশিপ। উদ্বোধন করেন রাশিয়ান কনসাল জেনারেল। প্রদর্শনীতে তাই ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে ছিলেন বিদ্যাসাগর। শম্পার স্টিল অ্যালাইভ ছবিতে পুরনো রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রিকশা বা পোড়ো বাড়ির সামনে হলুদ ট্যাক্সি নজর কেড়েছে। শম্পা ও শর্মিলার ছবিতে উঠে এসেছে সমসাময়িক ঘটনাবলি, সমাজে নারীর অবস্থানের কথাও।

মাল ব্লকে সিপিএমে ভাঙন ২১টি পরিবার এল তৃণমূলে

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মাল ব্লকে সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতে বড়সড় ভাঙন। বৃহস্পতিবার রাতে তেশিমলার ২০/১৩৮ নম্বর পার্টের মোট ২১টি পরিবার সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী তথা মাল বিধানসভার বিধায়ক বুলু চিক বড়াইক। এদিনের যোগদানসভায় ছিলেন মাল পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজিৎ দেবনাথ, তেশিমলা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি অরেসুল আম্বিয়া-সহ দলীয় অন্য নেতৃত্ব। যোগদানপর্বের পর বুলু চিক বলেন, 'এই পরিবারগুলি বুঝতে পেরেছে যে, সিপিএমে থেকে এলাকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই উন্নয়নের স্বার্থে ওঁরা তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের স্রোতে সকলকে শামিল করতেই আমাদের প্রচেষ্টা।' নবযুগে পা রাখা তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সদস্যদের বক্তব্য, 'আমরা এতদিন সিপিএম করলেও বুঝতে পারছি এখন উন্নয়নের পক্ষে একমাত্র দল তৃণমূল কংগ্রেস। এলাকার সার্বিক পরিবর্তনের জন্য তাই আমরা তৃণমূলের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সিপিএমের ঘাঁটি বলে পরিচিত এলাকায় এই ভাঙন রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

■ যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা দিলেন বুলু চিক বড়াইক।

■ 'হৃদয় স্পর্শ আরোগ্যকেন্দ্র'র উদ্বোধন করছেন মেয়র গৌতম দেব।

দুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা

(প্রথম পাতার পর) প্রতিবাদ জানাচ্ছে তৃণমূল। দাবি করেছে যথাযথ তদন্তের। বিজেপির প্রবল বাংলা-বিদ্বেষের যে এটা স্পষ্ট প্রতিফলন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। মৃত ওই শ্রমিকের নাম দীপু দাস (৩৪)। তিনি জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ি ফালাকাটা অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ভিনরাজ্যে কাজ করছিলেন। সম্প্রতি কাজের সূত্রে তিনি পুণে যান। সেখানকার একটি নির্মাণ প্রকল্পে কর্মরত থাকার সময় মঙ্গলবার দীপুর মৃত্যুর খবর আসে ঠিকাদার সংস্থার তরফ থেকে। সংস্থার দাবি, কাজের সময় ছাদ থেকে পড়ে তিনি মারা যান। কিন্তু সংস্থার তরফ থেকে যে ছবি পাঠানো হয়, তা দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের মধ্যে। তাঁদের দাবি, মৃতদেহের চিহ্ন ও অবস্থান দেখে মনে হয় না ছাদ থেকে পড়ে এই মৃত্যু। নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য আছে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এই ঘটনা জানার পরেই তৎপর হন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও বিধায়ক খগেশ্বর রায়। তিনি বলেন, দীপুর মৃত্যু নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এটা নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে, তা খতিয়ে দেখা দরকার।

গান্ধীমূর্তির তলায় মহিলাদের ধরনা

(প্রথম পাতার পর) এই কর্মসূচি নিয়ে শুক্রবার তৃণমূল ভবনে দীর্ঘ বৈঠকও করেন মন্ত্রী। জেলাতেও এই কর্মসূচি একই রকমভাবে পালিত হবে। দলের তরফে দিনক্ষণ এবং তারিখ দিয়ে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে কোন দিন কোন শাখা সংগঠন এই আন্দোলন এবং ধরনা কর্মসূচি চালাবে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে লাগাতার বাঙালি শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারকে চরম হেনস্থার প্রতিবাদে প্রথম আওয়াজ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা-সহ জেলায় ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ মিছিল করেছেন। এবার এই ইস্যুতে লাগাতার আন্দোলন-ধরনা কর্মসূচিতে থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

(প্রথম পাতার পর) আওতায় কাজ হবে। প্রতিটি বুথে স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্যা সমাধানে নজর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে বাংলার প্রতিটি কোনায় সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বার্তা, যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের সমস্যার সমাধান করা। মানুষের পাশে থাকা। বাংলার মানুষকে উপলব্ধি করানো মা-মাটি-মানুষের সরকার তাঁদের পাশে আছে।

শুক্রবার ঘেরাও নির্বাচন কমিশন

(প্রথম পাতার পর) পথে দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাওয়ের সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। এই আন্দোলনে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে অংশ নিতে এগিয়ে আসে বিরোধী দলগুলি। ৮ তারিখ এই ঘেরাও আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জোরদার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল ও অন্যান্য বিরোধী দলের নেতৃত্ব।

চিকিৎসা পরিষেবায় গাফিলতি অপসারিত হাসপাতাল সুপার

সংবাদদাতা, হলদিয়া : চিকিৎসা পরিষেবায় গাফিলতি বরদাস্ত করতে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুযায়ী চিকিৎসা পরিষেবায় গাফিলতির অভিযোগে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালের সুপারকে সরিয়ে দিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। প্রায় এক বছর পর শুক্রবার হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে রোগীকল্যাণ সমিতির একটি বৈঠক হয়। যেখানে ছিলেন জেলাশাসক। সেখানে একাধিক পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে হাসপাতালের সুপার সুভাষ মাহাতোকে সুপারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন জেলাশাসক। পাশাপাশি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে ভর্ৎসনা করেছেন। সিএমওএইচ-১ নারায়ণ মিদ্দাকে নতুন সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা দেখার জন্য কোর কমিটির আহ্বায়ক ডাঃ নীলাঞ্জন চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। এছাড়াও হাসপাতালের পাশে নতুন বার্ন ইউনিট তৈরির কাজ আগামী ১৫ অগাস্টের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। জেলাশাসক জানান, হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। যেখানে সুপার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের কাজ সন্তোষজনক ছিল না।

কর্মসূচি নিয়ে জনসংযোগ গড়তে তমলুক জেলা তৃণমূলের বর্ধিতসভা

সংবাদদাতা, তমলুক : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকে সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে হল বর্ধিত সভা। আগস্ট মাস জুড়ে দলের নির্দেশ মতো বিভিন্ন কর্মসূচি কীভাবে পালন করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। এছাড়াও শুক্রবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি। সেই কর্মসূচিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কীভাবে জনসংযোগ করতে হবে, তার নির্দেশ দেন জেলা নেতারা। এদিনের সভায় ছিলেন তমলুক সংগঠনের জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি, সভাধিপতি ও বিধায়ক উত্তম বারিক, বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, তিলককুমার চক্রবর্তী, তাপসী মণ্ডল, সুকুমার দে ও জেলার সমস্ত বুথ, ব্লক ও জেলাস্তরের সমস্ত নেতা ও জনপ্রতিনিধি। সুজিত রায় বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে সমস্তস্তরের নেতা-কর্মীদের আরও আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়াতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের অভাব-অভিযোগ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে মানুষের সমস্ত কথা ভালো করে শুনে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে আমাদের। এছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পের ভাল দিকগুলি উল্লেখ করে জনসংযোগ করতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তরপ্রদেশে অল্পের জন্য রক্ষা পেল সবরমতী জনসাধারণ এক্সপ্রেস। শুক্রবার বিকেলে উত্তরপ্রদেশের কানপুর-টুন্ডলা স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় লাইনচ্যুত হল ট্রেনটির দু'টি কামরা। কোনও হতাহতের খবর নেই

দিল্লি দরবার

2 August 2025 • Saturday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

আবাস যোজনা, অভিষেকের প্রশ্নে সংসদে নাজেহাল কেন্দ্র

প্রতিবেদন : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নে রীতিমতো নাজেহাল মোদি সরকার। সংসদে বেআব্রু হয়ে গেল গেরুয়ার সরকারের আসল রূপ। ডবল ইঞ্জিন রাজ্য হলেই দেদার প্রকল্প। আর তার থেকে দেদার আর্থিক দুর্নীতির রাস্তা তৈরি করাই কেন্দ্রের মোদি সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। ফের একবার তা স্পষ্ট কেন্দ্রীয় প্রকল্প বণ্টনের হিসাব থেকে। বিরোধীশাসিত রাজ্যগুলিতে, বিশেষত বাংলায় যে বঞ্চনাই মোদি সরকারের ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা, আরও একবার তার প্রমাণ মিলল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত প্রশ্নের জবাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিষেক জানতে চেয়েছিলেন, ১. প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)— এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পরে থেকে এর অধীনে কতগুলো বাড়ি তৈরি হয়েছে? এই প্রকল্পের অধীনে তৈরি কতগুলি বাড়িতে এখনও বসবাস শুরু হয়নি?

২. প্রকল্পের অধীনে বাড়ি তৈরি হয়েছে কিন্তু বিলি হয়নি অথবা বসবাস শুরু হয়নি, এমন বাড়ির সংখ্যা ও তথ্য কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আছে? এমনটা হয়ে থাকলে তার কারণ কী?

৩. বাড়ি বিলি-বণ্টনে সমস্যা হলে, পরিকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য এবং অন্য কোনও সমস্যা বুঝতে কি কোনও সমীক্ষা বা অডিট করা হয়েছে? হয়ে থাকলে সেখানে কী কী তথ্য সামনে এসেছে?

অভিষেকের প্রশ্নের উত্তরে আবাসন এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তোখন সাহুর দাবি, এই প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে ৬,১৫,১০৫টি বাড়ির অনুমোদন মিলেছে। ৬,০৫,৯৭১টি বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ হয়েছে ৪,৬৫,৫৬১টি বাড়ির কাজ। এর মধ্যে তৈরি হওয়া ৪,৬৪,৮৮১টি বাড়িতে বসবাস শুরু করেছেন উপভোক্তারা। বিজেপিশাসিত রাজস্থানে অনুমোদিত হয়েছে ৩,৩৩,৮১৫টি বাড়ি। ২,৯৪,৬৩৯টি বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। শেষ হয়েছে ২,৩৪,৬৯৮টি বাড়ির কাজ। বসবাস শুরু হয়েছে ২,২৯,৩৬৩টি বাড়িতে। সরকারি পরিসংখ্যানের নিরিখে বাংলার তুলনায় অনেক খারাপ পারফরম্যান্স থাকলেও নিজেদের দলীয় শাসনে থাকা রাজস্থানে আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখেনি মোদি সরকার। অভিষেকের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্র যা তথ্য দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে এই প্রকল্পের অধীনে কাজের নিরিখে যথেষ্ট ভাল জায়গায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তার পরেও কেন কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্য বকেয়া টাকা মিলবে না, সেই প্রশ্ন আরও বড় হয়ে উঠে আসছে। এর আগে মনরেগা প্রকল্পের অধীনে ১০০ দিনের কাজের ৭৮৮০ কোটি টাকা, সড়ক যোজনা খাতে ৭০০০ কোটি টাকা এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযান খাতে ১৫০০ কোটি টাকা বাংলার বকেয়া আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বারবার বলা সত্ত্বেও এই টাকা দেওয়া হয়নি। এবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে আরও একবার স্পষ্ট হল মোদি সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ। প্রমাণিত হল, দুরন্ত পারফরম্যান্স করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে কেন্দ্র আটকে রেখেছে আবাস যোজনা খাতে বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা।

বিহারের সংশোধিত ভোটার তালিকার খসড়ায় উত্তপ্ত সংসদ

দফায় দফায় মুলতুবি, তৃণমূলের স্লোগানে গলা মেলাল বিরোধীরা

প্রতিবেদন : এসআইআর ইস্যুতে শুক্রবারও তৃণমূল-সহ বিরোধীদের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল সংসদ। এদিন বিহারের সংশোধিত ভোটার তালিকার খসড়া সব রাজনৈতিক দলের হাতে তুলে দেয় নির্বাচন কমিশন। এর পরেই বিরোধীদের এসআইআর প্রত্যাহারের দাবিতে সংসদের উভয় কক্ষই উত্তাল হয়ে ওঠে। বিরোধীদের বিক্ষোভ এবং মুহুর্মুহু স্লোগানে থমকে দাঁড়ায় সভার কাজ। এদিন তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা এসআইআর ইস্যুতে একজোট হয়ে আলোচনার দাবি জানায় সংসদের দুই কক্ষে। কিন্তু অন্যদিনের মতো সরকার বিরোধীদের দাবি না মানায় ভেস্তে যায় সংসদের দুই কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন।

এদিন লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উপদলনেত্রী কাকলি ঘোষদস্তিদার ও মহুয়া মৈত্র সার ইস্যুতে জরুরি ভিত্তিতে আলোচনার দাবি জানিয়ে নোটিশ দেন। অন্যদিকে রাজ্যসভাতে তৃণমূল কংগ্রেসের ২১ জন সাংসদ সার দাবিতে আলোচনা চেয়ে নোটিশ দেন। ওয়েলে নেমে দুই হাউসে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বাকি বিরোধীরা সার প্রত্যাহারের দাবিতে স্লোগান দিয়ে তীব্রভাবে সোচ্চার হয়। সরকার বিরোধীদের দাবি না মানায় দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষরা এসআইআর পে হল্লা বোল স্লোগান দেন। গলা মেলালেন বিরোধী শিবিরের সাংসদরাও। উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের দুই কক্ষ। দুপুর দুটো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেছেন স্পিকার।

এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের সদস্য দলগুলি

মোদি সরকারকে ঘরে-বাইরে চাপে ফেলতে এককাট্টা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথে ৮ অগাস্ট দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ গোটা ইন্ডিয়া জোট। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে শুরু হয়ে গিয়েছে এর প্রস্তুতি। নির্বাচন কমিশন ঘেরাও-এর আগে ৭ অগাস্ট দিল্লিতে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আরজেডি, সপা, আরজেডি, শিবসেনা (উদ্ধব), এনসিপি (শরদ), ডিএমকে-সহ ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির সংসদীয় নেতৃত্ব এক নৈশভোজে মিলিত হবে। এই নৈশভোজ বৈঠকেই এসআইআর ইস্যুতে বিরোধীদের আন্দোলনকে জোরদার করতে বড় কর্মসূচি প্রণয়ন করা হতে পারে। বিজেপি ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের নামে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত করছে, বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যে তা প্রতিরোধের কৌশল নিয়ে এই বৈঠকেই সবিস্তারে আলোচনা হতে পারে। সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ হবে ২১ অগাস্ট। তার পরে এসআইআর নিয়ে গোটা দেশে কীভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন করা যায়, তার রূপরেখা তৈরি হতে পারে এই বৈঠকেই। বিরোধীদের অভিযোগ, বিহারে ৬৫ লক্ষের বেশি ভোটারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পরে বাংলার বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি মরিয়া হয়ে সেখানেও প্রকৃত ভোটারদের বাদ দিতে চাইবে। সেক্ষেত্রে রাজ্যওয়াড়ি আন্দোলন কর্মসূচি কী হতে পারে তা স্থির করা হতে পারে ৭ অগাস্টের নৈশভোজ বৈঠকেই।

নকল ওষুধের কোনও তথ্যই নেই, সংসদে স্বীকার মন্ত্রীর

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় সরকার নকল ওষুধের সংখ্যা সংক্রান্ত কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্যই রাখে না। প্রমাণিত হল লোকসভাতেই। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল, লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারীর এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, ১৯৪০ সালের ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট-এ 'কাউন্টারফেইট মেডিসিন' বা 'নকল ওষুধ' শব্দটির কোনও সংজ্ঞা নেই। তবে, আইনটিতে 'স্পিউরিয়াস', 'অ্যাডাল্টারেটেড' এবং 'মিসব্র্যান্ডেড' ওষুধের সংজ্ঞা দেওয়া আছে, যার মধ্যে নকল ওষুধও অন্তর্ভুক্ত। গত পাঁচ বছরে (২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫) দেশজুড়ে ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের (সিডিএসসিও) তথ্যে দেখা যায়, পরীক্ষার জন্য নেওয়া ওষুধের নমুনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২০-২১ সালে যেখানে ৮৪,৮৭৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেখানে ২০২৪-২৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ১,১৬,৩২৩ হয়েছে। 'নট অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি' (এনএসকিউ) বা নিম্নমানের ওষুধ পাওয়া গিয়েছিল ২০২০-২১ সালে ২,৬৫২টি নমুনায়, যা ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে ৩,১০৪টি হয়েছে। একইভাবে, স্পিউরিয়াস/ অ্যাডাল্টারেটেড ওষুধ ধরা পড়েছে ২০২০-২১ সালে ২৬৩টি, এবং ২০২৪-২৫ সালে ২৪৫টি। এই সময়ের মধ্যে নকল বা ভেজাল ওষুধ উৎপাদন, বিক্রি ও বিতরণের জন্য দায়ের করা মামলার সংখ্যাও বেড়েছে; ২০২০-২১ সালে ২৩৬টি মামলা থেকে ২০২৪-২৫ সালে এই সংখ্যা ৯৬১-এ পৌঁছেছে। মান নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে, সিডিএসসিও প্রতি মাসে তাদের ওয়েবসাইটে এই নিম্নমানের ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে। যখন কোনও নমুনা এনএসকিউ হিসেবে চিহ্নিত হয়, তখন সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী সংস্থাকে অবিলম্বে সেই ওষুধ বাজার থেকে তুলে নিতে এবং নতুন করে সরবরাহ বন্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অবৈধ অভিবাসী প্রশ্নে সংসদে অস্বস্তিতে কেন্দ্র

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করা ভারতীয়দের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত তথ্য রাখে না। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং লোকসভায় জানান, গত পাঁচ বছরে (২০২০-২০২৪) যুক্তরাজ্য থেকে মোট ৩১১ জন এবং চলতি বছরে (২০২৫-এর বর্তমান সময় পর্যন্ত) ১৩১ জন ভারতীয়কে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গত পাঁচ বছরে (২০২০-২০২৪) ৫,৫৪১ জন এবং চলতি বছরে (২০২৫) ১,৭০৩ জন ভারতীয় নাগরিককে ফেরত পাঠানো হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী আরও জানান যে, এই ধরনের অবৈধ অভিবাসীদের তথ্য কেবল কনস্যুলার এবং নির্বাসন প্রক্রিয়ার সময় সংশ্লিষ্ট বিদেশি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যায়। প্রকৃত সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে, কারণ অনেক সময় বৈধ ভ্রমণ নথি থাকা অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাজ্য সরকার সরাসরি নির্বাসন দেয়। এছাড়াও, নির্বাসনের বিরুদ্ধে আপিল করার কারণে জরুরি ভ্রমণ নথি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার নাও হতে পারে।

রাজ্যসভায় ঢুকে পড়ল সিআইএসএফ তীব্র প্রতিবাদ তৃণমূল-সহ বিরোধীদের

প্রতিবেদন : নজিরবিহীন ঘটনা। রাজ্যসভায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে নামানো হল সিআইএসএফ কমান্ডো। দেশের গণতন্ত্রের পীঠস্থানেই সাম্প্রতিককালের সব থেকে বড় অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ করল মোদি সরকার। রাজ্যসভায় এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সোচ্চার বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে সভার ওয়েলে নামানো হল মার্শালের বেশধারী কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআইএসএফ 'কমান্ডো'দের। এর আগে এমন কোনও ঘটনার সাক্ষী হয়নি দেশের সংসদ, যা ঘটেছে শুক্রবার। তারপরেও দমানো যায়নি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ডিএমকের সাংসদ তিরুচি শিবা এবং আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। মার্শালের বেশধারী সিআইএসএফ-এর কমান্ডোদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কির পরেও দলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বে রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে সরকার বিরোধী স্লোগান দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদরা। সরকারকে তোপ দেগেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ও সাগরিকা ঘোষ। ডেরেকের কথায়, আগে এমন ঘটনা দেখিনি। এত ভয় পাচ্ছে সরকার সার-ভোট চুরি নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে!

৯ সেপ্টেম্বর দেশের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন

প্রতিবেদন : জগদীপ ধনকড়ের পদত্যাগের পর আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে দেশের ১৭তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ওইদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য গোটা দেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যাবে। ওইদিনই নির্বাচনী গণনা হবে। স্থির হয়ে যাবে দেশের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি। আগামী ৭ অগাস্ট জাতীয় নির্বাচন কমিশন পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য ধার্য করা হয়েছে ১৪ দিন। অর্থাৎ ২১ অগাস্ট পর্যন্ত এই নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। ২২ অগাস্ট মনোনয়নপত্রগুলির যাচাইকরণ হবে এবং ২৫ অগাস্টের মধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে।

দেশ বিদেশ

2 August, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিল্পপতি অনিল আম্বানিকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। গত সপ্তাহেই একাধিকবার ইডি হানা দিয়েছে তাঁর বিভিন্ন অফিসে। এবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে তলব করা হল

মার্কিন চাপের প্রতিক্রিয়ায় এবার কি নতিস্বীকার করল ভারত?

রাশিয়া থেকে তেল আমদানিতে ছেদ টানতে চায় একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা

প্রতিবেদন: ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির জের? গত এক সপ্তাহ ধরে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল শোধনাগারগুলি রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। শিল্প সূত্রের খবর অনুযায়ী, এর প্রধান দুটি কারণ হল— প্রথমত, এই মাসে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলে ছাড় কমে যাওয়া এবং দ্বিতীয়ত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে মস্কো থেকে তেল কেনার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি।

ভারত, যা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ এবং সমুদ্রপথে আসা রুশ অপরিশোধিত তেলের বৃহত্তম ক্রেতা, তার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি যেমন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড গত এক সপ্তাহে রাশিয়া থেকে

বৃহত্তম ক্রেতা, কিন্তু দিন প্রতি দেশের মোট ৫.২ মিলিয়ন ব্যারেল পরিশোধন ক্ষমতার ৬০%-এর বেশি রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণেই। ফলে তাদের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গত ১৪ জুলাই ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন যে, যেসব দেশ রাশিয়া থেকে তেল কিনবে, তাদের ওপর ১০০% শুল্ক আরোপ করা হবে, যদি না

শক্তিশালী হবে সম্পর্ক: কেন্দ্র

প্রতিবেদন: ভারতের উপর বিপুল শুল্ক আরোপের পর ভারত-মার্কিন সম্পর্ক কোন খাতে বইবে? সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে এ-নিয়ে নয়াদিল্লির মন্তব্য, আমেরিকার সঙ্গে ভারতের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে। আগামিদিনে দুই দেশের সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাবে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই মন্তব্য করেছেন। ভারতের উপর আমেরিকা যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, তা নিয়ে রণধীরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন, আমেরিকার এই পদক্ষেপের পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তবে দুই দেশের সম্পর্কের অগ্রগতি বজায় থাকবে, আশাবাদী কেন্দ্র।

কোনও অপরিশোধিত তেল কেনার আগ্রহ দেখায়নি। এই শোধনাগারগুলি সাধারণত ডেলিভারি ভিত্তিতে রাশিয়ার তেল কেনে এবং বর্তমানে বিকল্প সরবরাহের জন্য স্পট মার্কেটের দিকে ঝুঁকছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই মধ্যপ্রাচ্যের মুরবান অপরিশোধিত তেল এবং পশ্চিম আফ্রিকার তেল। যদিও ভারতের বেসরকারি শোধনাগার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং নায়ারা এনার্জি এখনও রাশিয়ান তেলের

মস্কো ইউক্রেনের সঙ্গে একটি বড় ধরনের শান্তিচুক্তি করে। ৩০ জুলাই তিনি আরও বলেন যে, রাশিয়া থেকে জ্বালানি ও সামরিক সরঞ্জাম কেনার জন্য ১ অগাস্ট থেকে ভারতের ওপর ২৫% শুল্ক এবং একটি 'জরিমানা' চাপানো হবে। এই ঘোষণার পর ভারত সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত শোধনাগারগুলিকে নির্দেশ দেয়, যদি রাশিয়ার তেলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তবে অন্য উৎস থেকে তেল কেনার জন্য যেন তারা একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। এই প্রেক্ষাপটে, ভারত সরকার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত শোধনাগারগুলি আপাতত রাশিয়ান ইউরাল তেল কেনার প্রক্রিয়া স্থগিত রেখেছে। রুশ-ভারত বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, ভারত রাশিয়ার সঙ্গে কী করে তা নিয়ে তিনি চিন্তা করেন না। তারা তাদের মৃত অর্থনীতি নিয়ে একসাথে চলুক, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। এই ধরনের মন্তব্য ভারতের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল লোকসভায় জানান যে, সরকার এই শুল্কের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখছে এবং অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করছে। এর আগে তেল ও গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ পুরী বলেছিলেন যে, যদি রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল সরবরাহ ব্যাহত হয় তবে ভারত এটি সামাল দেবে এবং অন্যান্য উৎস থেকে তার জ্বালানির চাহিদা পূরণ করবে। তবে, পণ্য বিশ্লেষণ সংস্থা কেপলারের মতে, রাশিয়ার তেল থেকে সরে আসা ভারতের জন্য ''ব্যয়বহুল, জটিল এবং রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ'' হবে।

উল্লেখ্য, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতের। বর্তমানে তা ভারতের মোট তেল আমদানির প্রায় ৪০%। রাশিয়া এখন চিনের পর ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল সরবরাহকারী দেশ। এই পরিস্থিতিতে, মার্কিন সেনেটও 'স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যাক্ট অফ ২০২৫' নামে একটি দ্বিদলীয় প্রস্তাব বিবেচনা করছে, যেখানে রাশিয়ার জ্বালানি পণ্য কেনা দেশগুলির ওপর ৫০০% শুল্ক আরোপের কথা বলা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি স্পষ্টতই ভারতের শক্তিনীতি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে, যা দেশের জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

৩৩ বছর অপেক্ষা শেষ মুকুটে জাতীয় পুরস্কার

প্রতিবেদন: দীর্ঘ ৩৩ বছর হিন্দি ফিল্মি দুনিয়া কাঁপানোর পর এই প্রথম জাতীয় পুরস্কার পেলেন মেগাস্টার শাহরুখ খান। সুপার-ডুপার হিট 'জওয়ান' ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসাবে শুক্রবার জাতীয় পুরস্কারের পালক কিং খানের মুকুটে। পেলেন সেরা অভিনেতার সম্মান। সর্বোচ্চ স্বীকৃতি অবশ্য তাঁর জীবনে এই প্রথম নয়। এর আগে পদ্মশ্রী সম্মানে তাঁকে ভূষিত করেছে ভারত সরকার। ফ্রান্সেও তিনি পেয়েছেন একাধিক সম্মান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'অর্ডার দে আর্টস এট লেটার্স' এবং 'লিজিয়ান অফ অনার'-এর মতো সম্মান। শাহরুখের রোমান্টিসিজম আজ নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়। তাঁর অভিনয়ে একই সঙ্গে রাফ অ্যান্ড টাফ এবং নিখাদ সরলতার অকৃত্রিম প্রতিফলন। এই ব্যতিক্রমী প্রতিভাই প্রথম ফুটে উঠেছিল ৯০ দশকের গোড়ায় 'দিওয়ানা' ছবিতে। 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে', 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'-এর মতো ছবির দৌলতেও তিনি হয়ে ওঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দিল্লির মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে শাহরুখ এভাবেই তাঁর অভিনয় প্রতিভার গুণে খুব অল্প সময়ে হয়ে উঠেছিলেন যুবসমাজের আইকন। যার স্বীকৃতি মিলল জাতীয় পুরস্কারে। এছাড়াও যাঁরা পুরস্কৃত হলেন— বিক্রান্ত মাসি (টুয়েলভথ ফেল)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী – রানি মুখোপাধ্যায় (মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে)। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র – রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি (করণ জোহর)। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা – বিধু বিনোদ চোপড়া (টুয়েলভথ ফেল)।

জয় হিন্দ কলোনি, নিরুত্তর কেন্দ্র

প্রতিবেদন: বসন্তকুঞ্জ জয়হিন্দ কলোনি থেকে বাঙালি পরিয়ায়ী শ্রমিকদের উৎখাত ইস্যুতে শুক্রবার সংসদে সরব হন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ জুন মালিয়া। কেন্দ্রীয় সরকারকে এদিন লোকসভায় কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে জুন জানতে চান, কেন্দ্রীয় সরকার এই উচ্ছেদ অভিযান সম্পর্কে জানে? এই বাঙালি অধ্যুষিত কলোনিতে জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ পেয়েছেন? মোট কত পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে? এবং এইসব পরিবারের পুনর্বাসন নিয়ে সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করেছে কি? তৃণমূল সাংসদ জুনের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর বা সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারলেন না কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী টোকান সাহু।

দিল্লি পুলিশকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

শিশু-সহ রুশ বধূ পালানোর তদন্তের নির্দেশ দূতাবাসকে

প্রতিবেদন: চন্দননগরের বসু পরিবারের রুশ বধূ ভিক্টোরিয়ার সন্তানকে নিয়ে দেশ ছাড়ার ঘটনায় আরও কঠোর অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি পুলিশের গাফিলতিই যে এর জন্য দায়ী তা কড়া ভাষায় বুঝিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবার মামলাটি উঠেছিল বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে। দিল্লি পুলিশের ভূমিকায় আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, শিশুটি ছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্টের হেফাজতে। সেই হেফাজত থেকে তাকে নিয়ে চলে যাওয়া হল, আর আপনি চুপ করে থাকবেন? সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিজে গোটা ঘটনার তদন্ত করবেন। মস্কো প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন। লুক আউট নোটিশের পরেও অধরা চন্দননগরে রুশ বধূ ভিক্টোরিয়া বসু। এই বিষয়ে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল দিল্লি পুলিশ প্রশাসনের। আদালতের নির্দেশের পরেও কীভাবে এখন অধরা ওই রুশ মহিলা! শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। ভিক্টোরিয়া রুশ গুপ্তচর বলে অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল ভিক্টোরিয়া এবং তাঁর সন্তান স্ট্যাভিওর উপর কড়া নজর রাখতে হবে দিল্লি পুলিশকে। কিন্তু এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থ দিল্লি পুলিশ। পুলিশ সময়মতো পদক্ষেপ করলে এত সহজে দেশ ছেড়ে পালাতে পারতেন না ভিক্টোরিয়া। মা শিশুকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালানোর ঘটনা সরাসরি আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন।

ট্রাম্পের মন্তব্য নিয়ে রাহুল-শশী দ্বন্দ্ব তীব্র

প্রতিবেদন: কংগ্রেসের ঘর ভাঙলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতের অর্থনীতিকে কটাক্ষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে মন্তব্য করেছেন তাকে হাতিয়ার করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। আর কংগ্রেসের আক্রমণ যখন মোদি সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলছে তখন কেন্দ্রের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর স্পষ্ট বললেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভারত সম্পর্কে কিছু জানেন না। দেশের অর্থনীতি নিয়ে থারুরের মন্তব্য যখন বিজেপি সরকারকে স্বস্তি দিচ্ছে তখন এই ইস্যু রাহুল-শশী অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফের প্রকাশ্যে এনে প্রধান বিরোধী দলের ক্ষয়িষ্ণু চেহারাই প্রকট করে দিল।

প্রসঙ্গত, শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের আবহে বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেন, ভারত এবং রাশিয়া তাদের নিজেদের মধ্যে কী করছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। ওরা নিজেদের মৃত অর্থনীতিকে আরও ডোবাতেই পারে। ট্রাম্পের এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ভারতীয় পণ্যের উপর ইতিমধ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। শুক্রবার থেকে তা কার্যকর হয়েছে। পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়তি 'জরিমানা' নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে আমেরিকা। এই আবহে ট্রাম্পের মন্তব্যকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে এক্স পোস্ট করে রাহুল লেখেন, ভারতের অর্থনীতি মৃত। মোদিই তাকে খুন করেছেন। আদানি-মোদির সমঝোতা, নোটবন্দি, ভুল জিএসটি নীতির কারণে কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাদের জন্য কোনও চাকরি নেই। সংসদ ভবনের সামনেও ট্রাম্পের মন্তব্যকে 'সঠিক' বলে উল্লেখ করেন রাহুল। বলেন, প্রধানমন্ত্রী আর অর্থমন্ত্রী ছাড়া সকলেই সত্যিটা জানেন। গোটা বিশ্ব জানে বিজেপি ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতি করে আদানিকে সাহায্য করেছে। এদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতার মন্তব্য পরোক্ষে খারিজ করে কেরলের তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর শুক্রবার বলেন, ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে ট্রাম্প যে মন্তব্য করেছেন তা আদৌ ঠিক নয়। ভারতের প্রকৃত পরিস্থিতি কী, তা সকলেই জানেন। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য ঘিরে এবার কংগ্রেসের অন্দরে ঝড়!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২২ অগাস্ট সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ মঞ্চস্থ হবে পঞ্চম বৈদিকের নাটক ‘রাজনৈতিক হত্যা?’। নির্দেশনায় অর্পিতা ঘোষ

স্টার প্লাস এবং জিও হটস্টারে শুরু হয়েছে ‘কিঁউ কি সাঁস ভি কভি বহু থি ২’। একতা কাপুর প্রযোজিত বালাজির ২৫ বছর আগের সুপারহিট ধারাবাহিকের সিকুয়েল। পুরোনো চরিত্রেরা উপস্থিত। এসেছে নতুন চরিত্রও। টানটান কাহিনি। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যোগ হয়েছে কিছু বিষয়। আগের প্রজন্ম তো বটেই, নতুন প্রজন্মের দর্শকেরাও এর মায়াজালে আবিষ্ট। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

কিঁউ কি সাঁস ভি কভি বহু থি ২

ছোটপর্দায় কার্যত তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল ‘কিঁউ কি সাঁস ভি কভি বহু থি’। রচনা করেছিল নতুন ইতিহাস। সুপারহিট ধারাবাহিকটির পথচলা শুরু হয়েছিল ২০০০ সালের ৩ জুলাই। চলেছিল টানা আট বছর। ২০০৮-এর ৬ নভেম্বর পর্যন্ত। শুধুই বিনোদন নয়, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ধারাবাহিকটি এমন কিছু বিষয় তুলে ধরেছিল, যখন বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে কেউই স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিল তখনকার সবচেয়ে সফল ধারাবাহিক। টানা সাত বছর ধরে দ্বিগুণ টিআরপি-সহ এক নম্বরে ছিল। বালাজির এই ধারাবাহিকের চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছিল বড় আপন। তাঁদের হাসি দেখে হেসেছেন, কান্না দেখে কেঁদেছেন বহু মানুষ। বিরানি পরিবারের সদস্যরা ছিলেন সংস্কারী। একে অপরের সঙ্গে বেঁধে বেঁধে থাকতেন। সম্মান করতেন বড়দের। স্নেহ, ভালবাসা উজাড় করে দিতেন ছোটদের। পাশে দাঁড়াতেন সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিপদে। সেই প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল দর্শকদের মধ্যেও। তারপর থেকে বহু সাধারণ পরিবার বাঁধা পড়েছিল এক সুতোয়। এই ধারাবাহিকের হাত ধরে দর্শকেরা ভারতীয় টেলিভিশন দুনিয়ার স্বর্ণযুগে পৌঁছে গিয়েছিল।

যেদিন শেষ হয়ে গেল, দর্শকদের মনে হয়েছিল কী যেন একটা হারিয়ে গেল জীবন থেকে। মাঝে বেড়ে উঠল একটা নতুন প্রজন্ম। যাঁদের কাছে ছোটপর্দার সংজ্ঞা বদলে গেছে। তাঁদের জীবন এখন সম্পূর্ণরূপে মোবাইল নির্ভর। হাতের মুঠোয় পৃথিবী। অনেক কিছুর মতোই ‘কিঁউ কি সাঁস ভি কভি বহু থি’র উত্তাপ স্পর্শ করেনি তাঁদের। বহুজন নাম পর্যন্ত শোনেননি।

এর মধ্যেই কিছুদিন আগে ছড়িয়ে পড়ে বড় খবর, দীর্ঘ ২৫ বছর পরে ফিরছে, ‘কিঁউ কি সাঁস ভি কভি বহু থি’। সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলেন দর্শকেরা। সামনে দাঁড়ায় একরাশ অতীত-স্মৃতি।

অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২৯ জুলাই রাত ১০.৩০ মিনিট থেকে স্টার প্লাস এবং জিও হটস্টারে শুরু হয়েছে সিকুয়েলের সম্প্রচার। পুরোনো দর্শকেরা তো বটেই, নতুন প্রজন্মের দর্শকেরাও বিস্মিত হয়েছেন আড়ম্বরপূর্ণ ধারাবাহিকটি দেখে।

অথচ যখন এই ধারাবাহিক ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা হয়, তখন কিন্তু এককথায় রাজি হননি প্রযোজক একতা কাপুর। কারণ, আজকের টেলিভিশন দর্শকের রুচি আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে। একসময় ৯টি শহর থেকে টিআরপি নির্ধারিত হত। এখন দর্শক বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন।

এতকিছুর পরও একতা কাপুর শেষমেশ রাজি হন। ছোটপর্দায় ভেসে ওঠে ‘কিঁউ কি সাঁস ভি কভি বহু থি ২’। আগে শীর্ষ গানের সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হত বিরানি পরিবারের বধূ তুলসীকে। তিনি বাড়ির সবার সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। এবার শুরুতে সরাসরি তুলসীকে দেখানো হয়নি। প্রথমে পর্দায় ভেসে ওঠে তাঁর ঠোঁট। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করতে দেখা যায় তাঁকে। তারপর ফুটে ওঠে তাঁর কপালের টিপ, মাথার সিঁদুর। এরপর ভেসে ওঠে তুলসী গাছ। পবিত্র গাছের উদ্দেশ্যে তুলসী বলেন, ‘কত বছর পেরিয়ে গেছে। অনেককিছুই বদলে গেছে। মাথার উপর থেকে গেছে আপনার আশীর্বাদ। ঘরের পরিচয় আপনি। রক্ষাকত্রী। মনের শান্তি। মন্দিরের প্রসাদ। জয় মা তুলসী।’ মুহূর্তেই পর্দায় ভেসে ওঠে তুলসী বিরানির পরিচিত হাসিমুখ। তারপর পরিচিত শীর্ষ গানের সঙ্গে তুলসীর আমন্ত্রণে বিরানি পরিবারের প্রাসাদ শান্তিনিকেতনের দরজা আবার খুলে যায়। বাড়িটি আরও বিলাসবহুল হয়েছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিরানি পরিবার আরও ধনী হয়ে উঠেছে।

প্রথম পর্বে দেখানো হয়েছে তুলসী-মিহিরের ৩৮তম বিবাহ বার্ষিকীর প্রস্তুতি। স্মরণ করা হয়েছে প্রয়াত সুধা শিবপুরী অভিনীত বিরানি পরিবারের প্রিয় দাদি বা-কে। তুলে ধরা হয়েছে প্রচুর আর্কাইভাল ফুটেজ। তুলসীর শাশুড়ি সাবিতাও আজ আর নেই। সেই চরিত্রে অভিনয় করেছেন অপরা মেহতা। তুলসী-মিহিরের বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে সবিতা এক উজ্জ্বল আত্মার রূপ ধারণ করে উপস্থিত হন। রচিত হয় আবেগঘন মুহূর্ত। সেইসঙ্গে ফিরে আসে তুলসী-মিহিরের দাম্পত্য জীবনের বেশকিছু পুরোনো ছবি। টানটান কাহিনি। সবমিলিয়ে কয়েক দিনেই জমে উঠেছে ধারাবাহিকটি।

তুলসী বিরানির চরিত্রে অভিনয় করছেন স্মৃতি ইরানি। মিহিরের চরিত্রে অমর উপাধ্যায়। করণের চরিত্রে হিতেন তেজওয়ানি, নন্দিনীর চরিত্রে গৌরী প্রধান, হেমন্তের চরিত্রে শক্তি আনন্দ, গায়ত্রীর চরিত্রে কমলিকা গুহ ঠাকুরতা। বরখা বিশতকে দেখা যাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। তাঁর অভিনীত চরিত্রটি মিহিরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বে বলে জানা গেছে। তিনি উসকে দেবেন মন্দিরার স্মৃতি। বোঝাই যাচ্ছে, বড় রকমের ঝড় আসতে চলেছে তুলসীর জীবনে। নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যোগ হয়েছে কিছু বিষয়। আগের প্রজন্ম তো বটেই, নতুন প্রজন্মের দর্শকেরাও যে এই ধারাবাহিকের মায়াজালে আবিষ্ট হচ্ছেন, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ডাকেটকে আউট করে সেন্ড অফ দেখিয়েছিলেন আকাশ দীপ। যার সমালোচনা করলেন কার্তিক

রিয়ালের আবেদন খারিজ

ইয়ামালের জোড়া গোলে জয় বার্সার

প্রস্তুতি ম্যাচে সিওলের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পর ইয়ামাল। টোরেসও করেন জোড়া গোল। শুক্রবার সিওলে।

সিওল, ১ অগাস্ট : আগামী ১৬ অগাস্ট নতুন মরশুম শুরু করছে বার্সেলোনা। তার আগে এশিয়া ট্যুরে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে হান্সি ফ্লিকের দল। সিওলে দক্ষিণ কোরিয়ার ক্লাব সিওল এফসি-র বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে বড় জয় পেল বার্সা। দশ গোলের থ্রিলারে তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামাল জোড়া গোল করেন। ফেরান টোরেসের নামের পাশেও দু'টি গোল।

ক্লাব বিশ্বকাপে খেলেনি বার্সেলোনা। লম্বা বিরতির পর প্রাক মরশুম প্রস্তুতি পর্ব ভালভাবে সেরে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে নামতে চাইছে কাতালান জায়ান্টরা। সিওলে এদিনের ম্যাচে শুরু থেকেই দাপট ছিল বার্সার। ম্যাচের ৮ মিনিটেই রবার্ট লেয়নডস্কির গোলে এগিয়ে যায় তারা। ১৪ মিনিটেই ব্যবধান বাড়ায় বার্সা। দুরন্ত একটি গোল করেন ইয়ামাল। পিছিয়ে পড়ে পরপর দুটি গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরায় কোরিয়ার ক্লাবটি। কিন্তু বিরতির ঠিক আগেই সংযুক্ত সময়ে ইয়ামাল আরও একটি গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দেন।

৩-২ এগিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক খেলে প্রতিপক্ষকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয় ফ্লিকের দল। পরপর চারটি গোল করে বার্সেলোনা। যার মধ্যে একাই জোড়া গোল করেন টোরেস। বাকি দুটি গোল আন্দ্রে ক্রিসটেনসেন এবং গাভির। শেষ লগ্নে কোরিয়ার দলটি একটি গোল করে ব্যবধান কমালেও ৭-৩ স্কোরলাইনে জিতে মাঠ ছাড়েন ইয়ামালরা।

এদিকে, রিয়াল মাদ্রিদের আবেদন খারিজ করল লা লিগা। ১৯ অগাস্ট স্প্যানিশ লিগে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার কথা রিয়ালের। কিন্তু ক্লাব বিশ্বকাপে মরশুমের শেষ ম্যাচ খেলার পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম চায় রিয়াল। নিয়ম জানিয়ে তাদের প্রথম ম্যাচ পিছনোর আবেদন করলেও তা নাকচ করা হয়।

বাথরুমে কাঁদতে দেখেছি বিরাটকে

ফাঁস করলেন চাহাল

মুম্বই, ১ অগাস্ট : ১৮ বছরের খরা কাটিয়ে তাঁর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর চোখের জল সামলাতে পারেননি। কিন্তু বিরাট কোহলির সেই কান্না ছিল জয়ের উচ্ছ্বাসে। প্রথমবার আইপিএল ট্রফি জয়ের পর আনন্দাশ্রু। কিন্তু এই কান্না বেদনার। বাথরুমে গিয়ে চোখের জল ফেলেছিলেন কিং কোহলি। তবে সেদিন শুধু বিরাট নন, টিম ইন্ডিয়ার প্রায় সকলেই কেঁদে ভাসিয়েছিলেন ড্রেসিংরুমে। অজানা সেই গল্পই শুনিয়েছেন যুজবেন্দ্র চাহাল।

একটি পডকাস্টে এসে ভারতীয় দলের বাইরে থাকা চাহাল জানিয়েছেন, তিনি গোটা ভারতীয় দলকেই কাঁদতে দেখেছিলেন ইংল্যান্ডে ২০১৯ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের পর। সাক্ষাৎকারে তারকা লেগ স্পিনার বলেছেন, আমি সেদিন শেষ ব্যাটসম্যান ছিলাম। যখন আমি বিরাটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন ওর চোখে জল দেখি। বাথরুমে গিয়ে অঝোরে কেঁদেছিল বিরাট। সবাইকে সেদিন বাথরুমে গিয়ে কাঁদতে দেখেছিলাম।

বিশ্বকাপের সেই ম্যাচ হারের আফসোস

রয়েছে চাহালের। তিনি বলেন, মাহি ভাইয়ের শেষ ম্যাচ ছিল। আমার আরও ভাল খেলা উচিত ছিল। আজও আক্ষেপ রয়েছে। আর একটু ভাল বল করা উচিত ছিল। ১০-১৫ রান বেশি দিয়ে ফেলেছিলাম। যোগ করেন, রোহিতভাই নিজেকে খুব ভালভাবে সামলাতে পারে। খুব ভাল অধিনায়ক রোহিতভাই। বিরাটভাই টিমের মধ্যে শক্তি আনে। সবসময় একইরকম উদ্দীপনা ওর মধ্যে। কখনও এনার্জি লেভেল নিচে থাকে না। সবসময় উপরে থাকে।

সাত্ত্বিকদের বিদায়

সেমিফাইনালে লক্ষ্য ও তরুণ

ম্যাকাও, ১ অগাস্ট: ম্যাকাও ওপেন সুপার ৩০০ ব্যাডমিন্টনের সেমিফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন ও প্রতিশ্রুতিমান তরুণ মান্নেপাল্লি। তবে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন ভারতীয় ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রণকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। শুক্রবার ছেলেদের সিঙ্গলসে দুর্দান্ত খেলে কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলেন লক্ষ্য ও তরুণ। এদিন শেষ আটের লড়াইয়ে দ্বিতীয় বাছাই লক্ষ্য তিন সেটের লড়াইয়ে হারিয়ে দেন চিনের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ জুয়ান চেন জুকে। খেলার ফল ২১-১৪, ১৮-২১, ২১-১৪। টুর্নামেন্টে চমক দিয়ে ২৩ বছরের মান্নেপাল্লি এদিন কোয়ার্টার ফাইনালে হারান চিনের হু ঝি-কে। খেলার ফল ২১-১২, ১৩-২১, ২১-১৮। ছেলেদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিল সাত্ত্বিক ও চিরাগের তারকা ভারতীয় জুটি।

দলীপে খেলবেন শ্রেয়স-সরফরাজ

বাদ পড়লেন রাহানে, পুজারা

মুম্বই, ১ অগাস্ট : ইংল্যান্ড সফরের দলে তাঁর না থাকা নিয়ে নির্বাচকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল। সিরিজে ভারতীয় ব্যাটাররা সন্তোষজনক পারফরম্যান্স করায় শ্রয়সের দলে না থাকা নিয়ে বিতর্ক বাড়েনি। তবে টপ অর্ডারে যশস্বী জয়সওয়াল, করুণ নায়ারদের ধারাবাহিকতার অভাব মিডল শ্রেয়সের প্রয়োজনীয়তা আবারও বুঝিয়ে দিয়েছে। শ্রেয়সও নিজেকে প্রস্তুত রাখতে চাইছেন। তাই মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাকে জানিয়ে রেখেছেন, তিনি দলীপ ট্রফিতে খেলতে চান। শুধু শ্রেয়সই নন, টেস্ট দল থেকে বাদ পড়া সরফরাজ খানও দলীপে খেলে ফিরে আসার লড়াই শুরু করতে চাইছেন। মুম্বইয়ের আরও এক ক্রিকেটার অলরাউন্ডার শিবম দুবেও দলীপে খেলতে চান।

আগামী ২৮ অগাস্ট দলীপ ট্রফি দিয়ে আসন্ন ঘরোয়া মরশুম শুরু হচ্ছে। শনিবার ২ অগাস্ট সম্ভবত দলীপের জন্য পশ্চিমাঞ্চল দল ঘোষণা করবে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। জানা গিয়েছে, অজিঙ্ক রাহানে অথবা শ্রেয়স নেতৃত্বের দৌড়ে রয়েছেন। এমসিএ-র এক কর্তা বলেছেন, শ্রেয়স আমাদের জানিয়েছে যে, তাকে দলীপ ট্রফিতে পাওয়া যাবে। বাকিদের মধ্যে সরফরাজ, শিবম দুবে, তুষার দেশপান্ডেও রয়েছে। এরা সবাই পশ্চিমাঞ্চল দলে থাকবে ধরে নেওয়াই যায়।

অ্যাসেজের টিকিট বিক্রি বাড়ল দ্বিগুণ

মেলবোর্ন, ১ অগাস্ট : ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে উত্তেজক টেস্ট সিরিজের প্রভাব পড়েছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটেও। নভেম্বরে শুরু হচ্ছে অ্যাসেজ। ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্সের দিকে সজাগ দৃষ্টি অস্ট্রেলীয়দের। প্যাট কামিন্স বনাম বেন স্টোকস দ্বৈরথের সাড়ে তিন মাস আগেই টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রি-টিকিট বুকিংয়ে দর্শকদের উৎসাহ দেখে উচ্ছ্বসিত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গ। বুঝিয়ে দিলেন, উত্তেজক সিরিজের প্রভাব পড়েছে অ্যাসেজের টিকিট বিক্রিতে। তিনি জানিয়েছেন, গত বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের দ্বিগুণ টিকিট বুকিং করা হয়েছে অ্যাসেজের জন্য। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের আক্রমণাত্মক সুরকে স্বাগত জানিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, দুর্দান্ত ক্রিকেট হচ্ছে। ইংল্যান্ড অ্যাসেজের জন্য আমাদের এখানে সফর করবে। সিরিজ যেভাবে হচ্ছে তাতে অ্যাসেজ নিয়ে উৎসাহ ক্রমশ বাড়ছে।

মুম্বইয়ে মেসির মঞ্চে ধোনিরাও!

মুম্বই, ১ অগাস্ট : চলতি বছরের ডিসেম্বরে ভারত সফরে আসার কথা লিওনেল মেসির। ১৩-১৫ ডিসেম্বর কলকাতা, দিল্লি ও মুম্বই সফর করবেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে মেসিকে নিয়ে অনুষ্ঠানসূচি আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকার কথা। শুক্রবার মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৪ ডিসেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মেসি। সেখানে ক্রিকেট খেলতেও দেখা যেতে পারে ফুটবলের জাদুকরকে।

মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওয়াংখেড়েতে মেসির সম্মানে একটি সেভেন-এ-সাইড ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করার চেষ্টা চলছে। এছাড়া মঞ্চেও মেসির পাশে থাকবেন বর্তমান ও প্রাক্তন তারকারা। মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শচীন তেন্ডুলকরের মতো ভারতীয় ক্রিকেটের মহাতারকাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে পারেন মেসি। এমসিএ সূত্র জানিয়েছে, সব কিছু চূড়ান্ত হওয়ার পথে। আয়োজকরা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচি জানাবেন সময়মতো। সফরে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মেসিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। পেনাল্টি শট মারার পাশাপাশি ইডেনে একটি ফুটবল ক্লিনিকের উদ্বোধন করতে পারেন মেসি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার হারানোর কিছু ছিল না। চাপ না নিয়েই ট্রফি জিতেছি। বলছেন দিব্যা

মাঠে ময়দানে

2 August, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

ইস্টবেঙ্গলের সূর্য উঠেছে : অরূপ

ভারত গৌরব সম্মান শ্রীজেশের হাতে তুলে দিচ্ছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার। ছবি — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৬তম প্রতিষ্ঠাদিবসে কোচ ক্রুজোর নেতৃত্বে যখন ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দল মঞ্চে উঠল, তখন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে কান পাতা দায়। কলকাতা লিগে ডার্বি জয় আর ডুরান্ড কাপে প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে পাঁচ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর সমর্থকদের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম নতুন মরশুমে মশালবাহিনীর ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন।

ক্রীড়ামন্ত্রী বললেন, ডার্বি দিয়ে শুরু হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সূর্য উঠেছে। সমর্থকদের পাশে থাকতে হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে সব জায়গায় আমি যাই। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে বাকি সবার একটা জায়গাতেই পার্থক্য, এই ক্লাব অতীত মনে রাখে। সবাইকে সম্মান দিতে জানে। প্রতি বছর এই যে ভারত গৌরব সম্মান দেওয়া হয় ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন নক্ষত্রদের, এটা আর কোনও ক্লাব করে না। বাংলার লিয়েন্ডার পেজ, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ ঘোষদের ভারত গৌরব সম্মান দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এবার আপনারা আশা করুন, ক্লাব ফুটবল মাঠে সাফল্য পাবে। খেলোয়াড়রা খেলুক মাঠে, সমর্থকরা থাকুক মাঠের বাইরে। এগিয়ে চলুক ইস্টবেঙ্গল। মেয়র ফিরহাদ হাকিম অনুষ্ঠান শেষে বলে গেলেন, ইস্টবেঙ্গল এবার শক্তিশালী দল গড়েছে। সাফল্য আসবেই। একটা বড় ক্লাব টানা ব্যর্থ হতে পারে না। ক্রীড়ামন্ত্রী ও মেয়রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ ও কন্যাশ্রী কাপ জয়ী ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলকে সংবর্ধনাও দেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাদিবসে আমন্ত্রিত ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের সহসভাপতি কুণাল ঘোষ। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কুণাল বলেন, আমি অবশ্যই মোহনবাগানের সমর্থক। কিন্তু আমি তিন প্রধানেরও সমর্থক। যদি ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে বা মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে না হারায়, তাহলে কীসের ফুটবল। ফুটবল তো বাংলার। মোহনবাগান যদি স্বাধীনতার প্রতীক হয়, তবে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু সংগ্রামের প্রতীক। আমাদের তিন প্রধানের দায়িত্ব বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। মোহনবাগান যদি চ্যাম্পিয়ন না হয়, তাহলে চাইব ইস্টবেঙ্গল বা মহামেডান জিতুক ট্রফি। বাংলাতেই থাকুক ফুটবল।

এবারের ভারত গৌরব সম্মান পেলেন অলিম্পিকে জোড়া ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন গোলকিপার পি আর শ্রীজেশ। তাঁকে জার্সি পরিয়ে হাতে সম্মান তুলে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী ও মেয়র। আপ্লুত শ্রীজেশ বলেন, আমার কাছে বিরাট মুহূর্ত। কারণ, আমি হকি থেকে এসেছি। সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড। সেখানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে এই সম্মান পেয়ে আমি অভিভূত। যোগ করেন, আমি অনেকটা ধোনি ও কোহলির মিশ্রণ। লর্ডসে দাদার জার্সি ঘোরানোর মুহূর্ত মনে আছে। ক্লাবের তরফে প্রাইড অফ বেঙ্গল সম্মান তুলে দেওয়া হল ইস্টবেঙ্গল ও ভারতীয় মহিলা দলের বঙ্গতনয়া সঙ্গীতা বাসফোরকে। জীবনকৃতি সম্মান পেলেন প্রাক্তন অধিনায়ক সত্যজিৎ মিত্র ও মিহির বসু। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বর্ষসেরার সম্মান পেলেন সৌভিক চক্রবর্তী ও সৌম্যা গুগুলথ। সেরা উদীয়মান ফুটবলারের সম্মান পেলেন পি ভি বিষ্ণু। প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার সম্মানে ভূষিত হলেন বাংলার সন্তোষজয়ী কোচ সঞ্জয় সেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে তিনি বলেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারা আমাকে সম্মান দিল। যদি ইস্টবেঙ্গল আমাকে কখনও সুযোগ দেয়, আমি সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেব।

খালিদই হলেন সুনীলদের কোচ

প্রতিবেদন : আইএসএলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড ও জামশেদপুর এফসি-র কোচ হিসেবে খুব ভাল কাজ করেছেন। তার আগে আইজল এফসি-কে আই লিগ জিতিয়েছেন। কিন্তু দুই প্রধানে কোচিং করতে এসে ব্যর্থ হয়েছেন। নানা সংস্কারের জন্য 'তুকতাক' কোচের তকমা উঠেছে তাঁর গায়ে। 'ডোন্ট কেয়ার' মনোভাব নিয়েই আইএসএলের মঞ্চে জবাবটা দিয়েছেন। এহেন খালিদ জামিলের হাতেই উঠল ভারতীয় দলের রিমোট কন্ট্রোল। সুনীল ছেত্রীদের নতুন হেডস্যারের প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা করে লাভ হয়নি। সংবাদমাধ্যমের ফোন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন সবসময়। কোচিং জীবনের স্বপ্নপূরণের দিনেও ফোন ধরেননি।

সুখবিন্দর সিংয়ের পর আবার কোনও ভারতীয় কোচ পূর্ণ সময়ের জন্য জাতীয় দলের দায়িত্ব পেলেন। তবে পরে স্যাভিও মেডেরা ও ১৩ বছর আগে আর্মান্দো কোলাসো জাতীয় দলের অন্তর্বর্তী দায়িত্ব সামলেছিলেন। খালিদকে ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি কোচ হিসেবে চেয়েছিল। কমিটির চেয়ারম্যান আই এম বিজয়ন, প্রেসিডেন্টের দুই পরামর্শদাতা প্রাক্তন কোচ আর্মান্দো কোলাসো ও বিমল ঘোষও খালিদের নাম সুপারিশ করেছিলেন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির কাছে। শুক্রবার সেই স্বদেশি খালিদেই সিলমোহর দিল কমিটি। শর্ট লিস্ট হওয়া বাকি দুই প্রার্থী প্রাক্তনী স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন বা স্টেফান তারকোভিচ অগ্রাধিকার পায়নি।

রিলায়েন্সের সঙ্গে চুক্তিজট না কাটায় আর্থিক সমস্যা রয়েছে ফেডারেশনের। ফলে মোটা অঙ্কের বেতন দিয়ে বিদেশি কোচ রাখা সম্ভব নয়। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই স্বদেশি কোচ নিয়োগ করল এআইএফএফ। সুপ্রিম কোর্টের রায় এলে নতুন করে নির্বাচন হবে ফেডারেশনে। তাই খালিদ কতদিন কোচের পদে থাকেন, সেটাই দেখার। তার আগে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে খালিদকে। ভারতকে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে তোলার কঠিন পরীক্ষা মুম্বইকরের কাঁধে। সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুর চ্যালেঞ্জ। তার আগে ২৯ অগাস্ট থেকে কাফা কাপে প্রথম পরীক্ষা খালিদের।

মোলিনাদের বরণ

সমর্থকদের মাঝে মোলিনা। শুক্রবার।

প্রতিবেদন : ডুরান্ডে দুরন্ত জয়ের পরদিনই নিজেদের মাঠে অনুশীলনে নেমে পড়ল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মধ্যরাতে হেড কোচ জোসে মোলিনা শহরে পা দিয়ে বিকেলে ক্লাব মাঠে দলবল নিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়েন। মোহনবাগানের বিভিন্ন ফ্যান ক্লাব নতুন মরশুমে কোচ, ফুটবলারদের বরণ করে নিতে এলাহি আয়োজন করেছিল। উচ্ছ্বাস, উন্মাদনায় রীতিমতো উৎসবের রং বাগানে। মোলিনার সঙ্গে টম অলড্রেডও দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। অলড্রেডের মতো এদিনই অনুশীলনে যোগ দেন সাহাল আব্দুল সামাদ। পুষ্পবৃষ্টিতে, গান গেয়ে, স্লোগান দিয়ে স্বাগত জানানো হয় মোলিনা ব্রিগেডকে। সমর্থকদের রাজকীয় অভ্যর্থনা পেয়ে আপ্লুত মোহনবাগানের স্প্যানিশ হেড স্যার। শনিবার সকালেই শহরে আসছেন বাগানের আর এক বিদেশি আলবার্তো রোডরিগেজ।

ডায়মন্ড হারবারের আট গোলে ক্লেটনের চার

ক্লেটনের একারই চার গোল। শুক্রবার।

প্রতিবেদন : প্রথমবার ডুরান্ড কাপে খেলতে নেমে ঝড় তুলে দিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। শুক্রবার কিশোরভারতীতে ঝড় তুলে প্রতিপক্ষ বিএসএফ-কে আট গোলের সুনামিতে ভাসিয়ে দেয় কিবু ভিকুনার দল। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর রক্ষণ গুঁড়িয়ে দিয়ে জিতল ডায়মন্ড হারবার। খেলার ফল ৮-১। ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভেইরা একাই চার গোল করে ডায়মন্ড হারবারের বিরাট জয়ের নায়ক। লুকা মাজসেনের জোড়া গোল করেন। বাকি দু'টি গোল জবি জাস্টিন ও পল রামফানজোভা। পরপর দুই ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে ডায়মন্ড হারবার। ৯ অগাস্ট মোহনবাগান-ডায়মন্ড হারবার ম্যাচেই ঠিক হয়ে যাবে, কোন দল গ্রুপ শীর্ষে থেকে নক আউটে খেলবে।

খেলার প্রথম মিনিটেই দ্রুততম গোল ক্লেটনের। ডায়মন্ড হারবারের গোল উৎসবের শুরু তখন থেকেই। সাত মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লুকা। যত সময় গিয়েছে ডায়মন্ড-ঝড়ে উড়ে গিয়েছে বিএসএফ। ৩৫ মিনিটে ক্লেটন নিজের দ্বিতীয় গোল করে ৩-১ করেন। ৩৯ মিনিটে ফের লুকার গোলে ৪-০ করে ফেলে ডায়মন্ড হারবার। বিরতির পর আরও চারটি গোল করে কিবুর দল। গোলদাতা পল, জবি এবং সংযুক্ত সময়ে ক্লেটনের আরও দু'টি গোল। মাঝে একটি গোল শোধ করে বিএসএফ। কিন্তু ডায়মন্ড হারবারের সামনে লজ্জা আটকানো সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে।

বিশাল জয়ের পর কোচ কিবু বললেন, বড় জয় দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। সবে মরশুম শুরু। এখনও অনেক উন্নতি দরকার। সবাই ভাল খেলেছে। আমি খুশি।

পূর্বাঞ্চল দল

প্রতিবেদন : দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চল দলে বাংলার পাঁচজন ক্রিকেটার জায়গা পেলেন। এই পাঁচ ক্রিকেটার হলেন মহম্মদ শামি, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে সুদীপকুমার ঘরামিকে। পূর্বাঞ্চল দলের সহঅধিনায়ক হয়েছেন ঈশ্বরণ।

প্রয়াত ক্রিকেটার গ্রাহাম থর্পের স্মরণে শুক্রবার তাঁর নামের হেডব্যান্ড পরে খেললেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা

সিরিজ-শেষে বুমরা-নিয়ে বৈঠক বোর্ডের

মুম্বই, ১ অগাস্ট : পাঁচের মধ্যে তিনটি টেস্ট খেলে ইংল্যান্ড সফর শেষ করলেন জসপ্রীত বুমরা। দু-মাস আগে ইংল্যান্ড যাত্রার আগে ঠিক হয়ে গিয়েছিল তিনি তিনটির বেশি টেস্ট খেলবেন না। বিসিসিআই এই সিরিজ শেষ হলেই বুমরাকে নিয়ে পরবর্তী আলোচনায় বসবে। যেহেতু তিনি কোন ম্যাচে খেলবেন আর কোন ম্যাচে খেলবেন না এটা ঠিক করা এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে। এমন হতে পারে যে বুমরা পুরো সিরিজ খেলবেন জানালে তবে তাঁর নাম বিবেচিত হবে। মেডিক্যাল টিমকেও বলা হবে প্রতিটি দল নির্বাচনের আগে বুমরাকে নিয়ে আপডেট দিতে। একটি সূত্রের মতে, তিনি খেলতে পারবেন কিনা সেটা নির্ভর করে ফিটনেস রিপোর্টের উপর। আর এই রিপোর্ট দেয় মেডিক্যাল টিম। ভারত অবশ্য আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আর পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে না। সামনে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট সিরিজ।

বুমরা যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন, তখন টেস্ট প্রতি তাঁর ওয়ার্কলোড ছিল ৪৫-৫০ ওভার। কিন্তু মেলবোর্নে ৫২ ওভার বল করার পর বুমরা সিডনিতে প্রয়োজনের সময় বল করতে পারেননি। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে বুমরা ৩৩ ওভার বল করেছিলেন। তখন শুভমন বলেছিলেন ওভালে টেস্টের আগে তাঁকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু ওভালে সবুজ উইকেট হলেও তিনি খেলেনি। তবে এটাও ঘটনা যে চতুর্থ টেস্টে বুমরাকে খেলতে হয়েছিল আকাশ দীপ ও অর্শদীপ একসঙ্গে চোট পাওয়ায়। না হলে শেষ টেস্টে বুমরা হয়তো খেলতেন।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে জয়ের সুযোগ দু'দলেরই

ভারত ২২৪ ও ৭৫/২, ইংল্যান্ড ২৪৭

লন্ডন, ১ অগাস্ট : ওভাল নিয়ে এতদিনের মিথ ভাঙতে বসেছে। রানের মাঠে রুদ্ধশ্বাস লড়াই চলছে এখন। দ্বিতীয় দিনের শেষে ম্যাচ ৫০-৫০। নাকি দুই উইকেটে চলে যাওয়ায় সামান্য ঝুঁকে ইংল্যান্ডের দিকে? রাহুল থাকলে উল্টো বলতে হত। কেন যে তিনি ব্যাটের মুখ ওপেন করে থার্ডম্যানে খেলতে গেলেন!

২৩ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল ভারত। দিনের শেষে ৭৫/২। যার অর্থ শুভমনরা এগিয়ে ৫২ রানে। বাকি আরও তিনদিন। অর্থাৎ বৃষ্টি বাধা না দিলে খেলার ফল হচ্ছেই। কিন্তু ভারতের জন্য চাপ বেশি। জিতলে সিরিজ সমান হবে। আর ড্র হলেও তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফি যাবে বেন স্টোকসের হাতে। যশস্বী ৫১ ও আকাশ দীপ ৪ রানে ব্যাট করছেন। রাহুল ৭ ও সুদর্শন ১১ করে আউট হয়েছেন। আপাতত লিড ৫২ রানের। শনিবার এই লিড যত এগোবে ততই ম্যাচে স্বস্তিতে বাড়বে শুভমনদের।

সকালে আধ ঘণ্টার মধ্যে ভারতের চার উইকেট চলে গেল। তারপর ইংল্যান্ড যেভাবে শুরু করে তাতে মনে হয়নি এই উইকেটে বোলারদের জন্য কিছু একটা আছে। ভারতের ইনিংস ২২৪ রানে শেষ হয়ে যায় করুণ সকালে তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেলেন বলে। তিনি ৫৭-তে ফিরে যাওয়ার পর আরেক নট আউট ব্যাটার ওয়াশিংটনকেও ২৬ রানে থামিয়ে দেন অ্যাটকিনসন। দুই সেট ব্যাটার পরপর আউট হয়ে যাওয়ার পর ভারতীয় ইনিংস আর বেশি এগোতে পারেনি। শেষদিকে সিরাজ ও প্রসিধ খাতা খুলতে পারেননি। আকাশ দীপ নট আউট ০ রানে।

বেন স্টোকস চোট নিয়ে টেস্টের বাইরে চলে যাওয়ার পর ইংল্যান্ড বোলিংয়ে বেশি ভরসা ছিল অভিজ্ঞ ক্রিস ওকসের উপর। তিনি যখন প্রথমদিন কাঁধে চোট নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, চাপ তৈরি হয়েছিল অস্থায়ী অধিনায়ক অলি পোপের উপর। কিন্তু ৩৩ রানে ৫ উইকেট নিয়ে সেই চাপ কমিয়ে দেন গাস অ্যাটকিনসন। উইকেট থেকে মুভমেন্টের সঙ্গে বাউন্স আদায় করতে পেরেছেন দীর্ঘকায় ফাস্ট বোলার। তাতেই ভারতের শেষ চার উইকেট চলে গেল ৬ রানের মধ্যে। আর সেটার জন্য খরচ হয়েছে মোট ১৮ বল। তিন

উইকেট নেন টাঙ্গ।

জ্যাক ক্রলিকে (৬৪) ইংল্যান্ড কেন এতদিন ধরে বয়ে বেড়াচ্ছে সেটা এখন বোঝা গেল। বেচারার ব্যাটে রান ছিল না। ফলে আথারটন, বয়কটরা রোজ তাঁকে একহাত নিয়েছেন। বক্তব্য ছিল এই যে প্রায় ষাটটা টেস্ট খেলা হয়ে গেল কিন্তু দেখে কে বুঝবে। ওকে এখনই বাদ দাও। কিন্তু ক্রলি ম্যাঞ্চেস্টার থেকে নিজেকে ফিরে পেয়েছেন। এদিন বেন ডাকেটের (৪৩) মতো ডাকাবুকো ওপেনার আকাশ দীপকে উইকেট দিয়ে যাওয়ার আগে শুধু ক্রলিকেই স্ট্রাইক দিয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্য তাঁর, প্রসিধের শর্ট বল জাদেজার মাথা টপকাতে পারেননি। অনেকটা আগের দিনের যশস্বীর স্টাইলে ক্যাচ দিয়ে গেলেন জাদেজাকে। ইংল্যান্ড তখন ১২৯/২।

বুমরা না থাকলে সিরাজকে দায়িত্ব নিতেই হবে। এদিন যেমন লাঞ্চের পর তিনি পরপর ফিরিয়ে দেন পোপ (২২) ও রুটকে (২৯)। তারপর চায়ের আধ ঘণ্টা আগে জেকব বেথেলকেও (৬)। একসময় দুই উইকেটে ১৪২ রান ছিল ইংল্যান্ডের। বেথেল আউট হওয়ার পর স্কোর হল ১৯৫/৫। ইংল্যান্ড বড় লিডের জন্য তাকিয়ে ছিল রুটের দিকে। প্রসিধ তাঁকে শর্ট বলে চাপে রেখেছিলেন। আর ক্রিকেটের একটা গোড়ার তত্ত্ব হল একদিক থেকে চাপ দিলে আরেকদিকে উইকেট পড়ে। প্রসিধ তাও কিছু হাফভলি দিয়েছেন। সিরাজ ওই রাস্তায় হাঁটেননি। নাগাড়ে বল রেখেছেন থ্রি কোয়ার্টার লেংথে।

এদিন সকালটা যদি ইংল্যান্ড ব্যাটারদের হয় তাহলে লাঞ্চ আর চায়ের মধ্যের দু'ঘণ্টা সিরাজ ও প্রসিধের। এই একটা সেশনে দু'জনে মিলে ৬টি উইকেট নিয়ে গেলেন। সিরাজ অফ দ্য পিচ দ্রুত বল ভিতরে এনে রুট-সহ ইংল্যান্ড ব্যাটারদের মুশকিলে ফেলেছেন। আর প্রসিধ উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে বল কোমরের উপরে তুলেছেন। তাতে বুদ্ধি করে আউট সুইং মিশিয়েছেন। সিরাজের বল ভিতরে এসেছে বলে এলবি বেশি হয়েছে। আর প্রসিধের বল ব্যাট ছুঁয়ে স্লিপে গিয়েছে বারবার। এই দু'জনের বলে ইংল্যান্ড এত চাপে পড়ে যায় যে চায়ে তাদের রান ছিল ২১৫/৭। তখনও পিছিয়ে। কিন্তু একসময় মনে হচ্ছিল ইংল্যান্ড বড় লিড নেবে।

ইংল্যান্ডে যে ক'টা টেস্ট ভেনু আছে তার মধ্যে বেশি রান হয় ওভালে। কিন্তু এবার সবুজ উইকেট আর মেঘলা আকাশ উল্টো কথা বলছে। বৃষ্টি আগের দিন কয়েক দফায় খেলা থামিয়েছে। এদিন বৃষ্টি এল চায়ের কিছু পরে। ইংল্যান্ড তখন ২৪২/৮। হ্যারি ব্রুক (৫৩) একটা দিক আগলে ছিলেন। আরেক দিক দিয়ে স্মিথ (৮), ওভার্টন (০) ও অ্যাটকিনসনরা (১১) ফিরে যান প্রসিধ ও সিরাজের বলে। দু'জনেই শেষপর্যন্ত ৪টি করে উইকেট নিয়েছেন। ব্রুক আউট হয়ে যাওয়ার পর ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ২৪৭ রানে। চোটের জন্য ব্যাট করেননি ওকস।

অভিমন্যু হতাশ, জানালেন বাবা রঙ্গনাথন

আমি আর দিন গুনি না

নয়াদিল্লি, ১ অগাস্ট : তাঁর ছেলে একাধারে হতাশ ও বিষণ্ণ। রঙ্গনাথন ঈশ্বরণ এটা জানিয়ে বলেছেন, তিনি নিজে এতে অবাক নন। কারণ, কারও সঙ্গে এমন হলে এরকমই হওয়ার কথা।

পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট রাঙ্গনাথন অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাবা। ছেলেকে ক্রিকেটার বানাতে যিনি প্রাণপাত করেছেন। এখন সেই অভিমন্যুকে টেস্ট দলে জায়গা পেতে ২০২১ সাল থেকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আর এই সময়ের মধ্যে ১৫ জনের টেস্ট অভিষেক হয়েছে। এরমধ্যে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু অভিমন্যুর টেস্ট খেলা হয়নি। যশস্বী আর রাহুল ওপেন করায় তাঁর জন্য শুরুর জায়গা বন্ধ। তিনে সাই সুদর্শন এসে গিয়েছেন। দরকার পড়লে করুণ নায়ার কাজ চালিয়ে দিচ্ছেন। ফলে বাংলার ওপেনারের রাস্তা কার্যত অবরুদ্ধ।

২৯ বছরের অভিমন্যু ওভালেও জায়গা না পাওয়ায় বাবা রঙ্গনাথন মিডিয়ার কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি বলেন, অভিমন্যু কতদিন ধরে টেস্ট অভিষেকের জন্য অপেক্ষা করছে এই হিসাব আমি এখন আর রাখি না। তাও তিন বছর তো হবেই। একজন প্লেয়ারের কাজ কী? মাঠে নামা, রান করা। ও কিন্তু সেটা করেছে। প্রসঙ্গত, ১০৩টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে বাংলার রঞ্জি অধিনায়ক করেছেন ৭৮৪১ রান। সেঞ্চুরি ২৭টি।

অভিমন্যুর বাবা বলেছেন, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আগে অভিমন্যু যখন রান করছিল, তখন করুণ নায়ার দলেই ছিল না। অভিমন্যু গত মরশুমেও ৮৬৪ রান করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আইপিএলের কথা টেনে এনেছেন। বলেন, কিছু প্লেয়ার আইপিএল খেলে সোজা লাফ দিয়ে টেস্ট দলে ঢুকে পড়ছে। কিন্তু লম্বা ফরম্যাটের সঙ্গে আইপিএলের তুলনা হয় না। রঞ্জি, দলীপ আর ইরানি ট্রফিই এক্ষেত্রে বিবেচনায় থাকা উচিত। ইঙ্গিতটা যে সাই সুদর্শনের দিকে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

চোটে সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন ওকস

চোট পাওয়ার সেই মুহূর্ত।

মুম্বই, ১ অগাস্ট : সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন ক্রিস ওকস। ওভাল টেস্টে তাঁকে আর দেখা যাবে না। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে ওকসের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। তিনি বাঁ-কাঁধে চোট পেয়েছেন।

ইসিবি আরও জানিয়েছে ওকসের চোট নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে টেস্টের পর। তবে আপাতত তিনি আর মাঠে নামবেন না। ওভালে টেস্টের প্রথম দিন এই ঘটনা ঘটেছে। ওকস লং অফে ফিল্ডিং করার সময় করুণ নায়ারের শট আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। তখনই কাঁধে গুরুতর চোট পান। অতঃপর তাঁকে দ্রুত মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়।

গাস অ্যাটকিনসন সাংবাদিকদের বলেছেন, সিরিজের শেষ ম্যাচে এরকম চোট পাওয়া ভাল ব্যাপার নয়। তাঁর দেখে মনে হয়েছে চোট বেশ সিরিয়াস। চোট পাওয়ার আগে পর্যন্ত ওকস ১৪ ওভার বল করে ৪৬ রান দিয়ে কে এল রাহুলের উইকেট নিয়েছিলেন। অ্যাসেজের আগে তাঁর চোট ইংল্যান্ডকে চাপে ফেলে দিয়েছে। অধিনায়ক বেন স্টোকসও কাঁধের চোটের জন্য ওভালে খেলছেন না। এর সঙ্গে যুক্ত হল ওকসের চোট। তবে স্বস্তি এটাই যে অস্ট্রেলিয়া সফরের এখনও অনেক বাকি। তাঁর মধ্যে এই ক্রিকেটাররা ফিট হয়ে যাবেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

2 August, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
২ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

একজন জীবনের সেকেন্ড ইনিংসে হেঁকেছেন ছক্কা, অপরজন প্রথম ইনিংসেই করেছেন বাজিমাত। দু'জনেই করেছেন অসাধ্যসাধন, গড়েছেন নজির। এঁরা হলেন বেঙ্গালুরুর ৬৫ বছরের ট্রেকার পুষ্পা প্রকাশ এবং বায়ো ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির সম্রাজ্ঞী কিরণ মজুমদার শ। দুই নারীই আমাদের অনুপ্রেরণা। লিখছেন **দেবস্মিতা মণ্ডল**

আমি নারী আমি সব পারি

আমাদের আশপাশে এমন অনেক মেয়ে রয়েছেন, যাঁরা করেছেন অসাধ্যসাধন, গড়েছেন নজির, কুড়িয়েছেন প্রশংসা। যাঁরা দেখিয়েছেন মেয়েরা শুধু সংসারে নয়, মহাকাশেও বিচরণ করতে পারেন, আবার বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে পারেন তরতরিয়ে। এমন নারী যাঁর জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরুই হয়েছে ৬৫ বছর বয়সে। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। বয়স তাঁর কাছে আঙুলের করে গোনা সংখ্যা মাত্র, জীবন তাঁর কাছে বাধাহীন।

পুষ্পার দ্বিতীয় ইনিংস

'পুষ্পা নাম শুনকে ফ্লাওয়ার সামঝে কেয়া? ফায়ার নেহি, ওয়াইল্ড ফায়ার হ্যাঁ।'— সংলাপটি সাম্প্রতিক সময়ের একটি অত্যন্ত ব্লকবাস্টার ছবি 'পুষ্পা'র। কিন্তু বাস্তবে কি আর এরকম ওয়াইল্ড ফায়াররা আছেন? হ্যাঁ, ভারতের কর্নাটকেই আছেন এমন এক ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার। তিনিই পুষ্পা প্রকাশ। বেঙ্গালুরুর পুষ্পা জীবনের সেকেন্ড ইনিংস শুরুই করেছিলেন ৬৫ বছর বয়সে। এখন তাঁর বয়স ৬৮। এই তিন বছরে তিনি হিমালয়-সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মোট ৪৯টি ট্রেক করে ফেলেছেন। আর একটা ট্রেক করলেই হয়ে যাবে পঞ্চাশটা। সেই ছোট্টবেলা থেকে হার না মানার লড়াইয়ে শামিল পুষ্পা। যখন তাঁর বয়স ৫০-এর দোড়গোড়ায় তখন নতুন কিছু করে দেখানোর তীব্র ইচ্ছে তৈরি হয় মনে। জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চেয়েছিলেন পুষ্পা এবং চেয়েছিলেন প্রতিটা সুযোগকে কাজে লাগাতে। বয়সের দোহাই দিয়ে থেমে যেতে চাননি।

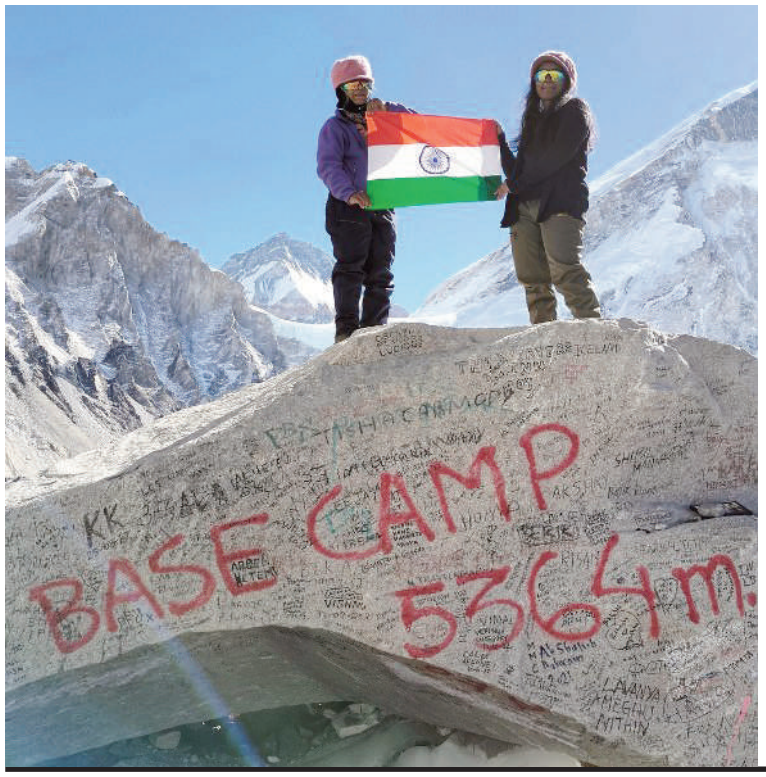

দুর্গম গিরির যাত্রা

যে বয়সে এসে মানুষ বিশ্রাম চায় নিরাপদ আশ্রয়ে, সেই বয়সে জীবনটাকে আলাদাভাবে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ঝড় তুলেছিল পুষ্পার মনে। শুরুটা হয়েছিল রোজকার মর্নিং ওয়াক দিয়ে। আর সেই মর্নিং ওয়াক থেকে শুরু হল ছোট ছোট ট্রেক। এই ট্রেক তিনি করতেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে। যখন মেয়ে দেখল মা ছোট ছোট ট্রেকগুলো অনায়াসে করে ফেলছে তখন মাকে হাই অলটিটিউডের ট্রেকগুলোও চেষ্টা করতে উৎসাহ দেয়। এরপর প্রথমে বেঙ্গালুরুর কাছাকাছি ধীমানকিন্ডি, কনকপুরা এবং ভানান্তিমারির মতো জায়গায় ট্রেকিং শুরু করে ১৮ হাজার ফুট উঁচু এভারেস্ট বেস ক্যাম্পেও ট্রেক করে ফেলেন। কিন্তু এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। নিউজিল্যান্ডে করেছেন স্কাইডাইভ, স্কুবাডাইভ করেছেন গ্রেট ব্যারিয়ার রিফে। হাইয়েস্ট বাঞ্জি জাম্পিং করেছেন সাউথ আফ্রিকায়, হাইয়েস্ট টাওয়ার জাম্প করেছেন ম্যাকাও থেকে। জিম্বাবোয়ে এবং জাম্বিয়াতে গিরিখাতের ওপর দিয়ে দোল খেয়েছেন, হিমালয়ের হিমবাহতেও হেঁটেছেন।

স্বাস্থ্যকর জীবনচর্চা

বিশ্বজয়ের কান্ডারি পুষ্পার নির্ভেজাল জীবনযাপনই তাঁর সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। তিনি জিমে যান না, মানেন না কোনও ডায়েট। কিন্তু বহু বছর ধরে সহজ ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুসরণ করে থাকতে পেরেছেন ফিট অ্যান্ড ফাইন। পুষ্পা ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন। যোগাসন, ধ্যান, প্রাণায়াম করেন শরীরকে ভাল রাখার জন্য। কোনওরকম বাইরের খাবার থাকে না তাঁর খাদ্যতালিকায়, থাকে শুধু বাড়ির তৈরি করা খাবার। খাবার বলতে শাকসবজি, ফল, বিভিন্ন দানাশস্য, রসুনের কোয়া— যেগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেল পাওয়া যায় যা হার্ট ও মস্তিষ্কের কাজ ভাল রাখে, ক্যানসার প্রতিরোধ করে অনেকাংশে। পুষ্পার প্রত্যেকদিনের খাদ্য তালিকায় যেটা সবসময় থাকেই, সেটা হল ভাত। তিনি ২৪ ঘণ্টায় মোট তিনবার খাবার খান। রাতে সঠিক সময় শুয়ে পড়েন। পুষ্পা বলেন, ''আমার মানসিক সুস্থতা এবং আমি যেভাবে শৃঙ্খলপূর্ণ জীবনযাপন করি— এই দুটি প্রধান কারণেই এই বয়সে আমি ট্রেকিং ও অ্যাডভেঞ্চার করতে পারি।''

সন্তানের অনুপ্রেরণায়

পুষ্পা তাঁর রোমাঞ্চকর ট্রেকিং জীবনের বেশিরভাগ কৃতিত্ব দিয়েছেন তাঁর মেয়ে, সুমা নাড়াশা প্রকাশকে। পেশায় তিনি একজন সফটওয়্যার ডেভলপার। মায়ের প্রত্যেকদিনের মর্নিং ওয়াকের সঙ্গী তিনি। এক-একটা ট্রেক তাঁদের দু'জনের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে। এই প্রসঙ্গে সুমা বলেছেন, ''যখন আমি মাকে ট্রেক করতে দেখি, কখনও দেখি না সে বিশ্রাম নিচ্ছে বা বলছে সে ক্লান্ত। সে শুধু এগিয়ে যায়। কখনও হারে না। মা সত্যিই একজন প্রতিভাবান মানুষ।'' জীবনে চলার পথে মেয়ে ক্রমাগত এইভাবেই তাঁর মা-কে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন, লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহস জুগিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। সুমা প্রকাশ একজন গর্বিত মেয়ে।

হারিয়েছেন অবসাদকেও

প্রতিটি নারীই জীবনের বিভিন্ন সময় অবসাদে ভোগেন। হরমোনজনিত পরিবর্তন, রজচক্রের শুরু, বিশেষ করে রজচক্রের শেষে প্রি এবং পোস্ট মেনোপজের সময় মেয়েরা ডিপ্রেশনের শিকার হন। (এরপর ১৮ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
2 August, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

আমি নারী আমি সব পারি

(১৭ পাতার পর)

এই সময় থেকে তাঁরা নিজেদের গুটিয়ে নিতে থাকেন কিন্তু পুষ্পা তা চাননি। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বয়েস একটা সংখ্যা মাত্র, হারিয়েছেন অবসাদকেও। ২০২৪ সালে বিশ্ব লাইন লাইট অ্যাওয়ার্ড ফর ওম্যান পুষ্পাকে 'ট্রেকার অফ দ্য ইয়ার' (Trekker of the year) সম্মানে ভূষিত করে। পুষ্পার মতোই আমাদের সবার ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে সম্ভাবনা যা দেখাতে পারে নতুন পথের দিশা।

কিরণ মজুমদার শ

আমরা এখন অন্তেপ্রনেয়র শব্দটার সঙ্গে বেশ পরিচিত। ইন্ডিয়াতে সার্ক ট্যাংক সম্প্রচারের মাধ্যমে হোক বা ইন্টারনেটের দৌলতে স্টার্ট আপ কালচার এখন বেশ ট্রেন্ডিংয়ে। সবাই চায় তাদের স্টার্ট আপ খুলতে। কিন্তু স্টার্ট আপ ব্যাপারটা কি এতটাই সহজ? খুব সহজেই কি স্টার্ট করা যায় স্টার্ট আপ? তবে আজ আমরা যার সম্বন্ধে কথা বলছি, তিনি কিন্তু সবার মতো গতে বাঁধা পড়াশোনা করেননি। কলেজে জু-লজি নিয়ে পড়লেও মাস্টার ডিগ্রি করলেন ব্রিউইং নিয়ে অর্থাৎ বিয়ার বানানোর বিদ্যা। ১৯৭৮-এ আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১০ হাজার টাকার লগ্নি আর একজন গ্যারাজ মেকানিককে দিয়ে বেঙ্গালুরুতে তাঁর ভাড়া বাড়ির গ্যারাজে শুরু করেছিলেন বায়োকেমিক্যালস বা জৈব রসায়নের ব্যবসা বায়োকন। তখন কোম্পানিতে তাঁর মালিকানা ছিল সত্তর শতাংশ। তিনি হলেন জৈব ওষুধ বা বায়ো ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির সম্রাজ্ঞীর কিরণ মজুমদার শ।

প্রথম সাফল্য

অস্ট্রেলিয়া সরকারের দেওয়া মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পুরস্কার 'অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়া' পেয়েছিলেন কিরণ। ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যিক ও শিক্ষাগত সম্পর্ক অটুট রাখতে কিরণের যে অবদান সেই কথা মাথায় রেখেই এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিরণ কি কখনও ভেবেছিলেন যে দেশে তিনি পড়তে যাচ্ছেন সেই দেশ থেকেই পাবেন এমন একটি পদক?

কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি মেডিক্যালে পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হয় তাঁর। মেডিক্যালে পড়া হল না। ভর্তি হলেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যালারেট কলেজে। লক্ষ্য তখন বাবার মতো ব্রিউ মাস্টার হওয়ার। ১৯৭৫ সালে তিনি পেলেন মাস্টার ডিগ্রি। কলেজে সেই সময় ব্রিউয়িং বিভাগে তিনিই ছিলেন একমাত্র মহিলা ছাত্রী। প্রথমদিকে বিভিন্ন কোম্পানি যেমন কার্লটন অ্যান্ড বিউয়ারিশ, ব্যারেট ব্রাদার্স-এ ট্রেনি ব্রিউয়ার হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু কে জানত তিনিই ভবিষ্যতে হবেন বায়োকনের প্রতিষ্ঠাতা। জীবনে শুরুর পথে তিনি খুব একটা ভারতে কাজ করার সুযোগ পাননি। তাঁকে শুনতে হয়েছিল 'It's a man's work.'

বায়োকনের খুঁটিনাটি

কিরণের বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার সুফল বায়োকন। বর্তমানে ইন্ডিয়ার সর্ববৃহৎ বায়ো ফামাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি। কিন্তু বায়োকন প্রথমে ছিল উৎসেচক উৎপাদন কেন্দ্র। পরে এটি সম্পূর্ণভাবে জৈব ওষুধ তৈরি শিল্পে রূপান্তরিত হয়। তিনি আরও দুটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন : সাইনজিন (১৯৯৪), যা চুক্তিভিত্তিক প্রাথমিক গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা সেবা প্রদান করে এবং ক্লিনিজিন (২০০০), যা ক্লিনিক্যাল গবেষণা পরীক্ষা এবং জেনেরিক ওষুধের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়। পরবর্তীতে ক্লিনিজিন, সাইনজিন এক হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তিনি ভারতে একটি নতুন প্ল্যান্ট নির্মাণ করলেন যেখানে আধা স্বয়ংক্রিয় ট্রে কালচার প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে জাপানি প্রযুক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত মালিকানাধীন সলিড substate ফার্মেন্টেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হল। এখানে ওষুধ নিয়ে গবেষণার আরও উন্নতি হল। এর পরবর্তীকালে কিরণ মজুমদার তাঁর কোম্পানিকে শেয়ার বাজারে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

সূচনা আয়ারল্যান্ডে

বর্তমানে কিরণ মজুমদার শ বিশ্বব্যাপী জৈব ওষুধ শিল্পের ২৫ জন প্রভাবশালীর একজন, পৃথিবীর ১০০ জন ক্ষমতাশালী নারীদের অন্যতম, এশিয়া প্যাসিফিকের ২৫ জন ক্ষমতাশালীদের মধ্যে তিনি একজন, ধনকুবের আরও অনেক শিরোপাই আছে তাঁর ঝুলিতে। কিন্তু আজ থেকে ৪৭ বছর আগে যখন তিনি পথচলা শুরু করেছিলেন তখন পরিস্থিতি ছিল আলাদা। কিরণ যখন ভারতে বায়োকনকে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিলেন তখন অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আসলে কিরণ মজুমদার ভারতে বায়োকনের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু বায়োকনের মূল ছিল আয়ারল্যান্ডে। লেসলি অচিনকলস ছিলেন বায়োকন বায়োকেমিক্যাল লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সেই সময় এমন একজনকে খুঁজছিলেন যিনি ভারতে তাঁর কোম্পানির অধীনস্থ শাখা খুলতে সাহায্য করবেন। তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কিরণের। তিনি রাজি হন লেসলির

প্রস্তাবে কিন্তু কিছু শর্তে। প্রথমদিকে বায়োকন শুধুমাত্র উৎসেচক বানাত যা মদ, খাবার প্যাকেজিং এবং বয়ন শিল্পের কাজে লাগত। বিশেষত পাপাইন নামক উৎসেচক বানানো হত। পরে পাপাইন এবং আইসিংগ্লাস নামক দুই ধরনের উৎসেচক বানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠাতে থাকে বায়োকন। বছর ঘুরতেই

কিরণ কুড়ি একরের একটি জায়গা কেনেন ব্যবসা বাড়ানোর জন্য।

যাঁরা পথ দেখালেন

কিরণের বাবা রাসেন্দ্র মজুমদার জীবনের প্রথম ধাপগুলিতে তাঁর হাত শক্ত করে ধরেছিলেন। পরবর্তীতে কিরণের জীবনে পথপ্রদর্শক ছিলেন তাঁর স্বামী জন শ। ১৯৯০-এর দশকে বেঙ্গালুরুতে একটি অনুষ্ঠানে কিরণ এবং জনের দেখা হয়। বন্ধুত্ব হয়। ১৯৯৮-এ তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিরণ মজুমদার নতুনভাবে পরিচিত হন কিরণ মজুমদার শ হিসেবে। একটি জায়গায় কিরণ তাঁর স্বামীকে বলেছেন 'husband', 'mentor' এবং 'soulmate'। একটি পডকাস্টে কিরণকে প্রশ্ন করা হয় তাঁর জীবনের সেরা ইনভেস্টমেন্ট কী ছিল? তিনি বলেছিলেন, জন শ।

মানবসেবায়

সৌভাগ্যবশত ঈশ্বর কিরণকে মন এবং অর্থবল দুটোই দিয়েছেন। তাই ফিল্যানথ্রোপি শব্দটায় একদম বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। বিশ্বাস করতেন, দয়া নয় প্রয়োজন টেকসই পরিবর্তনের। তাই ভারত-সহ কর্নাটকের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য তৈরি করেছিলেন 'দ্য বায়োকন ফাউন্ডেশন'। আরোগ্য রক্ষা যোজনার মাধ্যমে ২০১০ সালের মধ্যে মোট সাতটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করলেন যেখানে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ওষুধ পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। শুধু হাসপাতাল করেই থামলেন না, স্কুল থেকে শুরু করে গ্রামীণ রাস্তা এমনকী কর্নাটকে বন্যার পর ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে তিন হাজার বাড়িও করলেন। প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু, তাঁর স্বামী এবং মায়ের ক্যানসারের মতো রোগে দীর্ঘদিন কষ্ট পাওয়া তাঁকে কোথাও নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই ২০০৯ সালে তিনি ১৪০০ বেডের একটি ক্যানসার কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১১ সালে তাতে যোগ করেন বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার।

ল্যাব থেকে লাইফলাইনে

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অনেকেই ওষুধ কিনতে পারে না অর্থের জন্য। বায়োকনের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলা চলে কিরণের সাশ্রয়ী উদ্ভাবনের দর্শন। তিনি সবসময় চেষ্টা করেছেন ওষুধ বানানোর খরচ কমিয়ে কম দামে ওষুধ বিক্রির জন্য। যাতে অধিকতর মানুষের কাছে চিকিৎসা এবং ওষুধ পৌঁছায়। বায়োকন প্রথমের দিকে মানে ২০০০ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে স্টাটিন্স নিয়ে কাজ করা শুরু করে। স্টাটিন্স হল এক রকমের ওষুধ যা শরীরে কোলেস্টেরল কম করে হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে। কিরণ ভারতের বাজারে স্টাটিনের বাজারমূল্য দেখে এবং মানুষের প্রয়োজনের কথা ভেবে স্টাটিনের বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। যা ভবিষ্যতে অত্যন্ত সাফল্য পায় এবং বায়োকন কোম্পানির ৫০ শতাংশ আয় স্ট্যাটিন থেকে আসা শুরু করে। কোম্পানি আয় সত্তর কোটি থেকে ৫০০ কোটিতে পৌঁছায় ২০০৪ সালে। বায়োকন ক্যানসার, ডায়াবেটিস এবং বিভিন্ন অটো ইমিউন রোগ নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে বহুদিন। এই কোম্পানি এশিয়ার সর্ববৃহৎ ইনসুলিন উৎপাদক কেন্দ্র। ২০১৪ সাল থেকে বায়োকন তাদের আয়ের ১০ শতাংশ নিয়োগ করেছে গবেষণার জন্য।

স্বীকৃতি ও সম্মান

কর্নাটকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য ২০০২ সালে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল কর্নাটকা রাজয়োথসভ অ্যাওয়ার্ড। জৈব প্রযুক্তি বিভাগে তাঁর অসামান্য কাজের জন্য তিনি পেয়েছেন 'পদ্মশ্রী' ও 'পদ্মভূষণ'। 'বিজনেস ওম্যান অফ দ্য ইয়ার' ২০২৪ এবং 'গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ওমেন অফ দ্য ইয়ার'। এছাড়া কিরণ মজুমদার শ একটা অপ্রতিরোধ্য জেদের নাম। যিনি কোনওদিনও হারতে শেখেননি। তিনি প্রমাণ করেছেন, নারীরা শুধু সাহস দেখাতে জানেন না, তাঁরা বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও সমাজের গতিপথও বদলে দিতে জানেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

হারিয়ে যাওয়া দুই শিল্পের পুনরুজ্জীবনে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দুই নারী— কিষাণগড়ের রাজকুমারী বৈষ্ণবী কুমারী এবং শিল্পী যশোধরা রাজে বুন্দেলা। ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা সংরক্ষণে এক নতুন শিল্পযুগের সূচনা করেছেন দুই নারী। লিখছেন **শীলা রাজবংশী**

তাঁরা অদ্বিতীয়া

রাজকুমারী বৈষ্ণবী

আমাদের জীবন থেকে কত কিছুই না হারিয়ে যায়। যা অনেক সময় ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেটুকু পড়ে থাকে তাকে নিয়েই চলে আঁকড়ে বাঁচার প্রচেষ্টা। তেমনই এক নিরন্তর প্রচেষ্টায় রত কিষাণগড়ের রাজকুমারী বৈষ্ণবী। অসম্ভবকে চাইলে যে ধরে রাখা যায় তারই প্রমাণ দিলেন বৈষ্ণবী। জয়পুর থেকে কিষাণগড়ের দূরত্ব মাত্র ১০০ কিমির। যোধপুরের রাজা উদয় সিংহের অষ্টম পুত্র এবং কিষাণগড়ের রাজকুমারী বৈষ্ণবী কুমারীর পূর্বপুরুষ রাজা কিষাণ সিংহ ১৬০০ সালের গোড়ার দিকে রাজস্থানে এই শহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছোট এই শহরটির দু'পাশে শৈল্পিক ভবনগুলোর কত গল্প বলে যায়। কিন্তু আজ আমি সেই শহরের গল্প নয়, শহরের রাজকুমারীর শৈল্পিক প্রয়াসের কথা বলব।

অসম্ভবের টানে

রাজরক্ত নিয়ে জন্ম তাঁর। চিন্তাভাবনাতেও সেটাই প্রকাশিত হত। একটা সময় পূর্বপুরুষদের শৈল্পিক সত্তার নবজাগরণ ঘটে তাঁর মধ্যে। তাঁর কাছে শিল্প হল ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের উপায়।

বৈষ্ণবী জানান, এই দেশে অনেক শিল্প ও কারুশিল্প রয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু আজ আর নেই, সেই হারিয়ে যাওয়া শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন। যদিও প্রাচীন রাজপরিবার, বড় শিল্পপতি এবং সরকারের এই শিল্প ও কারিগরদের সংরক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে তবু আমি মনে করি চাইলে নিজেরাও দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রক্ষায় অবদান রাখতে পারি।

তিনি পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলির। রাজস্থানের বিশ্বখ্যাত ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রকর্ম সংরক্ষণের জন্য বেশ কয়েকজন স্থানীয় শিল্পীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এমনকী ২০১০ সালে ৩৫০ বছরের পুরনো কিষাণগড় স্কুল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্টুডিও কিষাণগড় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নকশা এবং শিল্প ইতিহাসের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে বৈষ্ণবী কিষাণগড় শিল্পকে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

শেষ বলে কিছু নেই

১৭ শতকের শেষের দিকে কিষাণগড়ে রাজদরবারের চিত্রকলার শুরু এবং ১৮ শতকের প্রথম দিকে তা বিকশিত হয়। ১৬৫৮ সালে আওরঙ্গজেব যখন সিংহাসনে বসেন তখনই ঘটে বিপত্তি। আওরঙ্গজেব মুঘল দরবারের সব শিল্পকর্ম নষ্ট করে দেন। তাই অনেক শিল্পী প্রাদেশিক দরবারে যোগ দেন। এভাবেই বছরের পর বছর ধরে বাদশাহী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কিষাণগড়ের ক্ষুদ্রাকৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী দৃশ্য শিল্প, হস্তশিল্পের জগতে ভাটা পড়ে।

কালের গ্রাসে হারিয়ে যেতে থাকে কিষাণগড়ের ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রকর্মগুলি। ঠিক সেই সময় হাল ধরেন তাঁদেরই বংশোদ্ভূত কন্যা বৈষ্ণবী। কথায় আছে, শেষ বলে কিছু নেই। পূর্বপুরুষদের শিল্প সাংস্কৃতিক সত্তাকে বাঁচিয়ে তোলেন তাঁর তুলির টানে। এমনকী ভারতের অন্যতম বিখ্যাত ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্পের নামকরণ করা হয়েছে তাঁরই পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শহর কিষাণগড়ের নামে।

নতুন করে শুরু

বৈষ্ণবী ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাক্তন ছাত্রী, যেখানে তিনি শিল্প ইতিহাসের উপর একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স করেছেন। যুক্তরাজ্যের SOAS বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিল্প ও প্রত্নতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন যেখানে তিনি এশিয়ান শিল্প নিয়ে পড়াশোনা করে এরপর যখন ভারতে ফিরে আসেন, তখন রাজকুমারী শিল্পকলা নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের পুরানো কর্মীরা আমাকে গল্প বলত যে কীভাবে কিষাণগড়ের বন্দেজ এত বিখ্যাত ছিল। যার কিছু উপাদান 'মাদার ইন্ডিয়া' ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাঁরা বলেছিল যে কিষাণগড়ের কাগজ এবং সাবান প্রস্তুতকারকরাও খুব পরিচিত ছিল। আমি এই সাবান এবং কাগজ প্রস্তুতকারকদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি কিন্তু খুঁজে পাইনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে, সৌভাগ্যবশত, আমি বিখ্যাত ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রশিল্পীদের খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছি। সেই সময়ে তাঁরা আসবাবপত্র রফতানি করার জন্য রং করতেন। আমি তাঁদের একত্রিত করে একটি স্টুডিও শুরু করি— যেখানে আমরা তাঁদের অর্থ প্রদান করি না, কিন্তু স্থায়ী কর্মসংস্থান দিই। আর এভাবেই স্টুডিও কিষাণগড়ের জন্ম হয়। শেষ থেকে হয় নতুনের শুরু।

কেন এই পথে

রাজকুমারীর শৈশবের পাতা উল্টে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর প্রিয় দুটি শিল্পের স্মৃতি। যা তাঁর শৈল্পিক কেরিয়ারে ছাপ ফেলে। একটি হল কিষাণগড় দুর্গ অপরটি হল পরিবারের উদযাপন করা উৎসবগুলি। তিনি তাঁর শিকড়কে কখনও ভোলেননি। বৈষ্ণবী জানান, কিষাণগড় অন্যান্য রাজপুতানা রাজ্যের মতো বিশাল রাজ্য ছিল না, যেমন যোধপুর এবং জয়পুর। আমার পূর্বপুরুষরা সংস্কৃতিমনস্ক। তাঁদের একজন রাজপুত রাজপুত্র সাওন্ত সিং, যিনি কবি রাজপুত্র নামেও পরিচিত। তিনি ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রকর্মের সুন্দর কাজ এবং নাগরিদাস নামে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক (ভক্তি) কবিতা রচনা করার জন্য বিখ্যাত। আমার প্রপিতামহ, কিষাণগড়ের মহারাজা স্যার মদন সিং বাহাদুর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। **(এরপর ২০ পাতায়)**

অর্ধেক আকাশ
2 August, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তাঁরা অদ্বিতীয়া

(১৯ পাতার পর)

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর পরিবারটি একটি উদযাপন করেন যাকে হিন্দোলা বলে। আমরা এখনও প্রতি বছর এটি করে চলেছি। আমি এই মহান ব্যক্তিদের গল্প এবং আমার পরিবারের ইতিহাস শুনে বড় হয়েছি। তাই, এই জিনিসগুলি আমাকে শিল্প ইতিহাস নিয়ে কেরিয়ার গড়তে অনুপ্রাণিত করেছে।

ব্যতিক্রম

কিষাণগড়ের সবুজে ঘেরা পরিবেশে বেড়ে ওঠার ফলে বৈষ্ণবী পেয়েছিলেন অনুপ্রেরণার রসদ। অনুপ্রাণিত হতেন দুর্গের ঝরোখা (বারান্দা), জালি (জাল), জটিলভাবে খোদাই করা তোড়ি (স্তম্ভ), বারান্দা ইত্যাদি থেকে। কিষাণগড়ের চিত্রকলা বাকি চিত্রকলা থেকে ভিন্ন। শিল্পীরা এই চিত্রকর্মে ঐতিহ্যবাহী রং ব্যবহার করে। সেই পাথরের রং কিন্তু তাঁরা ঘরেই তৈরি করেন। এ ছাড়াও ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্রাকৃতির কাগজও ব্যবহার করেন। ইতিমধ্যে সোনা ও রুপোর পাতায় কাজ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আধুনিক উপকরণেও কাজ করছেন। ঐতিহ্যকে ধরে রেখে নতুন-পুরনোর এই মেলবন্ধন এই চিত্রকর্মকে অন্য চিত্রকর্ম থেকে আলাদা করেছে।

লক্ষ্যে অটুট

বৈষ্ণবী আবেগের বশে এই পেশায় নিযুক্ত হলেও এখন লক্ষ্য তাঁর স্থির। তিনি তাঁর শিল্পকর্মকে বাণিজ্যিকভাবে আরও টেকসই করতে চান। সম্প্রতি, দিল্লির বিকানের হাউসে বৈষ্ণবী কুমারী এবং আর্ট সেন্ট্রিক্স স্পেসের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক মণিকা জৈনের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতিপূর্বে, বৈষ্ণবী আরও বেশ কয়েকটি একক প্রদর্শনী করেছেন। কাঠমান্ডুতে 'ডোমেনস অফ ওয়ান্ডার' নামে একটি প্রদর্শনী— এতে পিচোয়াই চিত্রকর্মের পাশাপাশি ল্যান্ডস্কেপ এবং রাগিণী টোডির একটি সিরিজ ছিল। এর আগে তাঁরা চেন্নাইয়ে 'কন্টেম্পোরারি টুইস্ট টু ট্র্যাডিশন' নামে একটি প্রদর্শনী করেছিলেন। যেখানে তাঁরা মূলত পিচোয়াই চিত্রকর্ম, শ্রীনাথজি এবং অন্যান্য ভক্তিমূলক কাজের উপর মনোনিবেশ করেছিলেন। এছাড়াও তাঁদের একক শিল্প প্রদর্শনী 'দ্য পাথ অফ গ্রেস', যেখানে তাঁরা স্টুডিও কিষাণগড়ে তাঁদের বিভিন্ন ধরনের কাজ উপস্থাপন করেছিলেন।

পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলার প্রসারে যশোধরা রাজে বুন্দেলা বৈষ্ণবী আর বুন্দেলা যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাঁদের স্বপ্ন এবং লক্ষ্য এক। কেউ নিয়েছেন কিষাণগড়ের ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনের ভার আবার কেউ ধরেছেন পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনের রাশ।

শিল্পের কোনও সীমা নেই। যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পের বহু চিত্রকলার আবির্ভাব হয়েছে এই পৃথিবীতে। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র থেকে আজকের ডিজিটাল পেইন্টিংয়ের মধ্যে বয়ে গেছে বহু সময়ের স্রোত। তারই মধ্যে সৃষ্টি পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলার।

সেই শিল্পকেও কালের ঘূর্ণিপাকে হারাতে বসেছিলাম আমরা। কিন্তু যশোধরা রাজে বুন্দেলা শেষরক্ষা করলেন।

পুরানো সেই দিনের কথা

অতীতে শিল্পের কদর মন্দ ছিল বললে ভুলই হবে। মুঘল আমলে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হত। তবে ১৬৫৮ সালে যখন আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসেন তখন থেকেই পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে যায়। তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন না। অগত্যা উপায় না পেয়ে মুঘল দরবারের শিল্পীরা নতুন পৃষ্ঠপোষকদের খোঁজে ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় পাহাড়ে চলে এসেছিলেন। সেখানে তাঁদের হতাশ হতে হয়নি বরং মিলেছে উষ্ণ অভ্যর্থনা। পাহাড়ি শাসক এবং হিমাচল প্রদেশের অভিজাতরা তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য এবং সমর্থন দেন। এরপর সেখানে জন্ম নেয় পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলার।

কী এই পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলা

যে চিত্রকলায় রয়েছে 'ভাগবত পুরাণ', থেকে শুরু করে 'ভাগবত গীতা', 'রামায়ণ' এবং 'গীত গোবিন্দ'-এর মতো হিন্দু ধর্মগ্রন্থের দৃশ্য, যেখানে ফুটে ওঠে রাম, কৃষ্ণ এবং রাধার মতো হিন্দু দেবতাদের প্রতিকৃতি। যেখানে স্থান পায় শাসক এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের প্রতিকৃতি। পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলা বাকি আর পাঁচটা ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলা থেকে আলাদা। এই চিত্রকলা জানান দেয় গভীর রোম্যান্টিকতাকে, মান্যতা দিই রাধা-কৃষ্ণের ঐশ্বরিক প্রেমকে। এই শিল্পকলা মূলত ১৭শ থেকে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব এবং জম্মু অঞ্চলের পার্বত্য রাজ্যগুলিতে দেখা যেত।

ক্ষয়িষ্ণু শিল্পকলার সংরক্ষণে

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে হারাতে বসা এই শিল্পের পেছনে 'আদা জল খেয়ে' পড়লেন যশোধরা রাজে বুন্দেলা। এই শিল্পী একাধারে উদীয়মান শিক্ষাবিদ, অন্যদিকে বিলাসপুর স্কুল অফ পাহাড়ি মিনিয়েচার পেইন্টিং-এর উপর ডক্টর অফ ফিলজফির শীর্ষে, এমনকী পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলাও তৈরি করেন। ধামিতে তাঁর বাড়িতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সেগুলি শেখান। বর্তমানে, তিনি পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রকলার জন্য কমিশনে একটি ছোট কিন্তু নিবেদিতপ্রাণ দলের সঙ্গে কাজ করছেন।

শিল্পের প্রতি টান

বুন্দেলা শৈশব থেকেই সৃজনশীল। সে তাঁর কল্পনাপ্রবণ শিল্পমন ক্রমাগত অন্বেষণ করত। বুন্দেলা বলেন, ''শিক্ষাগতভাবে আমি গড়পড়তা ছিলাম, কিন্তু আমার আসল

আবেগ ছিল শৈল্পিক সাধনার মধ্যে। সৌভাগ্যবশত, আমার বাবা-মা অবিশ্বাস্যভাবে সমর্থন করেছিলেন, আমাকে প্রচলিত যে নিয়ম তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার পরিবর্তে আমার আগ্রহগুলি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আমি সেই আবেগকে একটি পেশায় রূপান্তরিত করেছি, একজন পেশাদার শিল্পী হিসেবে কাজ করেছি এবং আমার সবসময়ের স্বপ্নের সৃজনশীল জীবনযাপন করেছি।''

তবে শিল্পকলার প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায় যখন তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য সিমলায় যান। সেখান থেকে তিনি পাহাড়ি চিত্রকলার সাতটি প্রধান বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রাণবন্ত রং এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি দেখে মুগ্ধ হন তিনি। এরপর সেই অভিজ্ঞতা যত বাড়ে আগ্রহ তত বাড়তে থাকে। বুন্দেলা পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্প ছাড়াও কলমকারি, গোল্ড শিল্প এবং কালীঘাট চিত্রকলা-সহ অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলারও ভক্ত।

প্রায় নিভে যাওয়া প্রদীপের শিখার মতো পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনে বুন্দেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ধরনে বরণে

এক-একটি শিল্পের এক-একটি ধরন। রয়েছে ভিন্ন ইতিহাস, রয়েছে ভিন্ন ঐতিহ্য। যুগান্তরে বয়ে নিয়ে যায় কত না বার্তা।

বুন্দেলা জানান, পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতির ধরনটি সূক্ষ্ম এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ, মনোমুগ্ধকর চিত্র, সূক্ষ্ম রেখা এবং নরম উজ্জ্বল রং-সহ। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি লীলাভূমি এবং কাব্যিক, ঢালু পাহাড়, ফুলের গাছ, নদী এবং প্রাসাদ দ্বারা পরিপূর্ণ যা একটি স্বপ্নের মতো পরিবেশ তৈরি করে। আবেগগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে এবং চিত্রগুলি প্রায়শই গভীর আধ্যাত্মিকতা এবং আনন্দকে প্রতিফলিত করে। শৈল্পিক করুণা, ভক্তিমূলক বিষয়বস্তু এবং আঞ্চলিক স্বাদের সংমিশ্রণ পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতিগুলিকে ভারতের শৈল্পিক ঐতিহ্যের একটি সত্যিই বিশেষ এবং লালিত অংশ করে তোলে।

শিল্পের প্রসার

শিল্প কখনও নিজের কাছে গচ্ছিত রাখার জিনিস নয়। তাই বুন্দেলা ও তার দল পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রকলার প্রসারে জন্য কাজ করছেন। এছাড়া এই চিত্রকলার প্রসারে সাতটি বিদ্যালয় রয়েছে : বাসোহলি, কুল্লু, মান্ডি, বিলাসপুর, কাংড়া, চাম্বা এবং গুলের।

তাঁর দলের কিছু সদস্য এখনও শেখার পর্যায়ে রয়েছেন, তাঁরা দক্ষতা এবং ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতির কৌশল সম্পর্কে ধারণা বিকাশ করছেন। অন্যরা আরও উন্নত স্তরে পৌঁছেছেন এবং এখন পেশাদার কাজ তৈরি করছেন।

বুন্দেলা পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতির ঐতিহ্যবাহী কৌশলগুলিতে দক্ষতা অর্জনে তাঁদের নির্দেশনা এবং সহায়তা দেন এবং তাঁদের কৌশলকে আরও পরিমার্জিত করতে সাহায্য করেন।

বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ

শিল্পের প্রতি কতটা ভালবাসা থাকলে মানুষ তাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচে। বাঁচিয়ে রাখে সেই শিল্পকে। পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলার প্রতি সেই টান সেই ভালবাসা বুন্দেলার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে। যাঁরা ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলা ভালবাসেন তাঁদের সুবিধার্থে তিনি খুলেছেন হাউস হোমস্টে। এছাড়াও মনে যদি ক্ষুদ্রাকৃতি ভ্রমণের সুপ্ত বাসনা থাকে তাহলে একবার হলেও বুন্দেলার 'মিনিয়েচার ট্যুর' ঘুরে আসতে পারেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই নারী পাহাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলার প্রসারে যেভাবে কাজ করছে তা প্রশংসনীয়।